গ্রামের গরীবদের প্রতি

কৃষক-সমস্যা সম্পর্কীয় প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়া



ভি. আই. লেনিন



অনুবাদ

বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড্
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রথম বাংলা সংস্করণ
জানুয়ারী, ১৯৪৪
দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

দাম এক টাকা

৮, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, নববিধান প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গ্রামের গরীবদের প্রতি

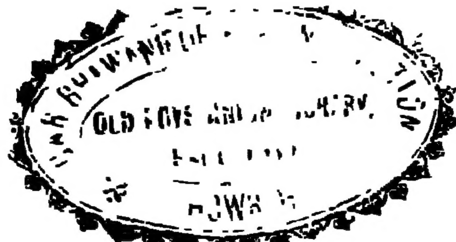
(১৯০৩)

ভি. আই. লেনিন

অনুবাদক—বিভূতি গুহ

সূচী

গ্রামের গরীবদের প্রতি



ভূমিকা

লেনিনের "গ্রামের গরীবদের প্রতি" ও "কৃষক-সমস্যা সম্পর্কীয় প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়া" একত্রে দ্বিতীয় বার বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হইল। প্রথম বার এই পুস্তকের ২২০০ খানা ছাপা হইয়াছিল ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে। কয়েক মাস আগেই প্রথম বারের বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। কলিকাতার প্রেসে কাজের ভিড় বেশী বলিয়া দ্বিতীয় বার ছাপাইতে অনেক সময় লাগিয়া গেল। এইবারে অপেক্ষাকৃত ভালো কাগজ ব্যবহার করা হইয়াছে, ছাপানোর খরচও দ্বিগুণ লাগিয়াছে, কিন্তু দাম বাড়ানো হয় নাই।

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ কৃষক-সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলি মূলনীতি বা তত্ত্ব খাড়া করিয়াছেন। সেই সবের বনিয়াদের উপরে লেনিনই প্রথমে সে-সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে-সিদ্ধান্ত হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে কৃষকদের সম্পর্কে মজুরশ্রেণীর নীতি কি হইবে। উনিশ শতকের নবম দশকের ভিতরই লেনিন এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছিলেন যে, মজুর আর কৃষকের মধ্যে বিপ্লবী যোগাযোগ না ঘটিলে জারতন্ত্র, জমিদারী প্রথা ও ধনিকপ্রথার উচ্ছেদ কিছুতেই করিতে পারা যাইবে না। এই সমস্যাটিকে ভালোভাবে বুঝিবার জন্য তিনি এই বিষয়ে লেখা নানান দেশের অনেক পুঁথি-পুস্তক পড়িয়াছিলেন। অন্য কোনো পন্থী তো নয়ই, আর কোনো মার্ক্স্-পন্থীও তাঁহার মতো এত বেশী চিন্তা কৃষক-সমস্যা সম্বন্ধে করেন নাই। তাই, তিনি পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে, কৃষকদের প্রশ্নকে এড়াইয়া গিয়া "মজুরদের পার্টি" কিছুতেই আপন উদ্দেশ্য সাধনের পথে আগাইয়া যাইতে পারিবে না।

১৯০১ সালে লেনিনের "মজুরদের পার্ট ও কৃষক" নামীয় লেখাটি বাহির হয়। এই লেখাটির মোদ্দা কথা এই: মুক্তির লড়াই-এ মজুরশ্রেণী সামনের কাতারে থাকিবে, কিন্তু কৃষকদেরও সঙ্গে পাইতেই হইবে। কৃষকেরা সঙ্গে না থাকিলে মুক্তি-সংগ্রাম কিছুতেই চলিতে পারে না। এই লেখায় তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে, গ্রামদেশে দুইটি সামাজিক লড়াই চলিতেছে,—(১) ক্ষেত মজুরের সাথে গ্রামের ধনিকদের (ধনী কৃষকদের) লড়াই, আর (২) গোটা কৃষকশ্রেণীর সাথে গোটা জমিদারশ্রেণীর লড়াই। অর্থাৎ, শহরের কল-কারখানার মজুরদের যেমন শ্রেণী-সংগ্রাম (কল-কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই) চালাইতে হয়, গ্রামেও ঠিক সেই রকমেরই শ্রেণী-সংগ্রাম চলে,—জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণীর লড়াই, ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে ক্ষেত-মজুরদের লড়াই। লেনিন বলিলেন, গ্রামের এই শ্রেণী-সংগ্রামকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

"রাশিয়ার সোশ্যাল্ ডেমক্রাসির (কমিউনিস্টদের) কৃষক সম্পর্কীয় কর্ম্মপদ্ধতি" নাম দিয়া আর একটি বিখ্যাত লেখার রচনা লেনিন শেষ করেন ১৯০২ সালের মার্চ মাসে। এই লেখায় তিনি "মজুরদের পার্টি"র কৃষক-কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অত্যন্ত জোরালো ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে বলা হয় যে, কৃষক-বিপ্লব যখন ঘটিবে তখন কাড়িয়া-নেওয়া জমি ফিরাইয়া পাওয়াতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে কৃষকদের চলিবে না, তাহাদের জমিদারের জমি দখল করিয়াও লইতে হইবে, জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করাই হইবে তাহাদের দাবী।

এই দুইটি লেখার বনিয়াদের উপরে লেনিন তাঁহার "গ্রামের গরীবদের প্রতি" রচনা করিয়াছেন। ১৯০৩ সালের বসন্তকালে ইহা রাশিয়ার বাহিরে প্রথম ছাপা হয়। ইহার ভাষা খুবই সহজ ও সরল। এইরূপ সহজ-সরল ভাষায় লিখিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লেখা-পড়া না-জানা কৃষকেরাও তাহাদের সমস্যা বুঝুক। লেনিনের **"কি করিতে হইবে ?"**

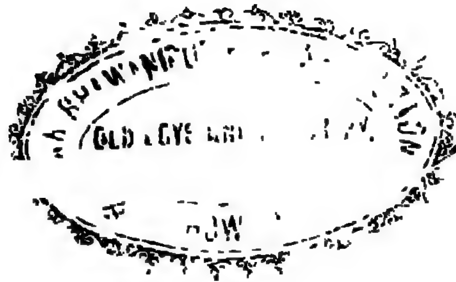
পুস্তকখানা পড়িয়া যেমন সকলে পার্টি গড়নের সমস্যা বুঝিযাছিলেন, তাঁহার **"গ্রামের গরীবদের প্রতি"** পড়িয়াও তেমনই সকলে বুঝিলেন যে, গ্রামদেশে শ্রেণী-সংগ্রাম চালাইবার কর্ম্মকৌশল কি হইবে ?

তৃতীয়, কমিউনিস্ট্ ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের বৈঠক ১৯২০ সালের জুলাই মাসে মস্কোতে বসিয়াছিল। এই কংগ্রেসে পেশ করিবার জন্য লেনিন একটি কৃষক-সমস্যা সম্পর্কীয় প্রস্তাবের খসড়া ঐ বছরেরই জুন মাসে তৈযার করিয়াছিলেন। এই খসড়া প্রস্তাবটিও "গ্রামের গরীবদের প্রতি"র সহিত ছাপানো হইল। কারণ, লেনিনের রুশ বিপ্লবের আগেকার ও পরেকার রচিত এই দুইটি লেখা এক সঙ্গে পড়া আবশ্যক। কৃষক-সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে-সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিয়াছেন এই দুইটি লেখা হইতে উহার পুরাপুরি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সভ্যের ও কৃষক সভার প্রত্যেক সংগঠকের এই পুস্তকখানা গভীর মনোযোগ দিয়া পড়া একান্ত কর্ত্তব্য। শুধু নিজেরা পড়িলেই চলিবে না, হাজার হাজার লোককে এই বইখানা পড়াইতেও হইবে। যাঁহারা পড়িতে জানেন না, তাঁহাদের পড়িয়া শুনানো ও বুঝানোও আবশ্যক।

"গ্রামের গরীবদের প্রতি" পড়িবার সময় সকলে ফুটনোটগুলিও অবশ্যই পড়িয়া লইবেন। তখনকার দিনে যাঁহাদের "সোশ্যাল ডেমোক্রাট" বলা হইত তাঁহাদের আজ বলা হয় "কমিউনিস্ট", তখনকার "সোশ্যাল ডেমক্রাটিক লেবার পার্টি" হইল আজিকার "কমিউনিস্ট পার্টি", আর বই-এতে লিখিত "সোশ্যাল ডেমক্রাসি"র মানে হইল "কমিউনিস্ট মতবাদ"।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ মুজফ্ফর আহ্মদ



গ্রামের গরীবদের প্রতি

(কৃষকদের জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের

উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা)

(১) শহরে মজুরদের লড়াই

অনেক কৃষকই হয়ত আজকাল শহরের মজুর গোলমালের খবর শুনিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে হয়ত নিজেরাই সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ (বর্ত্তমান লেনিনগ্রাড্—অনুবাদক) বা মস্কোতে বাস করিয়াছেন এবং কারখানায় কাজ করিয়াছেন, পুলিস যাহাকে বলে দাঙ্গা, সেই দাঙ্গাও দেখিয়াছেন। এই গোলমালে অংশ গ্রহণ করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যে-সব মজুরকে শহর হইতে গ্রামে বিতাড়িত করিয়াছিল সেই সব মজুরের সঙ্গে হয়ত অনেকের পরিচয় হইয়াছে। আবার অনেকে হয়ত মজুরদের প্রচারিত ইস্তাহার বা মজুরদের লড়াই সম্বন্ধে বই পড়িয়াছেন। কেউবা হয়ত যাহারা শহরে যাতায়াত করে সেই সব লোকের কাছে শহরে কি হইতেছে, সেই সব গল্প শুনিয়াছেন।

প্রথম প্রথম ছাত্ররাই বিদ্রোহ করিত, কিন্তু এখন সব বড় বড় শহরে হাজার হাজার মজুর জাগিয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মজুরদের লড়াই হয়, তাহাদের মনিব, কারখানার মালিক বা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। মজুররা স্ট্রাইক্ ঘোষণা করে। একই সময়ে কারখানার সমস্ত মজুর কাজ

বন্ধ করিয়া দেয়। বেশী মজুরী বা দিনে দশ এগার ঘণ্টার পরিবর্ত্তে আট ঘণ্টার বেশী না খাটিবার দাবী তাহারা করে। মজুরের জীবনে দুঃখ লাঘবের জন্য অন্যান্য দাবীও তাহারা তোলে। তাহারা চায়, কারখানা-ঘরের অবস্থা আরো ভাল করা হউক, যন্ত্রপাতিগুলি এমন ভাবে বিশেষ কায়দায় ঘিরিয়া রাখা হউক যাহাতে মজুরেরা বিকলাঙ্গ হওয়ার হাত হইতে রক্ষা পায়। তাহারা চায়, তাহাদের সন্তানেরা যাহাতে স্কুলে পড়িতে পারে, রোগীদের জন্য যেন হাসপাতালে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়, তাহাদের বাসের ঘর যেন কুকুর-বিড়ালের খোপের মত না হইয়া মানুষের বাসের উপযোগী হয়।

কিন্তু মজুরদের এই লড়াই-এ পুলিস হস্তক্ষেপ করে। পুলিস মজুরদের ধরে, তাহাদের জেলে দেয়, বিনাবিচারে তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়া দেয়, এমন কি সাইবিরিয়ায় পর্য্যন্ত নির্ব্বাসন দেয়। গভর্নমেণ্ট মজুরদের স্ট্রাইক্ ও সভা-সমিতি নিষেধ করিয়া আইন করে। কিন্তু মজুররা পুলিস ও গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদের লড়াই চালাইতেই থাকে। মজুররা বলে আমরা লাখ লাখ মজুরের দল বহুদিন শিরদাঁড়া বাঁকা রাখিয়াছি। বহুদিন নিজেরা সর্ব্বহারা থাকিয়া ধনীদের জন্য প্রাণপাত করিয়াছি। বহুদিন আমাদের উপর তাহাদের ডাকাতি চলিতে দিয়াছি। আমরা একজোট হইয়া ইউনিয়ন গঠন করিতে চাই, মজুরদের এক করিয়া মজুরদের এক বিরাট সঙ্ঘ (মজুরের পার্টি) গড়িতে চাই, ভাল জীবন যাপনের জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি এক করিতে চাই। নূতন এবং উন্নত সমাজব্যবস্থার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি, এই নূতন এবং উন্নত সমাজে ধনী-গরীব কেহ থাকিবে না, সবাইকে কাজ করিতে হইবে। মুষ্টিমেয় ধনিক আর সকলের শ্রমের ফল ভোগ করিবে না, যাহারা খাটিয়া খায় তাহারা সকলেই সেই ফল ভোগ করিবে। কল-কারখানা ও অন্যান্য উন্নতির উপকরণ লাখ লাখ মজুরকে বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয়

লোককে ধনী করিবার জন্য আর ব্যবহার করা হইবে না, সকলেরই কাজকে সহজ করিবার জন্যই ইহার ব্যবহার হইবে। এই নূতন এবং উন্নত ধরনের সমাজকেই বলে **সোশ্যালিস্ট্ সমাজ**। এই সমাজ সম্বন্ধে শিক্ষাকেই বলে সোশ্যালিজ্‌ম্। এই উন্নত সমাজের জন্য মজুরদের যে-সমস্ত লড়াই করে তাহাকেই বলে **সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি**। প্রায় সব দেশেই (রুশিয়া এবং তুর্কি ছাড়া) এই রকম প্রকাশ্য পার্টি আছে। রুশিয়াতেও মজুর এবং শিক্ষিত লোকদের মধ্য হইতে সোশ্যালিস্ট-দের লইয়া এই রকম পার্টি গঠিত হইয়াছে। ইহারই নাম **সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি**।

গভর্নমেণ্ট এই পার্টিকে দমন করে। সমস্ত বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও কিন্তু পার্টি গোপনে কাজ চালায়, পার্টি কাগজ বাহির করে, বই বাহির করে এবং গোপন সমিতি গড়িয়া তুলে। মজুররা শুধু গোপনেই একত্র হয় না, তাহারা দলে দলে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে, তাহাদের নিশান উড়ায়। সেই নিশানে লেখা থাকে "আট ঘণ্টা দিনের জয় হউক। জয় হউক মুক্তির। জয় হউক সোশ্যালিজ্‌মের।" গভর্নমেণ্ট এই জন্য মজুরদের নৃশংসভাবে দমন করে। এমন কি তাহাদের উপর গুলি চালাইবার জন্য সরকার ফৌজও পাঠায়। রুশ ফৌজ যারোস্লাভল্, সেণ্টপিটার্সবুর্গ, রিগা, রস্টভ্-অন্-ডন্ ও জ্লাটুস্ট্-এ রুশ মজুরদের হত্যা করিয়াছে।

কিন্তু মজুররা আত্মসমর্পণ করে নাই। তাহারা লড়াই চালাইতেছে। তাহারা বলে আসুক দমননীতি, আসুক জেল, আসুক আটক আর নির্ব্বাসন, মৃত্যুও আসুক না কেন, আমরা কিছুতেই ভয় পাই না। আমাদের উদ্দেশ্য ন্যায্য। যাহারা খাটিয়া খায়, তাহাদের সবারই সুখ-শান্তি ও মুক্তির জন্য আমরা লড়াই করিতেছি। আমরা লড়িতেছি হিংসা ও অত্যাচার দূর করিবার জন্য, অগণিত জনগণের দারিদ্র্য দূর

করিবার জন্য। মজুরেরা ক্রমশ শ্রেণী-সচেতন হইতেছে। সব দেশেই দিনের পর দিন সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিযাছে। সমস্ত দমননীতি সত্ত্বেও আমাদের জয় হইবেই।

গ্রামের গরীবদের স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে, সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কি রকম লোক, তাহারা কি চায এবং তাহারা যদি জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের কাজে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সাহায্য করিতে চায তবে তাহাদের কি করা কর্ত্তব্য।

[সোশ্যাল ডোমোক্রাট : বর্ত্তমানে রুশিয়ার বলশেভিক্ পাটি বা কমিউনিস্ট্ পার্টিকেই আগে "রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি" বলিত। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসে ১৮৯৮ সালে মিন্স্ক শহরে। তাহাতে মাত্র ৯ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু ৯ জনকেই গ্রেফ্তার করা হয়। লেনিন তখন সাইবিরিয়ার নির্ব্বাসনে থাকায় যোগ দিতে পারেন নাই। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস বসে ১৯০৩ সালে ব্রুসেল্স্ শহরে কিন্তু পুলিসের উৎপাতে লণ্ডনে উহাকে স্থানান্তরিত করিতে হয়। এই লণ্ডন অধিবেশনেই পার্টির ভিতর সুস্পষ্ট দুইটি ভাবধারা দেখা দেয়—সংস্কারপন্থী অর্থনীতিবাদী ও বিপ্লবপন্থী মার্ক্স্বাদী। বিপ্লবীরাই সংখ্যায় বেশী হয়। তাই তাহাদের বলা হয় বল্শেভিক্। সংস্কারপন্থীরা সংখ্যায় কম হওয়ায় তাহাদের বলা হয় মেন্শেভিক্। কিন্তু উভয় দলই তখনও একই রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির ভিতর ছিল। ১৯১২ সালে প্রাগ শহরে ষষ্ঠ নিখিল রুশ পার্টি কন্ফারেন্স বসে। সেই কন্ফারেন্সে মেন্শেভিক্দের পার্টি হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় ও রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি খাঁটি বিপ্লবপন্থী মার্ক্স্বাদী পার্টিতে পরিণত হয়। ১৯১৭ সালে এপ্রিল মাসে বিখ্যাত 'এপ্রিল নিবন্ধে' লেনিন পার্টির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কমিউনিস্ট্ পার্টি রাখিবার নির্দ্দেশ দেন। কারণ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের তথাকথিত মার্ক্স্বাদী পার্টিগুলি যাহারা নিজেদের সোশ্যাল ডেমোক্রাট বলিত তাহারা সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে যোগ দিয়া বিপ্লবী মার্ক্স্বাদী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাই লেনিন মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্ এর নির্দ্দেশিত নাম কমিউনিস্ট্ পার্টিই রাখিবার কথা বলেন।

তাই পুস্তকখানির সব জায়গায় সোশ্যাল ডেমোক্রাট কথাটার বদলে কমিউনিস্ট্ মনে করিয়া পড়িলেই বর্ত্তমানের সঙ্গে তুলনার সুবিধা হইবে।—অনুবাদক]

(২) সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কি চায় ?

সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের প্রথম ও প্রধান কাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা। নূতন এবং উন্নততর সোশ্যালিস্ট সমাজের জন্য লড়াই করিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ ও প্রকাশ্য সঙ্ঘে রুশ মজুর শ্রেণীকে এক করিবার জন্য তাহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চায়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি ?

ইহা বুঝিতে হইলে কৃষকদের বর্ত্তমান মুক্ত অবস্থার সঙ্গে ভূমিদাস-প্রথার তুলনা দিয়াই আরম্ভ করিতে হইবে। ভূমিদাস-প্রথায় জমিদারের হুকুম ছাড়া কৃষকেরা বিবাহ পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। আজ কৃষকেরা কাহারও হুকুম ছাড়াই বিবাহ করিতে পারে। ভূমিদাসের যুগে জমিদারের আমলারা যে-সব দিন ঠিক করিয়া দিত সেই সব দিনে জমিদারের জন্য কৃষকদের খাটিতে হইত। আজ কৃষকদের নিজ মালিক বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা আছে, কোন্ দিন খাটিবে, কত মজুরীতে খাটিবে তাহা বাছিয়া লইবারও স্বাধীনতা আছে। আগের আমলে জমিদারের হুকুম ছাড়া কৃষকেরা নিজগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। আজ কৃষকেরা যেখানে খুশি যাইতে পারে—অবশ্য যদি মির্ (গ্রাম্য সমাজ) অনুমতি দেয়, যদি ট্যাক্স বাকী না থাকে, যদি সে ছাড়পত্র পায়, যদি পুলিস বা ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যখানে বসবাসের নিষেধাজ্ঞা না থাকে। তার মানে এই যে, আজও কৃষকদের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইবার পুরা স্বাধীনতা নাই, তাহার গতিবিধি পুরাপুরি অবাধ নয়, আজও কৃষক অর্দ্ধ ভূমিদাস। আমরা এখনই দেখাইব রুশ কৃষকদের কেন এই অবস্থা এবং এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাদের কি করিতে হইবে।

ভূমিদাস প্রথায় জমিদারের হুকুম ছাড়া কৃষকেরা সম্পত্তি গ্রহণ করিবার স্বত্ব লাভ করিতে পারিত না, বা জমি্ কিনিতে পারিত না। আজ

কৃষকেরা যে-কোন ধরনের সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে (কিন্তু আজও কৃষকেরা ইচ্ছামত মির্ ছাড়িয়া যাইতে পারে না, অথবা জমি হস্তান্ত করিতে পারে না)। দাস আমলে জমিদারেরা কৃষকদের চাবুক মারিতে পারিত। আজ জমিদারেরা কৃষকদের চাবুক মারিতে পারে না, যদিও দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা আজও আছে।

পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও সম্পত্তির ব্যাপারে এই স্বাধীনতার নাম ব্যক্তি-স্বাধীনতা। মজুর ও কৃষকদের তাহাদের পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা আছে (অবশ্য পুরা স্বাধীনতা নয়), ইচ্ছামত সম্পত্তি ও শ্রম প্রয়োগের (মালিক বাছিবার) অধিকার আছে।

কিন্তু কি রুশ মজুর, কি সমস্ত রুশীয় জনসাধারণ, কাহারই ইচ্ছামত জাতীয় জীবন চালাইবার স্বাধীনতা নাই। কৃষকেরা যেমন ছিল ব্যক্তিগত জমিদারের দাস, তেমনি সমস্ত জনসাধারণ সরকারী কর্ম্মচারীর দাস। সরকারী কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের অধিকার রুশ জনসাধারণের নাই, সমস্ত দেশের জন্য আইন করিবার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার আলোচনার জন্য সভা করিবার অধিকারও রুশ জনসাধারণের নাই। এমন কি আমরা খবরের কাগজ বাহির করিতে পারি না, বই ছাপাইতে পারি না, সরকারী কর্ম্মচারীদের হুকুম ছাড়া রাষ্ট্রের ব্যাপারে সকলের জন্য সকলের কাছে কিছু বলিতে পারি না। অথচ আমাদের উপর এই কর্ম্মচারীদের আমাদের কোন সম্মতি না লইয়াই নিযুক্ত করা হইয়াছে, যেমন কৃষকদের মত না নিয়াই জমিদারেরা গোমস্তা নিযুক্ত করিত।

যেমন কৃষকরা ছিল জমিদারের দাস, তেমনি রুশ জনসাধারণ এখনও সরকারী কর্ম্মচারীদের দাস, ভূমিদাসত্বের আমলে যেমন কৃষকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল না, তেমনি আজও রুশ জনসাধারণের রাজনৈতিক

স্বাধীনতা নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে, সমস্ত জনসাধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে, বাষ্ট্রের ব্যাপারে কাজ চালাইবার জন্য জনসাধারণের 'অধিকার। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ, জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় ডুমায় (পার্লিযামেণ্ট আইনসভা) প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার। কেবলমাত্র সমস্ত জনসাধারণের নির্ব্বাচিত এই রকমের রাষ্ট্রীয় ডুমায় সমস্ত আইন আলোচনা ও পাস করিতে পারে বা সমস্ত ট্যাক্স ও কর ধার্য্য করিতে পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ, জনসাধারণেব নিজ কর্ম্মচারী বাছাই করিবাব অধিকার, রাষ্ট্রেব সমস্ত কাজেব আলোচনা করিবার জন্য ইচ্ছামত যে-কোন সভা ডাকিবার অধিকার, কোনও অনুমতি না লইয়া ইচ্ছামত যে-কোন কাগজ ও বই বাহির করিবার অধিকার।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের জনসাধারণ অনেকদিন আগেই নিজেদের জন্য রাজনৈতিক অধিকার পাইয়াছে। কেবলমাত্র তুরস্কে ও রুশিয়ায জনসাধারণ আজও সুলতানের গবর্ণমেণ্টের বা স্বেচ্ছাচারী জার গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক দাস। জার-স্বেচ্ছাতন্ত্রের অর্থই হইতেছে, জারের অসীম ক্ষমতা। দেশের শাসনতন্ত্র গঠনে বা শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন হাত নাই। জার একাই তার ব্যক্তিগত সর্ব্বময ক্ষমতাব সাহায্যে সমস্ত আইন জারী করে ও সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে। অবশ্য, জার সমস্ত রুশ আইন বা সমস্ত রুশ্ কর্ম্মচারীকে জানিতে পারে না। দেশের ভিতর কি হইতেছে না হইতেছে তাহার সমস্তও জার জানিতে পারে না। সব চাইতে বড় ও বিশিষ্ট মুষ্টিমেয় কর্ম্মচারীদের কথায়ই জার সায় দেয। একজন লোক প্রাণপণ ইচ্ছা থাকিলেও রুশিয়ার মত এতবড় বিরাট দেশ একলা শাসন করিতে পারে না। জার রুশিয়া শাসন করে না। স্বেচ্ছাতন্ত্র এক ব্যক্তির শাসন—একথা বলা শুধু বুলি আওড়ান মাত্র। রুশিয়াকে শাসন করে সব চাইতে ধনী ও উচ্চবংশীয় রাজকর্ম্মচারীরা। এই মুষ্টিমেয় লোক খুশিমত যা জানায়, জার শুধু সেইটুকু জানিতে পারে।

এই উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় সম্ভ্রান্ত লোকদের বিরুদ্ধে যাইবার কোন ক্ষমতা জারের নাই। জার নিজে একজন জমিদার ও সম্ভ্রান্ত বংশেরই একজন। শৈশব হইতেই জার শুধু মাত্র এই উচ্চবংশীযদের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছে, ইহারাই জারকে লালন পালন করিয়াছে ও লেখাপড়া শিখাইয়াছে। অবশিষ্ট রুশ জনসাধারণ সম্বন্ধে এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা বা ধনী জমিদারেরা যাহা জানে, জার শুধু ততটুকুই জানে।

প্রত্যেক ভোলোস্ট আপিসে একই ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান আছে দেখা যাইবে উহাতে দেখান হইয়াছে জার তৃতীয় আলেক্জাণ্ডারের (বর্ত্তমান জারের পিতা) অভিষেক-উৎসবে আগন্তুক ভোলোস্ট মাতব্বরদের জার বলিতেছেন—**"সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের নেতাদের মানিয়া চল।"** বর্ত্তমান জার দ্বিতীয় নিকোলাস ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ইহার অর্থ, জারেরা নিজেরাই স্বীকার করে যে তাহারা শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সাহায্য লইয়া ও তাহাদেরই মারফৎ দেশ শাসন করিতে পারে। 'সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে মানিয়া চল', কৃষকদের সম্বন্ধে জারের এই কথা আমাদের ভালভাবে মনে রাখিতে হইবে। যাহারা জারের গবর্ণমেণ্টকে সব চাইতে ভাল গবর্ণমেণ্ট বলে তাহারা যে মিথ্যাবাদী সে-কথা আমাদের পরিষ্কার বুঝিতে হইবে। এই সব লোক বলে, অন্যান্য দেশে গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়; কিন্তু নির্ব্বাচিত হয় ধনীরাই, এবং তাহারা অন্যায়ভাবে দেশ শাসন করে, গরীবদের উপর জুলুম চালায়। রুশিযাতে গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচিত নয়; একজন সর্ব্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন জার দেশ শাসন করে। জার ধনী-দরিদ্র সবার উপরে। তাহাদের মতে ধনী গরীব সবার সম্বন্ধেই সমানভাবেই জার ন্যায়পরায়ণ।

এই সব কথা শুধু ধাপ্পাবাজী মাত্র। প্রত্যেক রুশবাসী জানে আমাদের সরকার কেমন ন্যায়পরায়ণ। সবাই জানে, একজন সাধারণ মজুর বা ক্ষেত মজুর রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের সভ্য হইতে পারে কিনা। সমস্ত

ইউরোপীয় দেশে কারখানার মজুর ও ক্ষেত মজুরেরা রাষ্ট্রীয় ডুমার (পার্লামেণ্ট) প্রতিনিধি হইতে পারে, এবং তাহারা সমস্ত জনসাধারণকে মজুরদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে খোলাখুলি বলিতে পারে, ভালো ব্যবস্থার জন্য এক হইতে ও লড়াই করিতে মজুরদের ডাকও দিতে পারে। জনসাধারণের এই প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় কেহই বাধা দিতে সাহস পায় না। কোন পুলিস তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে সাহস করে না।

রুশিয়ার কোন প্রতিনিধিমূলক গভর্নমেণ্ট নাই এবং শুধু যে ধনী ও উচ্চ সম্প্রদায়ই রুশিযাকে শাসন করে তাহা নয়, ইহাদের সব চেয়ে নিকৃষ্ট অংশই শাসন চালায়। রুশিয়ায় শাসন চালায় তাহারাই, যাহারা জারের দরবারে ষড়যন্ত্র পাকাইতে ওস্তাদ, যাহারা ক্ষতি করিতে সুচতুর, জারের নিকট মিথ্যা ও দুর্নাম রটানই যাহাদের পেশা, আর যাহারা জারের চাটুকার। তাহারা শাসন চালায় গোপনে। জনসাধারণ জানে না এবং জানিতেও পারে না, কোন্ কোন্ নূতন আইন তৈরী করা হইতেছে, কোন্ যুদ্ধের ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কোন্ নূতন ট্যাক্স বসান হইতেছে, কোন্ কোন্ কর্ম্মচারীকে কি কারণে পুরস্কার দেওয়া হইল, কাহাকেই বা বরখাস্ত করা হইল। রুশিয়ার মত সরকারী কর্ম্মচারীর এত ভিড় আর কোথাও নাই। নির্ব্বাক জনগণের মাথার উপরে আছে গভীর জঙ্গলের মত সরকারী কর্ম্মচারীর ভিড়—সাধারণ মজুর এই অরণ্যের ভিতর দিয়া পথ পায় না, কোন দিনই ন্যায়বিচার পাইতে পারে না। আমলাতন্ত্রের ঘুষখোরী, লুণ্ঠন ও জুলুমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রকাশ হয় না ; সমস্ত অভিযোগই সরকারী দফ্তরের টালবাহানার আড়ালে ধামাচাপা পড়ে। একজন নিঃসঙ্গ মানুষের আওয়াজ জনসাধারণের কাছে পৌছিতে পারে না, সে-আওয়াজ গভীর জঙ্গলের মধ্যে হারাইয়া যায়, পুলিসের জুলুম কুঠরীতে তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরা হয়। জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয় না,

জনসাধারণের নিকট যাহাদের কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, এইরূপ কর্ম্মচারীর দল এক ঘন জালের সৃষ্টি করিযাছে, আর অসংখ্য নরনারী মাছির মত এই জালে পডিযা ছটফট করিতেছে।

জার-স্বেচ্ছাতন্ত্র হইতেছে আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাতন্ত্র। জার-স্বেচ্ছাতন্ত্রের অর্থ জনসাধারণের ফিউদাল অধীনতা—আমলাতন্ত্রের, বিশেষ করিযা পুলিসের অধীনতা। আর জার-স্বেচ্ছাতন্ত্র হইতেছে পুলিস স্বেচ্ছাতন্ত্র।

তাইতো মজুরেরা নিশান হাতে করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁডায, সেই নিশানে লেখা থাকে "স্বেচ্ছাতন্ত্র ধ্বংস হউক।" "রাজনৈতিক স্বাধীনতার জয় হউক!" তাইতো শহরের মজুরদের লডাই-এর এই আওয়াজ গ্রামের লাখ লাখ গরীবাকেও নিতে হইবে। মজুরদের মতই সমস্ত দমন-নীতি তুচ্ছ করিযা, শত্রুর সমস্ত ভীতি ও জুলুম উপেক্ষা করিয়া, প্রথম পরাজয়ে হতাশ না হইয়া, ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষকদের আগাইয়া আসিতে হইবে সমস্ত রুশ জনসাধারণের মুক্তির জন্য নিশ্চিত সংগ্রামে। এবং প্রথম দাবী করিতে হইবে, **জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ডাকা হউক** (গণ-পরিষদ—অনুবাদক)। সমস্ত রুশিয়া জুড়িযা জনসাধারণ নিজেদের কাউন্সিলার র্নির্বাচিত করুক। এই সব কাউন্সিলাররা উচ্চতম পরিষদ গঠন করুক। এই পরিষদ রুশিযার প্রতিনিধিমূলক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবে, পুলিস ও রাজকর্ম্মচারীর দাসত্ব হইতে জনসাধারণকে মুক্তি দিবে, জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে সভা করিবার, কথা কহিবার ও স্বাধীন সংবাদপত্রের অধিকার দিবে।

সবার আগে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ইহাই চায়। তাহাদের প্রথম দাবী, **রাজনৈতিক স্বাধীনতার** দাবীর অর্থ ইহাই।

আমরা জানি যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় ডুমার স্বাধীন নির্ব্বাচনের অধিকার এবং সভা ও ছাপাখানার স্বাধীনতাই মজুরশ্রেণীকে একচোটে দারিদ্র্য ও জুলুমের হাত হইতে মুক্তি দিবে না। শহর ও গ্রামের

গরীবদের পক্ষে ধনীদের জন্য পরিশ্রম করার দায় হইতে একচোটে মুক্তি-লাভের কোন দাওযাই নাই। **নিজেদের ছাড়া** অন্য কাহারও উপর মজুরেরা আশা ভরসা করিতে পারে না। দারিদ্র্য হইতে **নিজেকে নিজে মুক্ত না করিলে** অন্য কেহ মজুরদের মুক্ত করিয়া দিবে না। আর নিজেদের মুক্ত করিতে হইলে, গোটা দেশের, গোটা রুশিযার মজুরদের এক হইয়া একটি সংগঠন, একটি পার্টি গঠন করিতে হইবে। কিন্তু লাখ লাখ মজুর এক হইতে পারে না, যদি স্বেচ্ছাচারী পুলিস সরকার সমস্ত সভা, মজুরদের সমস্ত কাগজ প্রকাশ ও মজুর প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে নিষেধ করে। এক হইতে হইলে, তাহাদের ইচ্ছামত যে-কোন সঙ্ঘ গঠনের অধিকার চাই, একজোট হইবার অধিকার চাই, চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা মজুরদের দারিদ্র্য হইতে একেবারেই মুক্তি দিবে না। **কিন্তু ইহাতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়িবার হাতিয়ার মজুরেরা পাইবে।** ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই, **মজুরদের একতা** ছাড়া দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়িবার অন্য কোন উপায় হইতে পারে না। কিন্তু **রাজনৈতিক স্বাধীনতা** না থাকিলে কোটি কোটি লোক এক হইতে পারে না।

ইউরোপের সমস্ত দেশে, যেখানে মজুরেরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়াছে, সেখানে মজুরেরা অনেকদিন হইল একজোট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপের সর্ব্বত্র, যাহাদের জমি নাই, কারখানার মালিকানা নাই, মজুরীর বিনিময়ে অন্যের জন্য যাহারা আজীবন খাটে, সেই মজুরদের বলা হয় **সর্ব্বহারা**। পঞ্চাশ বছর আগে মজুরদের একজোট হইবার প্রথম ডাক আসিয়াছিল "দুনিয়ার মজুর এক হও!" গত পঞ্চাশ বছর ধরিয়া গোটা দুনিয়ায় এই আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, লাখ লাখ মজুরের সভায় এই আওয়াজ উচ্চারিত হইয়াছে, দুনিয়ার সব ভাষায় সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের লাখ লাখ পুঁথিপত্রে এই কথা পাওয়া যাইবে।

অবশ্য, লাখ লাখ মজুরকে একটি সঙ্ঘে, একটি পার্টিতে একত্র করা বড় সোজা নয়। ইহার জন্য চাই সময়, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও সাহস। মজুরেরা দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পিষিয়া মরিতেছে, পুঁজিপতি ও জমিদারের অধীনে অশেষ খাটুনির জালে তাহারা আবদ্ধ, প্রায়ই তাহাদের ভাবিবারও পর্য্যন্ত সময় হয় না কেন তাহারা চিরকাল গরীব থাকে, ইহার হাত হইতে মুক্তির উপায়ই বা কি। মজুরদের একজোট হইবার বিরুদ্ধে সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করা হয়; রুশিয়ার মত দেশে যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাই সেখানে সোজাসুজি পাশবিক জুলুমের সাহায্য নেওয়া হয়, অথবা যে-সব মজুর সোশ্যালিজ্ম্ প্রচার করে, তাহাদের কাজে নেওয়া হয় না, কিংবা হয়ত ছল-চাতুরীর সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু দারিদ্র্য ও নিপীড়নের হাত হইতে যাহারা মেহনৎ করে তাহাদের সকলের মুক্তির মহৎ আদর্শের জন্য লড়াই-এর পথ হইতে কোন জুলুম, কোন দমননীতিই সর্ব্বহারা মজুরকে হটাইতে পারিবে না। সোশ্যাল ডেমোক্রাট মজুরদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী জার্মানির কথাই ধরা যাক, তাহাদের প্রতিনিধিমূলক গভর্নমেণ্ট আছে। আগে, জার্মানিতেও অবাধ স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ছিল। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের উপর হইল, জার্মান জনসাধারণ বলপ্রয়োগ দ্বারা স্বেচ্ছাতন্ত্র ধ্বংস করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। রুশিয়ার মত জার্মানিতে আর মুষ্টিমেয় রাজ-কর্ম্মচারী মিলিয়া আইন তৈয়ার করে না—আইন তৈরী করে **জনসাধারণের নির্ব্বাচিত পরিষদ**, পার্লিয়ামেণ্ট, যাহাকে জার্মানরা বলে রাইখ্‌স্টাগ। সমস্ত সাবালক পুরুষ এই পরিষদের ডেপুটি (প্রতিনিধি) নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে বুঝা যায় সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কত ভোট পাইল। ১৮৮৭ সালে সমস্ত ভোটের **দশ ভাগের এক ভাগ** সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা পাইয়াছিল। ১৮৯৮ সালে (রাইখ্‌স্টাগের শেষ নির্ব্বাচনের তারিখে) সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ভোটের সংখ্যা ছিল ইহার

প্রায় তিন গুণ বেশী, সমস্ত ভোটের চার ভাগেরও এক ভাগ বেশী প্রায় বিশ লাখেরও উপর সাবালক পুরুষ সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের পার্লামেন্টারী প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিয়াছিল। জার্মানির ক্ষেত মজুরদের ভিতর এখনও সোশ্যালিজ্‌মের বিশেষ প্রসার হয় নাই, কিন্তু তাহাদের ভিতর দ্রুত প্রসার বাড়িতেছে। কিন্তু যে-দিন ক্ষেত মজুর, দিনমজুর এবং গ্রাম্য সর্ব্বহারা ও গরীব কৃষক জনগণ তাহদের শহরের ভাইদের সঙ্গে একজোট হইবে, সেদিন জার্মান মজুরদের জয় হইবে, সেদিন তাহারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবে যাহাতে যাহারা মেহনৎ করে তাহাদের উপর জুলুম আর তাহাদের দারিদ্র্য নিঃশেষ হইবে।

কি উপায়ে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুরেরা দারিদ্র্যের হাত হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিতে চায়?

কেমন করিয়া যে করিতে হয় জানিতে হইলে, বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় অগণিত জনগণের দারিদ্র্যের কারণ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। বড় বড় শহর বাড়িয়া উঠিতেছে, বিরাট দোকান-পাট আর ঘর-বাড়ী তৈরী হইতেছে, রেলপথ গড়া হইতেছে, শিল্প ও কৃষিতে সব রকম যন্ত্রপাতি ও উন্নততর কৌশল প্রয়োগ করা হইতেছে, কিন্তু কোটি কোটি লোক গরীবই থাকিয়া যায়, নিজ পরিবারের সামান্য জীবিকার জন্য তাহাদের আজীবন খাটিতে হয়। ইহাই শেষ নয় ক্রমশ অধিক সংখ্যায় লোক বেকার হইতেছে। শহরে ও গ্রামে, ক্রমশই বেশী লোক কোন কাজই পাইতেছে না। গ্রামে তাহারা অনাহারে দিন কাটায়, শহরে তাহারা "সোনালী দঙ্গল" এবং "খালি পায়ের দল" (বেকার ছন্নছাড়া সর্ব্বহারা—অনুবাদক) ভারী করে, শহরতলীতে তাহারা পশুর মত খুপরিতে অথবা মস্কোর খিরটভ মার্কেটের মত ভয়াবহ বস্তীতে আশ্রয় নেয়।

কেন এমন হয়? ধন-দৌলত বিলাস বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ কোটি কোটি মানুষ যাহারা নিজ মেহনতে এই সব ধন-দৌলত পয়দা করে

তাহারাই থাকে গরীব ও অভাবগ্রস্ত। কৃষকেরা না খাইয়া মরে, মজুরেরা বেকার হইয়া পথে পথে ঘুরে, অথচ, ব্যবসায়ীরা রুশিয়া হইতে কোটি কোটি পুড্ শস্য বিদেশে চালান দেয়, আর কারখানা বন্ধ হইয়া যায়, কারণ জিনিস বিক্রয় হয় না, জিনিসের বাজার নাই।

ইহার প্রথম কারণ, বেশীর ভাগ জমি, সমস্ত কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা, জাহাজ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ধনীর সম্পত্তি। কোটি কোটি লোক এই কল-কারখানায়, এই জমিতে খাটে, কিন্তু এই সমস্তরই মালিক কয়েক হাজার ধনিক, জমিদার, ব্যবসাদার, কারখানাওয়ালা। জনসাধারণ এই ধনীদের জন্য, মজুরীর জন্য, এক টুকরা রুটির জন্য খাটে। মজুরের কোন রকমে জীবন ধারণের জন্য যাহা দরকার, তাহার অতিরিক্ত সমস্তই যায় ধনী মালিকদের হাতে, ইহাই মালিকদের মুনাফা, তাহাদের "আয়"। উৎপাদনের ব্যবস্থায় উন্নততর কৌশল ও যন্ত্রপাতি প্রযোগের ফলে যে সুবিধা হয় তাহার সবটাই যায় জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাতে তাহারা অগণিত ধন-দৌলত জমায়, আর মজুররা পায় উচ্ছিষ্টের টুকরা মাত্র। মজুরদের কাজের জন্য একত্র করা হয় বড় একটা কৃষিক্ষেত্রে বা বড় একটা কারখানায কয়েক শত বা কয়েক হাজার মজুর কাজ করে। এমনি করিয়া যখন মজুরদের এক করা হয়, আর ইহার সঙ্গে যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়, কাজের ফলও তখন বেশী হয়; আলাদা ভাবে ও যন্ত্রপাতি ছাড়া কয়েক ডজন মজুর আগে যাহা উৎপাদন করিত এই ব্যবস্থায় একজন মজুরই তার চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদন করে। কাজ বেশী ফলপ্রসূ হওয়ার সুবিধাটুকু ভোগ করে মুষ্টিমেয় বড় বড় জমিদার, ব্যবসাদার ও কারখানাওয়ালা, যাহারা মেহনৎ করে তাহারা নয়।

প্রায়ই একথা শোনা যায় যে, জমিদার বা ব্যবসাদারেরা লোককে "কাজ দেয়" অথবা গরীবকে চাকুরি "দেয়"। যেমন একথা শোনা যায় যে, কাছাকাছি কোন কারখানা বা জমিদার স্থানীয় কৃষকদের "খাওয়ায়"।

কিন্তু আসলে মজুরেরা নিজ শ্রমের দ্বারাই নিজেদের খাওয়ায়। কিন্তু জমিদারের জমিতে, কিংবা কারখানায় বা রেলে **কাজ করার হুকুম পাইবার** জন্য, মজুর যাহা কিছু উৎপাদন করে তাহার সবটাই মালিককে দিতে বাধ্য হয়, মজুর নিজে পায় কণামাত্র ভিক্ষা। কাজেই প্রকৃতপক্ষে জমিদার বা ব্যবসাদারবা মজুরদের কাজ দেয় না, মজুররাই নিজেদের মেহনতে গড়া মালের অধিকাংশই ছাড়িবা দিতে বাধ্য হয়। ইহার পরিবর্ত্তে তাহাদের কিছু জুটে না। এইভাবে মজুররা সকলকেই তাহাদের পরিশ্রমের দ্বারা জীযাইয়া রাখে।

ইহা ছাড়া সমস্ত আধুনিক দেশে জনসাধারণের দারিদ্র্যের কারণ,—মজুরদের তৈরী সব জিনিস পযদা হয় বিক্রীর জন্য—বাজারের জন্য। কারখানাওয়ালা বা কুটিরশিল্পী, জমিদার বা ধনী কৃষক যাই কেন উৎপাদন করুক না, সে পশুপালনই হোক বা ফসল বপন ও কাটাই হোক, সব কিছুই **বিক্রীর** জন্য, টাকায় পরিণত করার জন্য উৎপন্ন করা হয়। টাকাই সর্ব্বত্র শাসক হইযা বসিয়াছে। মানুষেব শ্রমে তৈরী সব জিনিসই টাকার পরিবর্ত্তে বিনিময় করা যায়। টাকা মানুষকেও কিনিতে পারে, অর্থাৎ যাহার কিছুই নাই, পযসাওয়ালা লোকের জন্য খাটিতে তাহাকে বাধ্য করিতে পারে। আগেকার দিনে, ভূমিদাস-প্রথার আমলে, জমিই ছিল শাসক শক্তি, যাহাব জমি ছিল, তাহারই ছিল ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব। এখন টাকার মূলধনই হইতেছে শাসক শক্তি। টাকার দ্বারা এখন সব জমি কিনিতে পারা যায। টাকা না থাকিলে জমি খুব কম কাজেই লাগে। কারণ লাঙ্গল বা অন্য যন্ত্রপাতি কিনিতে গেলে টাকা চাই, গরু-ঘোড়া, কাপড়-চোপড় বা শহরে অন্য জিনিস কিনিতে গেলে টাকা চাই, ট্যাক্স দেওযারতো কথাই নাই। টাকার প্রয়োজন বলিয়া প্রায় সব জমিদারই ব্যাঙ্কে জমি বন্ধক রাখে। টাকার জন্য গভর্ণমেণ্ট দুনিয়ার বড়লোক ও ব্যাঙ্কওয়ালাদের কাছ হইতে অর্থ ধার করে এবং ইহার সুদ বাবদ বছরে

বছরে কোটি কোটি রুবল দেয়।

টাকার জন্য আজ সবাই সবার বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই চালাইতেছে। সবাই চায় সস্তায় কিনিতে ও চড়া দরে বেচিতে, একজন আর একজনকে ভিড়াইতে চায়, যত বেশী পারে মালপত্র বেচিতে, কম্ দর হাঁকিয়া অন্যকে হটাইতে চায়, লাভের বাজার বা লাভজনক চাহিদার খবর অন্যের কাছ হইতে গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। টাকার জন্য এই সাধারণ কাড়াকাড়িতে ক্ষুদে ব্যক্তি, ক্ষুদে কারিগর অথবা ক্ষুদে কৃষকদেরই সব চাইতে বেশী বিপদ বড় বড ব্যবসাদার বা ধনী কৃষকেরা প্রতিবারই তাহাদের হটাইয়া দেয়। ক্ষুদেদের সঞ্চিত পুঁজি কিছুই নাই, সে দিন আনে দিন খায়, একটা গোলমাল বা বিপদ আসিলেই তাহাকে শেষ পুঁজিটুকুও বন্ধক দিতে হয় অথবা গোরু-ঘোড়া জলের দরে বেচিতে হয়। কুলাক্ (ধনী কৃষক) বা মহাজনের হাতে একবার পড়িলে, সেই খপ্পর হইতে বাহির হওয়ার সম্ভাবনা তাহার খুবই কম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। প্রতি বৎসর হাজার হাজার, লাখ লাখ ক্ষুদ্র কৃষক ও কারিগর ভিটেমাটি ছাড়িয়া, সমাজের হাতে সব কিছু সঁপিয়া দিয়া দিন-মজুর হয়, ক্ষেত মজুরী করে, অপটু মজুরে, সর্ব্বহারায় পরিণত হয়। এদিকে টাকার জন্য কাড়াকাড়িতে ধনী আরও ধনী হইয়া উঠে। ব্যাঙ্কে লাখ লাখ, কোটি কোটি রুবল তাহারা জমায়, নিজেদেব অর্থ ছাড়াও, ব্যাঙ্কে জমান অন্যের টাকাও তাহাদের বড়লোক হইবার পথে সাহায্য করে। ক্ষুদ্রব্যক্তি কয়েক কুড়ি অথবা কয়েক শত রুবল ব্যাঙ্কে অথবা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখে এবং রুবলে তিন চার কোপেক হিসাবে সুদ পায়, এই সব কুড়ি ও শ' হইতে ধনিকেরা লাখ লাখ রুবল মুনাফা কামায়, এই সব লাখ লাখ রুবল ব্যবহার করিয়া ধনিকেরা তাহাদের পয়সা বাড়ায় এবং রুবল পিছু দশ বিশ কোপেক্ করিয়া লাভ করে।

এই যখন অবস্থা, তখন সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা বলে যে, জনসাধারণের

দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপায় বর্ত্তমান ব্যবস্থার আগাগোড়া পরিবর্ত্তন এবং **সোশ্যালিস্‌ট্‌ ব্যবস্থার** পত্তন, অর্থাৎ, বড় বড় জমিদারের হাত হইতে জমি, কারখানাওয়ালার কাছ হইতে কারখানা, ব্যাঙ্কওয়ালার হাত হইতে টাকার পুঁজি কাড়িয়া লওয়া, **ব্যক্তিগত সম্পত্তির** উচ্ছেদ করা ও সমগ্র দেশের মজুরদের হাতে তুলিয়া দেওয়া। এই সব করা হইলে, ধনিকগণ যাহারা অন্যের শ্রমের ফলে জীবন ধারণ করে, তাহারা মজুরদের শ্রমের উপর আর অধিকার খাটাইতে পারিবে না। মজুরেরা নিজেরাই ও তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই ইহার ভার লইবে। তখন সকলের সম্মিলিত শ্রমের ফল ও যন্ত্রপাতি এবং উন্নত কৌশল প্রয়োগের সুবিধা সমস্ত শ্রমরত জনসাধারণ, সমস্ত মজুরেরাই পাইবে। ধন-দৌলত আরও দ্রুত বাড়িতে থাকিবে, কারণ পুঁজিপতিদেব পরিবর্ত্তে যখন তাহাদের নিজেদের জন্য খাটিতে হইবে, মজুররা তখন আরও ভাল কাজ করিবে, খাটুনির সময় কমিবে, মজুরের জীবনের মান উচ্চতর হইবে, তাহাদের জীবনের সমস্ত অবস্থারই আমূল পরিবর্ত্তন হইবে।

কিন্তু আমাদের গোটা দেশটার বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা বড় সোজা ব্যাপার নয়। ইহার জন্য যথেষ্ট কাজ এবং কঠোর সংগ্রাম প্রয়োজন। সমস্ত ধনিক, সমস্ত সম্পত্তিওয়ালা লোক, সমগ্র বুর্জোয়াজি*, তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেদের ধন-দৌলত রক্ষা করিবে। রাজকর্ম্মচারী ও ফৌজ **ধনিকশ্রেণীকে** রক্ষার জন্য আগাইয়া আসিবে, কারণ, গভর্ণমেণ্টই ধনিক শ্রেণীদের হাতে। পরের শ্রমের ফলে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সমস্ত মজুরকে এক হইয়া

* বুর্জোয়া শব্দের অর্থ কল-কারখানার ও সমস্ত সম্পত্তির মালিক। এই সমস্ত মালিকদের একত্রে বুর্জোয়াজি বলে। বড় সম্পত্তির মালিককে বলে বুর্জোয়া। ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিককে বলে পেটি বুর্জোয়া। বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েটের (সর্ব্বহারা) অর্থ মালিক ও মজুর, ধনী ও গরীব, কিংবা যাহারা অন্যের শ্রমের ফলে জীবনধারণ করে এবং যাহারা মজুরীর জন্য অন্যের হইয়া খাটে।—অনুবাদক

দাঁড়াইতে হইবে, মজুরদের একত্র হইতে হইবে এবং সমস্ত গরীবকে এক **মজুর শ্রেণী, এক সর্ব্বহারা শ্রেণীর** মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সাহায্য করিতে হইবে। এই লড়াই মজুর শ্রেণীর পক্ষে খুব সহজ হইবে না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মজুরদের জয় নিশ্চয়ই হইবে, কারণ বুর্জোয়ারা, যাহারা অন্যের শ্রমের উপর জীবন ধারণ করে, জনসাধারণের ভিতর তাহারা সংখ্যার দিক দিয়া নগণ্য অংশ, আর মজুরশ্রেণী সংখ্যায় অনেক বেশী। মালিকদের বিরুদ্ধে মজুর মানেই হইতেছে কয়েক হাজারের বিরুদ্ধে কোটি কোটি।

রুশিয়ার মজুরেরা এই লড়াই-এর জন্য একটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শুরু করিয়াছে। যদিও পুলিসের চোখে ধূলি দিয়া গোপনে একত্র হওয়া কঠিন, তবুও সংগঠন বাড়িয়াই চলিয়াছে ও ক্রমশ শক্তিশালী হইতেছে। রুশ জনসাধারণ যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইবে, তখন মজুর শ্রেণীকে এক করিবার কাজ, সোশ্যালিজ্‌মের আদর্শ তাহাদের মধ্যে জার্মান মজুরদের চেয়েও দ্রুত আগাইয়া চলিবে।

(৩)

ধন ও দারিদ্র্য—গ্রামে মালিক ও মজুর

এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি, সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কি চায়। দারিদ্র্যের হাত হইতে জনসাধারণের মুক্তির জন্য তাহারা ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে চায়। শহরের মতই বা উহার চেয়েও বেশী দারিদ্র্য আছে গ্রামে। গ্রামে দারিদ্র্য কত বেশী এখানে তাহা বলার প্রয়োজন নাই। যে-মজুর গ্রামে গিয়াছে, এবং প্রত্যেক কৃষক ভালভাবেই জানে গ্রাম কত গরীব, সেখানে কত ক্ষুধা, কত দুঃখ, কত নিঃস্বতা।

কিন্তু কৃষক জানে না, এই শোচনীয় অবস্থা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের **কারণ** কি, এই দারিদ্র্য দূর করিবার **পথই বা কি**। ইহা জানিতে

হইলে শহরে ও গ্রামে অভাব ও দারিদ্র্যের কারণ প্রথমে খুঁজিতে হইবে। ইহা আমরা আগেই সংক্ষেপে আলোচনা করিযাছি এবং দেখিয়াছি যে গরীব কৃষক ও কৃষি মজুরদের শহরের মজুরদের সঙ্গে এক হইতে হইবে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। আমাদের দেখিতে হইবে, গ্রামে কোন্ শ্রেণীর লোক ধনী ও মালিকদের পক্ষ লইবে, কোন্ শ্রেণীর লোকেই বা মজুরদের, সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সমর্থন করিবে। আমাদের দেখিতে হইবে জমিদার ছাড়া আরও অনেক কৃষক আছে কিনা যাহারা পুঁজি জমাইতে পারে ও অন্যের শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধাবণ করিতে পারে। এই ব্যাপারের গোড়ায় যাইতে না পারিলে, দারিদ্র্য সম্বন্ধে যত কথাই বলা হউক না কেন, কোন ফলই হইবে না, আর গ্রামের গরীবরা কখনই বুঝিতে পারিবে না গ্রামের **কোন্ কোন্** লোক নিজেরা একত্র হইবে এবং শহরের মজুরদের সঙ্গে একত্র হইবে এবং এই মিতালি **খাঁটি** করিতে হইলে **কি করিতে হইবে**, যাহাতে জমিদার ও ধনী কৃষকেরা কৃষকদের ঠকাইতে না পারে।

এ কথা জানিতে হইলে খোঁজ লওয়া দরকার গ্রামে জমিদারেরা কত শক্তিশালী আর ধনী কৃষকদেরই বা ক্ষমতা কতখানি।

জমিদারদেরই প্রথম ধরা যাক। জমিদারদের হাতে কতখানি জমি আছে, তাই দিয়া জমিদারদের শক্তির পরিমাণ করা যায়।

ইউরোপীয় রুশিয়ায় কৃষকদের জমি ও ব্যক্তিগত জমি সমেত মোট ২৪ কোটি ডেসিয়াটিন জমি * আছে (জারের জমি বাদে , ইহার কথা পরে বলা হইবে)। ইহার ভিতর ১৩ কোটী ১০ লাখ ডেসিয়াটিন জমি

* জমিসংক্রান্ত এই সমস্ত ও পরবর্তী সংখ্যাগুলি অনেক পুরাতন। ইহা ১৮৭৭-৭৮ সালের হিসাব। আমাদের হাতে আরও আধুনিক কোন সংখ্যা নাই। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়াই রুশ গভর্নমেণ্ট টিকিয়া থাকিতে পারে এবং সেই জন্যই সমস্ত দেশের জনগণের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও খাঁটি খবর আমাদের দেশে খুব অল্পই সংগৃহীত হয়।

—লেনিন

কৃষকদের হাতে অর্থাৎ **এক কোটিরও বেশী পরিবারের হাতে**, অথচ ১০ কোটি ৯০ লাখ ডেসিয়াটিন জমি ব্যক্তিগত মালিকের হাতে, অর্থাৎ **৫ লাখেরও কম পরিবারের** হাতে। গড ধরিলে দেখা যায়, প্রত্যেক কৃষক পরিবারের ১৩ ডেসিযাটিন জমি আছে, অথচ ব্যক্তিগত মালিকদের প্রতি পরিবারের হাতে আছে ২১৮ ডেসিয়াটিন জমি। কিন্তু এখনই আমরা দেখিতে পাইব, জমি আরও কত বেশী অসমান ভাবে বিভক্ত রহিযাছে।

ব্যক্তিগত মালিকদের ১০ কোটি ৯০ লাখ ডেসিযাটিন জমির ভিতরে ৭০ লাখ ডেসিয়াটিন হইতেছে রাজবংশীযদের জমি, অর্থাৎ রাজপরিবারের লোকেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। রুশিযাতে জাব এবং তাহার পরিবারবর্গই প্রথম ও সব চাইতে বড জমিদার। **একটি** পরিবার **৫ লাখ কৃষক পরিবারের চেয়েও বেশী** জমি রাখে। তাহা ছাডা, গির্জা ও মঠের হাতে আছে প্রায় ৬০ লাখ ডেসিযাটিন জমি। আমাদের পুরোহিতেরা কৃষকদের নিকট মিতব্যযিতা ও ত্যাগের বাণী প্রচার করে, কিন্তু তাহারা নিজেরাই ভালোমন্দ সব উপায়ে প্রচুর পরিমাণ জমি হাত করিযাছে।

আরও ২০ লাখ ডেসিযাটিন জমির মালিক বড় ও ছোট শহরগুলি—এবং প্রায ঐ পরিমাণ জমি আছে ব্যবসাযী এবং নানা রকম শিল্প কোম্পানী ও কর্পোরেশানের হাতে। ৯ কোটি ২০ লাখ ডেসিযাটিন জমি (ঠিক সংখ্যা হইতেছে ৯,১৬,০৫,৮৪৫, কিন্তু সংক্ষেপের জন্য আমরা মোটামুটি সংখ্যা দিব) আছে ব্যক্তিগত মালিকদের ৫ লাখের কম (৪,৮১,৩৫৮) পরিবারের হাতে। এই পরিবারের **অর্দ্ধেকই** আবার খুবই ক্ষুদে মালিক। তাহাদের প্রত্যেকেরই ১০ ডেসিয়াটিনের কম জমি আছে এবং সবাই মিলিয়া ১০ লাখেরও কম ডেসিয়াটিন জমি ভোগ করে। আর অন্যদিকে, **১৬ হাজার** পরিবারের প্রত্যেকে এক হাজার ডেসিয়াটিনেরও উপর জমি ভোগ করে, ইহাদের সকলের মিলিত জমির

পরিমাণ সাড়ে ছয় কোটি ডেসিয়াটিন। কি অন্তহীন জমি যে বড় জমিদারদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা এই ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, **এক হাজারেরও কম (৯২৪) পরিবারের প্রত্যেকের হাতে ১০ হাজার ডেসিয়াটিনেরও বেশী** জমি আছে এবং একত্রে তাহারা **২ কোটি ৭০ লাখ ডেসিয়াটিন** জমির মালিক। ২০ লাখ কৃষক পরিবারের সমান জমি আছে এক হাজার পরিবারের হাতে।

এ কথা স্পষ্ট যে, লাখ লাখ, কোটি কোটি লোক চরম দুর্দ্দশা ও অনাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইবে এবং এই অনশন ও চরম দুর্দ্দশা চলিতেই থাকিবে, যতদিন এই বিপুল জমি মাত্র কয়েক হাজার ধনিক পরিবারের হাতে থাকিবে। এ কথা স্পষ্ট যে সরকারী কর্তৃপক্ষ, গভর্নমেণ্ট (এমন কি জারের গভর্নমেণ্টও) এই সব বড় জমিদারের তালেই সব সময় নাচিবে। এ কথা স্পষ্ট যে, গ্রামের গরীবেরা কাহারও নিকট হইতে বা অন্য কোন স্থান হইতে কোন সাহায্য আশা করিতে পারে না, তাহারা যতদিন না এই জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রবল ও কঠোর লড়াই চালাইবার জন্য একটি শ্রেণী হিসাবে একজোট হয়।

এই সময়ে একটা কথা বলা দরকার যে, জমিদার শ্রেণীর ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেকের (অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও) সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আছে, তাহারা বলে যে, "রাষ্ট্রের" হাতে আরও বেশী জমি আছে। কৃষকদের এইসব বদ পরামর্শদাতারা বলে, "এখনও রুশিয়ার অনেক অংশ (জমির) রাষ্ট্রের হাতে।" [এই কথাগুলি "বিপ্লবী রুশিয়া" (Revolyutsionaya Russiya, No 8, P. 8) নামক পত্রিকার ৮ম সংখ্যার ৮ম পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত]। নিম্নলিখিত বিষয় হইতে তাহাদের ভুল ধারণা জন্মিয়াছে: তাহারা শুনিয়াছে যে, ইউরোপীয় রুশিয়ার ১৫ কোটি ডেসিয়াটিন জমির মালিক রাষ্ট্র। ইহা সত্য। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যায় যে, এই ১৫ কোটি

ডেসিয়াটিন জমির প্রায় সবটুকুই সুদূর উত্তরে, আর্কাঞ্জেল, ভোলোগ্দা, ওলোনেট্স্, ভিয়াট্কা ও পার্ম প্রদেশগুলিতে অবস্থিত অনাবাদী বনজঙ্গল। যে-জমিগুলি এখন পর্য্যন্ত চাষ-বাসের অনুপযোগী, সেই জমিগুলিই কেবল রাষ্ট্র নিজের হাতে রাখিযাছে। রাষ্ট্রের হাতে ফসলের উপযোগী জমির পরিমাণ ৪০ লাখ ডেসিয়াটিনেরও কম, এবং এই সব আবাদী রাষ্ট্রীয় জমি (যেমন সামারা প্রদেশে, যেখানে এই জমির পরিমাণ খুব বেশী) ধনীদের কাছে খুব অল্প প্রায় নামমাত্র খাজনায় পত্তন দেওয়া হয়। ধনীরা এই সব জমির হাজার হাজার ডেসিয়াটিন পত্তন দিয়া কৃষকদের আবার খুব চড়া খাজনায় জমা দেয়।

যাহারা বলে যে, রাষ্ট্রের মালিকানায় অনেক জমি আছে, তাহারা কৃষকদের খুবই বদ পরামর্শদাতা। আসল ব্যাপার হইতেছে এই যে, বড় বড় ব্যক্তিগত মালিকের হাতে (জারও তাহাদের মধ্যে একজন) বহু পরিমাণ ভাল জমি আছে, আর রাষ্ট্রই হইতেছে এই সব বড় বড় মালিকদের হাতে। যতদিন পর্য্যন্ত গ্রাম্য গরীবেরা একত্র না হয় এবং ঐ ভাবে দুর্ব্বার শক্তিতে পরিণত না হয, ততদিন "রাষ্ট্র" জমিদার শ্রেণীর হুকুমের তাবেদার থাকিবে। আর একটি বিষয় আমাদের ভোলা উচিত নয়. আগের দিনে প্রায় সব জমির মালিকই সম্ভ্রান্ত পরিবার ভুক্ত (nobles) ছিল। এই সম্ভ্রান্ত পরিবার এখনও প্রচুর জমির মালিক (১৮৭৭-৭৮ সালে ১,১৫,০০০ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ৭ কোটি ৩০ লাখ ডেসিয়াটিন জমির মালিক ছিল)। কিন্তু আজিকার দিনে টাকার পুঁজিই হইয়াছে শাসক শক্তি। ব্যবসাদার ও ধনী কৃষকরা অনেক বড় বড় জমি কিনিয়াছে। ৩০ বৎসরের (১৮৬৩-১৮৯২) হিসাবে দেখা গিয়াছে যে মোট ৬০ কোটি রুবলেরও বেশী মূল্যের অভিজাত বংশীয়দের জমি বেহাত হইয়াছে। (কেনা জমির অপেক্ষা বেচা জমির পরিমাণ কত বেশী সেই হিসাব অনুযায়ী) ব্যবসাদার ও ভদ্রলোক নগরবাসীরা জমি কিনিয়াছে

২৫ কোটি রুবল মূল্যের। কৃষক, কসাক এবং "অন্যান্য গ্রামবাসীরা" (আমাদের সরকার "অভিজাত বংশীয" ও "পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক" হইতে সাধারণ লোককে পৃথক করিবার জন্য ঐ নামকরণ করিযাছে) জমি কিনিয়াছে ৩০ কোটি রুবল মূল্যের। ইহার অর্থ, গড়ে প্রতি বৎসর সমস্ত রুশিয়ায কৃষকেরা এক কোটি রুবল মূল্যের জমিতে স্বত্ব লাভ করে।

দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন রকমের কৃষক আছে এমন কৃষক আছে যাহারা গরীব ও না খাইয়া মরে, আবার এমন কৃষক আছে যাহারা ধনী হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যায, ধনী কৃষক, যাহারা জমিদারদের সহিত থাকিতে চায, যাহারা মজুরদের বিরুদ্ধে ধনীদের পক্ষ লইবে, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। গ্রামের গরীব, যাহারা শহরের মজুরদের সহিত একত্র হইতে চায, তাহাদের খুব ভালোভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে এই ধরনের কতজন কৃষক আছে, তাহারা কতটা শক্তিশালী এবং এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য কি ধরনের সংগঠন প্রযোজন। আমরা কিছু আগেই কৃষকদের বদ পরামর্শদাতার কথা উল্লেখ করিযাছি। এই সব বদ পরামর্শদাতারা খুব বলিয়া বেড়ায, কৃষকদের এই রকম সংগঠন তো আছেই, যেমন মির্ বা গ্রাম্য সমাজ। তাহারা বলে, মির্ একটা বিরাট শক্তি। মির্ কৃষকদের ঘনিষ্ঠ-ভাবে একত্র করে, মিরের ভিতর কৃষকদের বিপুল সংগঠন (বিরাট, অসীম)।

ইহা ভুল। ইহা নিছক গল্প মাত্র। দয়াপ্রবণ লোকদের আবিষ্কৃত রূপকথা, কিন্তু নিছক রূপকথাই। আমরা যদি রূপকথায় কান দিই, তাহা হইলে শহরের মজুরদের সঙ্গে গরীব কৃষকদের এক হওয়ার আমাদের আদর্শকে ধ্বংস করা হইবে, প্রত্যেক গ্রামবাসী ভাল করিয়া চারিদিক বিচার করিয়া দেখুক . এই মির্ বা কৃষক 'সমাজ',

কি সমস্ত ধনীদের, যাহারা অন্যের শ্রমের উপর জীবন কাটায় তাহাদের বিরুদ্ধে গরীবদের লড়াইয়ের সংগঠনের মত? না, ইহা তাহা নয়—হইতেও পারে না। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক 'সমাজে' অনেক মজুর, অনেক সর্ব্বহারা কৃষক আছে, এবং তাহাদেরই পাশে আছে ধনী কৃষক যাহারা মজুর খাটায় এবং "চির স্বত্বে" জমি কিনে। এই ধনী কৃষকেরা "সমাজেরও" সভ্য এবং ইহারাই সমাজের মুরুব্বি, কারণ ইহাদের হাতে আছে সমস্ত ক্ষমতা। আমরা কি ইহাই চাই? এই সংগঠন, যাহার সভ্যদের ভিতর ধনীও আছে এবং ধনীরাই যাহার মুরুব্বি? নিশ্চয়ই না। আমরা চাই ধনীদের বিরুদ্ধে **লড়াই করিবার** সংগঠন। তাই মির্ আমাদের কোন কাজেই আসিবে না।

আমরা চাই স্বেচ্ছাবদ্ধ সংগঠন, এমন লোকেদের সংগঠন যাহারা বুঝিয়াছে যে শহরের মজুরদের সহিত এক হইতেই হইবে। 'গ্রাম্য সমাজ' স্বেচ্ছাবদ্ধ সংগঠন নয়, উহা সরকারী সমিতি। যাহারা ধনীদের জন্য গতর খাটায় ও ধনীদের বিরুদ্ধে যাহাদের লড়াই, গ্রাম্য 'সমাজ' তাহাদের লইয়া গঠিত নয়। গ্রাম্য 'সমাজে' সব রকমের লোকই আছে—তাহারা ইহার ভিতর থাকিতে চায় বলিয়াই নয়, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ এই একই জমিতে বাস করিত এবং একই জমিদারের জন্য কাজ করিত সেই জন্যই। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের সমাজের সভ্য সাব্যস্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহারা সভ্য। গরীব কৃষকেরা 'সমাজ' ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না, কোন নূতন লোককেও তাহারা সমাজে আনিতে পারে না। আমাদের গ্রামে আমাদের সমিতির একজন লোকের দরকার, অথচ হয়তো পুলিস অন্য জিলায় (ভোলোস্ট) তাহার নাম রেজিস্ট্রী করিয়াছে, সুতরাং তাহার আর যোগ দেওয়ার উপায় নাই। না, আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সংগঠন চাই। যাহারা পরের শ্রমের উপর জীবন ধারণ করে, তাহাদের

বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য কেবলমাত্র মজুর ও গরীব কৃষকদের স্বেচ্ছাবদ্ধ সংগঠনই আমাদের কাম্য।

মির্ যখন শক্তি হিসাবে গণ্য হইত সে-দিন বহুকাল হইল চলিযা গিযাছে, আর ফিরিবে না। মিরের শক্তি তখনই ছিল যখন কদাচিৎ এমন কৃষক দেখা যাইত যে-ছিল জমীহীন মজুর, কিংবা শ্রমিক হিসাবে চাকুরীর খোঁজে রুশিযার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দৌডাদৌড়িই ছিল যাহার গতি। তখন ধনী কৃষকও প্রায ছিল না বলিলেই হয়, আর ভূমিদাসের মালিক জমিদারদের দ্বারা সকলেই সমান শোষিত হইত। কিন্তু আজ টাকাই হইতেছে প্রধান শক্তি। আজ একই 'সমাজে'র সভ্যেরা টাকার জন্য বন্য পশুর মত পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করে। কখন কখন অর্থবান কৃষকেরা জমিদারদের চেয়েও ভালোভাবে তাহাদের কৃষক ভাইদের বঞ্চনা ও শোষণ করে। আজ আমরা মিরের সমিতি চাই না। আমরা চাই **টাকার শক্তির** বিরুদ্ধে, মূলধনী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই-এর উপযোগী সংগঠন।. চাই বিভিন্ন "সমাজে"র সমস্ত গ্রাম্য মজুর ও গ্রাম্য গরীব কৃষকদের সমিতি, কোন বাছ-বিচার না করিযা সমস্ত ধনী কৃষক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য শহরের মজুরদের সঙ্গে সমস্ত গ্রাম্য কৃষকদের একতা।

আমরা জমিদারের শক্তি দেখিয়াছি। এইবার আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব ধনী কৃষকদের সংখ্যা কত এবং তাহাদের শক্তি কতখানি।

আমরা জমিদারদের শক্তির বিচার করিয়াছি, তাহাদের সম্পত্তি, তাহাদের জমির পরিমাপে। জমিদারেরা ইচ্ছামত জমি হস্তান্তর করিতে পারে, তাহারা স্বাধীনভাবে জমি বেচা-কেনা করিতে পারে। তাই জমির পরিমাণ দেখিযা তাহাদের ক্ষমতা সূক্ষ্মভাবে বিচার করা সম্ভব। অন্য দিকে, কৃষকদের আজও স্বাধীনভাবে জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার নাই, তাহারা আজও অর্দ্ধ-ভূমিদাস, নিজ নিজ "গ্রাম্য সমাজে" আবদ্ধ।

তাই জমির ভাগের পরিমাণ দেখিয়া ধনী কৃষকদের ক্ষমতা বিচার করা অসম্ভব। জমির ভাগ ধনী কৃষকদের ধনী করে নাই, তাহারা যথেষ্ট পরিমাণ জমি কিনেও। তাহারা "চিরকালের জন্য" (অর্থাৎ স্থায়ী স্বত্বে) এবং "অনেক বৎসরের জন্য" (অর্থাৎ লিজ্ বা পত্তন) জমি কিনে। জমিদারদের নিকট হইতে কিংবা তাহাদেরই মত অন্য কৃষকদের নিকট হইতে তাহারা জমি ক্রয় করে। যে-সব কৃষক জমি ছাড়িয়া চলিযা যায়, প্রয়োজনের তাগিদে যাহারা জমি পত্তন দিতে বাধ্য হয, তাহাদের নিকট হইতে ইহারা জমি নেয়। এই সব কারণে, কাহার কত ঘোড়া আছে, তাহারই পরিমাপে ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব কৃষকদের পার্থক্য বিচার করা ভাল। যে-কৃষকের অনেক ঘোড়া আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ধনী কৃষক, যদি সে অনেকগুলি ভারবাহী পশু রাখে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে সে অনেকখানি জমি চাষ করে এবং তাহার সামাজিক ভাগ ছাড়াও জমি আছে এবং সঞ্চিত পুঁজি আছে। এখন গোটা রুশিয়ায় (ইউরোপীয় রুশিয়া, সাইবেরিয়া ও ককেসাস বাদে) বহু ঘোড়া আছে এমন কৃষকের সংখ্যা আমরা হিসাব করিতে পারি। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে গোটা রুশিযার মোটামুটি সংখ্যা আমরা দিতে পারি প্রত্যেক জিলা ও প্রদেশের (Uyezds and gubernias) মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। যেমন শহরের আশে পাশের ধনী ক্ষেত মালিকেরা বেশী ঘোড়া রাখে না। অনেকে বাজারের জন্য বাগান করে। ইহা খুব লাভের ব্যবসা। অনেকে বেশী ঘোড়া রাখে না, গরু রাখে আর দুধ বিক্রী করে। রুশিয়ার সব অংশেই এমন কৃষক আছে যাহারা জমি হইতে অর্থ করে না, ব্যবসা করে·

[নোট :—ভূমিদাসের মুক্তি : পূর্বে রুশিয়ার কৃষকরা ছিল ভূমিদাস। তাহাদের স্বাধীন কোন অধিকারই ছিল না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লেশও ছিল না। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে দুর্বল হইয়া ও স্থানে স্থানে কৃষক বিদ্রোহে ভীত হইয়া জার ১৮৬১ সালে ভূমিদাসদের মুক্তি দেয়, কিন্তু কৃষকরা একেবারে মুক্ত হয় না, ফিউডাল দাসত্বের বহু চিহ্ন তখনও বর্তমান থাকে। মুক্তির মূল্য স্বরূপ কৃষকদের দিতে হয় ২০০ কোটি রুবল।]

তাহারা তেলের কল চালায়, শস্যের খোসা ছাড়ানোর কল ও অন্যান্য কাজ চালায়। যে-কেহ গ্রামে বাস করিয়াছে সে-ই তাহার গ্রামের বা জিলার ধনী কৃষকদের জানে। কিন্তু আমাদের কাজ হইতেছে, গোটা রুশিয়ায় ধনী কৃষকের সংখ্যা কত এবং তাহাদের ক্ষমতাই বা কতখানি, ইহা জানা, যাহাতে গরীব কৃষকদের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অন্ধের মত পথ হাতড়াইতে না হয়, যাহাতে তাহারা নিশ্চিন্ত ভাবে জানিতে পারে, কে-ই বা তাহাদের বন্ধু, আর কে-ই বা তাহাদের শত্রু।

এইবার দেখা যাক, ঘোড়ার সংখ্যার দিক দিয়া কত কৃষক ধনী, আর কত গরীব। আমরা আগেই বলিয়াছি যে, গোটা রুশিয়ায় প্রায় এক কোটি কৃষক পরিবার আছে। ইহাদের প্রায় দেড় কোটি ঘোড়া আছে (১৪ বৎসর আগে এই সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭০ লাখ, কিন্তু পরে এই সংখ্যা কমিয়াছে)। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ১০টি পরিবারে **১৫টি** ঘোড়া আছে। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, তাহাদের ভিতর যাহারা অনেক ঘোড়ার মালিক, তাহারা সংখ্যায় কম, আর অধিকাংশের কোন ঘোড়াই নাই বা খুব কম ঘোড়া আছে। **কমপক্ষে ৩০ লাখ** কৃষক আছে, যাহাদের ঘোড়া নাই এবং প্রায় ৩৫ লাখের **কেবল একটি করিয়া ঘোড়া** আছে। এই সব কৃষক একেবারে নিঃস্ব অথবা খুব গরীব। গ্রামের গরীব বলিতে আমরা ইহাদের বুঝি। এক কোটির ভিতর ইহাদের সংখ্যা **৬৫ লাখ** অর্থাৎ **প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ**! তারপর আসে মধ্যবিত্ত কৃষক, যাহাদের প্রত্যেকের এক জোড়া করিয়া ঘোড়া আছে। এই ধরনের প্রায় **২০ লাখ কৃষক পরিবার** আছে এবং তাহাদের মোট ঘোড়া আছে প্রায় ৪০ **লাখ**। তার পর আসে ধনী কৃষক। ইহাদের প্রত্যেকের এক জোড়ারও বেশী ঘোড়া আছে। ইহারা সংখ্যায় **১৫ লাখ পরিবার**, কিন্তু তাহারা মোট **৭৫ লাখ**

ঘোড়ার মালিক। * ইহার অর্থ ছয় ভাগের এক ভাগ পরিবার মোট অর্দ্ধেক ঘোড়ার মালিক।

এই সব জানিবার পর এইবার আমরা ধনী কৃষকদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সঠিক বিচার করিতে পারিব। তাহাদের সংখ্যা বেশী নয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গ্রামে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ১০ হইতে ২০টি পরিবার পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু এই পরিবারগুলি সংখ্যায় অল্প হইলেও সব চাইতে ধনী। গোটা রুশিয়ায় অন্য সব কৃষকদের মোট যত ঘোড়া আছে, তাহারাও প্রায় ততগুলি ঘোড়ারই মালিক। ইহার অর্থ এই যে, তাহারা কৃষকদের মোট ফসল জমির অর্দ্ধেক জমিতে চাষ করে এবং তাহাদের পরিবারের প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশী ফসল তাহাদের হাতে আসে। যথেষ্ট পরিমাণ ফসল তাহারা বিক্রী করে। নিজেদের খাদ্যের জন্য নয়—প্রধানত বিক্রীর জন্য ও টাকা পাইবার জন্য তাহারা ফসল উৎপন্ন করে। এই সব কৃষকেরাই টাকা জমাইতে পারে। তাহারা সেভিংস ব্যাঙ্কে ও ব্যাঙ্কে টাকা জমায়। তাহারা ভোগ-দখল স্বত্বে জমি কিনে। আমরা দেখিয়াছি কৃষকরা বছরে কত জমি কিনে, ইহার অধিকাংশ জমিই ধনী কৃষকদের হাতে যায়। গরীব কৃষকরা জমি কেনার কথা ভাবিতেও পারে না, তাহাদের যথাসর্বস্ব দিয়া কোনক্রমে অনাহার

* আমরা আবার বলিতেছি যে, সংখ্যাগুলি মোটামুটি গড় হিসাবেই ধরা হইয়াছে। ধনী কৃষকদের সংখ্যা ঠিক ঠিক ১৫ লাখ নাও হইতে পারে, সাড়ে বার লাখ, সাড়ে সতের লাখ বা বিশ লাখও হইতে পারে। তাহাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য হইবে না। হাজার বা লাখের শেষ সংখ্যাটি পর্য্যন্ত হিসাব করাই বড় কথা নয়, ধনী কৃষকদের শক্তি ও অবস্থা বুঝাই বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে আমরা আমাদের শত্রু মিত্র চিনিতে পারি, যাহাতে আমরা ফাঁকা কথায় ও মিথ্যা গল্পে প্রতারিত না হই এবং ধনী ও গরীবদের অবস্থা সঠিকভাবে বুঝিতে পারি।

গ্রামের প্রত্যেক কর্মীকে সাবধানে নিজের ও আশেপাশের গ্রামের অবস্থা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইবে, আমরা ঠিকই হিসাব করিয়াছি এবং গড়ে সর্ব্বত্র এই একই অবস্থা: প্রতি একশটি পরিবারে ১০টি কি বড় জোর ২০টি ধনী কৃষক পরিবার, প্রায় ২০টি মধ্যবিত্ত কৃষক আর বাকী সব গরীব কৃষক।—লেনিন

হইতে বাঁচিবার চেষ্টাতেই তাহাদের দিন যায়। জমি কেনা দূরের কথা, রুটি কেনার অর্থও অনেক সময় তাহাদের জুটে না। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্ক, বিশেষ করিয়া কৃষি ব্যাঙ্ক সমস্ত কৃষকদের জমি কেনায় সাহায্য করে না (কৃষকদের প্রতারিত করিবার জন্য অনেক সময় অনেকে এই কথা বলিয়া থাকে, অনেক সময় খুবই সরল প্রকৃতির লোকও ইহা সত্য বলিয়া থাকে), শুধুমাত্র অল্প কয়েকজন ধনী কৃষককে সাহায্য করে। ইহা হইতে আরও দেখা যায় যে, আগে যে-সব কৃষকদের পরামর্শদাতাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা যখন বলে যে কৃষকেরা জমি কিনিতেছে, জমি মূলধনীর হাত হইতে মজুরের হাতে চলিয়া যাইতেছে, তখন তাহারা ভুল বলে। জমি কখন মজুরের হাতে, গরীব শ্রমজীবীর হাতে যাইতে পারে না, কারণ জমি কিনিতে টাকা লাগে। আর গরীব কৃষকের তো হাতে বাড়্তি নগদ টাকা থাকে না। জমি যাইতে পারে কেবল ধনী ও পয়সাওয়ালা কৃষকদের হাতে, মূলধনীর হাতে, অর্থাৎ সেই সব লোকের হাতে যাহাদের বিরুদ্ধে গ্রামের গরীবদের শহরের মজুরের সঙ্গে এক যোগে লড়িতে হইবে।

ধনী কৃষকেরা যে শুধু জীবন স্বত্বে জমি কিনে তাহাই নয়, তাহারা প্রায়ই বহু বছরের জন্য জমি পত্তন নেয়। বড় বড়, খণ্ড খণ্ড জমিতে পত্তন লইয়া তাহারা গরীবদের জমি পাওয়ার পথে বাধা দেয়। যেমন পল্টাভা প্রদেশের কনস্টান্টিনোগ্রাড জিলায় ধনী কৃষকেরা কি পরিমাণ জমি পত্তন নিয়াছে তাহার হিসাব লওয়া হইয়াছে। সেখানে কি দেখা যায়? প্রতি ১৫টি পরিবারে গড়ে দুইটি পরিবার ৩০ ডেসিয়াটিন বা তাহার বেশী জমি পত্তন নিয়াছে। এই ধনী কৃষকেরা সংখ্যায় খুব কম, কিন্তু তাহারা সমস্ত পত্তনি জমির **অর্দ্ধেকের** মালিক, এবং প্রত্যেকের গড়ে **৭৫ ডেসিয়াটিন** জমি আছে। কিংবা টরিডা প্রদেশের কথা ধরা যাক। এখানে হিসাব হইয়াছে, রাষ্ট্রের নিকট হইতে মির্ অর্থাৎ "গ্রাম্য সমাজের" মারফৎ কৃষকরা যে-জমি পত্তন নিয়াছে, তাহার

কতখানি ধনী কৃষকেরা দখল করিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, ধনীরা মোট পরিবারের মাত্র **পাঁচ ভাগের এক ভাগ,** কিন্তু তাহারা গ্রাস করিয়াছে পত্তনি জমির **চার ভাগের তিন ভাগ।** সর্ব্বত্রই টাকার অঙ্কের অনুপাতে যে অতি অল্প সংখ্যক ধনীদেরই হাতে অর্থ আছে তাহাদের মধ্যে জমি ভাগ হইয়াছে।

তাহা ছাড়া, কৃষকরা নিজেরাই অনেক জমি পত্তন দেয়। অনেকে জমা ছাড়িয়া দেয়, কারণ তাহাদের গরু-ঘোড়া নাই, বীজ নাই, ক্ষেত-খামার চালাইবার কোন কিছুই নাই। আজিকার দিনে টাকা ছাড়া জমি কোন কাজে লাগে না। যেমন সামারা প্রদেশের নোভুজেন্স্ক্ জিলায় প্রতি ৩টি ধনী কৃষক পরিবারের ভিতর একজন, এমন কি দুইজন পর্য্যন্ত নিজ বা পাশের "সমাজে" বিলিকরা জমি পত্তন নেয়। যাহাদের কোন ঘোড়া নাই বা একটি মাত্র ঘোড়া আছে, সেই সব কৃষকই সামাজিক বিলিকরা জমি পত্তন দেয়। টরিডা প্রদেশে তিন ভাগের এক ভাগ কৃষক পরিবারই জমি পত্তন দেয়। অর্থাৎ আড়াই লাখ ডেসিয়াটিন বা কৃষকের অধিকারের সামাজিক বিলির জমির মোট চার ভাগের এক ভাগই পত্তন দেওয়া হয়। এই আড়াই লাখ ডেসিয়াটিনের ভিতর দেড় লাখ ডেসিয়াটিনই (পাঁচ ভাগের তিন ভাগ) ধনী কৃষকেরা পত্তন নেয়! ইহা হইতেও বিচার করা যায় যে, মির্ গরীব কৃষকদের উপযোগী সমিতি কিনা। "গ্রাম্য সমাজে" যাহার টাকা আছে তাহারই হাতে ক্ষমতা। কিন্তু আমরা চাই সমস্ত "সমাজের" গরীবদের একটা সংগঠন।

জমি কেনার এই সব কথা কৃষকদের ঠকাইবার জন্যই বলা হয়। সস্তায় লাঙ্গল, ফসল কাটা যন্ত্র ও অন্যান্য উন্নত যন্ত্রপাতি কিনিতে কৃষকদের সাহায্য করার কাহিনী সম্বন্ধে ঐ একই কথা খাটে। জেম্স্ট্ভো (ইউনিয়ান বোর্ডের মত—অনুবাদক) আড়ত ও সমবায় সমিতি খোলা হয়, আর কৃষকদের বলা হয়, উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহারে কৃষকদেরও

অবস্থার উন্নতি হইবে। এ সমস্তই ধাপ্পাবাজী। এই সব উন্নত যন্ত্রপাতি সব সময়ই ধনীর হাতে যায়, গরীবরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই পায় না। কায়ক্লেশে জীবন ধারণের চিন্তাই যখন প্রবল, তখন লাঙ্গল আর ফসল কাটা যন্ত্রের কথা ভাবিবার তাহাদের অবসর কোথায়? "কৃষকদের সাহায্য" করিবার এই সব ব্যবস্থা ধনীদের সাহায্য করা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাহাদের জমি নাই, গরু-ঘোড়া নাই, সঞ্চিত অর্থ নাই, সেই সব গরীব জনসাধারণের কাছে সব থেকে উন্নত যন্ত্রপাতি সস্তা হইলেই বা কি কাজে আসিবে? একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। সামারা প্রদেশের একটা জিলায় ধনী ও গরীব কৃষকদের সমস্ত উন্নত যন্ত্রপাতির একটা হিসাব করা হইয়াছিল। দেখা গিয়াছিল যে, সমস্ত পরিবারের পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সবচেয়ে ধনীরা উন্নত যন্ত্রপাতির প্রায় চার ভাগের তিন ভাগের মালিক, আর গরীবরা—যাহারা মোট পরিবারের সংখ্যার **অর্দ্ধেক**—তাহারা মাত্র ৩০ ভাগের এক ভাগের মালিক। মোট ২৮ হাজার পরিবারের ভিতর ১০ হাজারের ঘোড়া ছিল না বা একটি ঘোড়া ছিল, এই জিলার মোট ৫,৭২৪টি উন্নত যন্ত্রপাতির ভিতর এই ১০ হাজার পরিবারের ছিল মাত্র **সাতটি**। এই সব অর্থনৈতিক উন্নতি, লাঙ্গল ও ফসলকাটা যন্ত্রের এই সব বৃদ্ধি যাহা নাকি "সমস্ত কৃষককে" সাহায্য করিতেছে, তাহার ৫,৭২৪টির ভিতর সাতটি হইল গরীব কৃষকদের ভাগে! যে সমস্ত লোক "কৃষি ক্ষেত-খামারের উন্নতির" কথা বলে, তাহাদের নিকট হইতে গ্রামের গরীবদের পাওনা ইহাই।

অবশেষে ধনী কৃষকদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, তাহারা **ক্ষেত-মজুর ও দিন-মজুর খাটায়**। জমিদারের মত ধনী কৃষকেরাও অন্যের শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কৃষক জনসাধারণ নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়, আর তাহারই ফলে জমিদারদের মত তাহারাও ধনী হইয়া উঠে। জমিদারদের মত তাহারাও যত কম পারে মজুরী দিয়া, ক্ষেত

মজুরদের নিকট হইতে যত বেশী পারে নিংড়াইয়া কাজ আদায় করিতে চেষ্টা করে। যদি লাখ লাখ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত কৃষক না থাকিত, যাহাদের অন্নের জন্য শ্রম করা ছাড়া উপায় নাই, যাহারা অন্নের মজুরী করিতে, নিজ শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য,—তাহা হইলে ধনী কৃষকদের অস্তিত্বই থাকিত না। ক্ষেত-খামার চালান তাহাদের অসম্ভব হইত। তাহা হইলে দখল করার মত "ক্ষয় পাওয়া" জমাও থাকিত না, খাটাইবার মত মজুরও থাকিত না। সমস্ত রুশিয়ায় ১৫ লাখ ধনী কৃষক নিশ্চয়ই কমপক্ষে ১০ লাখ ক্ষেত-মজুর ও দিন-মজুর খাটায়। ইহা সুস্পষ্ট যে, সম্পত্তিওয়ালা ও সম্পত্তিহীন, মালিক ও মজুর, বুর্জোয়া ও সর্ব্বহারাদের বিরাট লড়াই-এ ধনী কৃষকেরা মজুরশ্রেণীর বিরুদ্ধে সম্পত্তিওয়ালাদের পক্ষ লইবে।

আমরা ধনী কৃষকদের ক্ষমতা ও অবস্থা দেখিলাম। এইবার গ্রামের গরীবদের অবস্থা দেখা যাউক।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, গ্রামের গরীবরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী, রুশিয়ার কৃষক পরিবারের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ। প্রথমেই দেখা যায়, ঘোড়া নাই এমন পরিবারের সংখ্যা কমপক্ষে ৩০ লাখ—হযতো আজ ইহার চেয়ে বেশী, ৩৫ লাখ হইবে। প্রত্যেকটি দুর্ভিক্ষ, প্রত্যেকটি অজন্মায় হাজার হাজার পরিবার ধ্বংস হইয়া যায়। লোকসংখ্যা বাড়ে, জমিতে ভিড়ও লাগে, অথচ সব ভাল জমি জমিদার ও ধনী কৃষকেরা গ্রাস করিয়া নিয়াছে। প্রতি বৎসরই ক্রমেই বেশী সংখ্যক লোক ধ্বংস হইয়া চলিয়াছে, তাহারা শহরে যায়, কারখানায় যায, ক্ষেত-মজুরীর জোগাড় দেখে, অথবা অপটু সাধারণ মজুর হয়। যে-কৃষকের ঘোড়া নাই সে সম্পূর্ণ সম্পত্তিহীন কৃষক, সে সর্ব্বহারা। সে জীবন ধারণ করে (জীবন ধারণ! কোনক্রমে দেহটা টিকাইয়া রাখে বলিলেই ঠিক কথা হইবে) জমি ভোগ করিয়া নয়, ক্ষেত-খামারের সাহায্যে নয়, মজুরী খাটিয়া। শহরের মজুরেরই সে ভাই। যে-কৃষকদের ঘোড়া নাই, জমিও তাহাদের কাজে

লাগে না, তাহাদের অর্দ্ধেকেই ভাগে জমি পত্তন দেয়, কারণ জমি চাষ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, অন্যেরা বিনা মূল্যে "সমাজের" কাছে জমি ছাড়িয়া দেয় (সময়ে সময়ে জমি ছাড়িয়া দিবার অনুমতির জন্য কিছু দিতেও হয়।) যে-কৃষকের ঘোড়া নাই সে এক ডেসিয়াটিন, কি বড় জোর দুই ডেসিয়াটিন জমি চাষ করে। বরাবরই বছরের কযেক মাস তাহাকে রুটি কিনিতে হয় (অবশ্য কিনিবার যদি সঙ্গতি থাকে), নিজের ফসলে তাহার আদৌ কুলায় না। যে-সব কৃষকের একটি ঘোড়া আছে, তাহাদের অবস্থাও বিশেষ ভাল না—তাহাদের সংখ্যাও রুশিযায় ৩৫ লাখ হইবে। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে, এবং আমরা আগেই দেখাইযাছি যে, এখানে-সেখানে এক ঘোড়াওয়ালা কৃষকদের অবস্থা মাঝামাঝি রকম সচ্ছল—কেউ বা বেশ ধনী। কিন্তু আমরা এই সব ব্যতিক্রম বা বিশেষ একটা জিলার কথা লইযা মাথা ঘামাইব না। আমরা গোটা রুশিয়ার কথা বলিতেছি। যদি আমরা সমস্ত এক ঘোড়া-ওযালা কৃষকদের ধরি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায যে, তাহারা বিরাট এক নিঃস্বের দল। কৃষি-প্রধান প্রদেশগুলিতেও তাহারা তিন চার ডেসিয়াটিন, কদাচিৎ পাঁচ ডেসিয়াটিন জমি চাষ করে, আহার তাহার নিজের ফসলে সারা বছর চলে না। যে-বছর ভালো ফসল হয় সে-বছরেও তাহার খাদ্য, যে-কৃষকের ঘোড়া নাই তাহার চেয়ে ভালো নয়। ইহার অর্থ, তাহাকে বরাবর অনাহারে ও ক্ষুধায় দিন কাটাইতে হয়। তাহার ক্ষেত-খামার ধ্বংসের পথে, গরু-ঘোড়া দুর্ব্বল ও তাহাদের খড়-বিচালী, দানা-পানির অভাব। ভালো ভাবে জমি চাষ করার অবস্থা সে কৃষকের নাই। উদাহরণ স্বরূপ—ভরোনেজ প্রদেশে এক ঘোড়াওয়ালা কৃষক তাহার ক্ষেত-খামারে বছরে ২০ রুবলের বেশী খরচ (গরু-ঘোড়ার খাদ্য বাদে) করিতে পারে না। (ধনী কৃষকরা ইহার দশ গুণ খরচ করে)। জমির

খাজনা, গরু-ঘোড়া কেনা, কাঠের লাঙল ও অন্য যন্ত্রপাতি মেরামত, রাখালের মাহিয়ানা এবং আর সব কিছুর জন্য বছরে ২০ রুবল। ইহারই নাম কি ক্ষেত-খামার করা? দুঃখকষ্ট, অশেষ খাটুনি ও চিরন্তন মানসিক অশান্তি ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। ইহা স্বাভাবিক যে, এক ঘোড়াওয়ালা কৃষকদের বেশ অনেকেই তাহাদের **ভাগের জমিও পত্তন** দিতে বাধ্য হয়। নিঃস্বের কাছে জমিও কোন কাজে লাগে না। তাহার টাকা নাই, জমি হইতেও তাহার টাকা আসা দূরে থাকুক, যথেষ্ট আহারও জুটে না। অথচ খাদ্য, কাপড়-চোপড়, ক্ষেত-খামার, ট্যাক্স— সব কিছুর জন্যই চাই টাকা। ভরোনেজ প্রদেশে সাধারণত এক ঘোড়াওয়ালা কৃষককে বছরে শুধু ট্যাক্সই দিতে হয় **আঠার রুবল,** অথচ তাহার সমস্ত খরচের জন্য বছরে ৭৫ রুবলের বেশী সে রোজগার করিতে পারে না। এই অবস্থায় তাহাকে বেশী জমি কিনিতে বলা, উন্নত যন্ত্রপাতির কথা অথবা কৃষি ব্যাঙ্কের পরামর্শ দেওয়া, নিছক ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, এই সব জিনিস গরীবদের জন্য সৃষ্টি হয় নাই।

কৃষক টাকা পাইবে কোথা হইতে? তাহাকে "কাজের" জোগাড় দেখিতে হয়। যে-কৃষকের ঘোড়া নাই তাহারই মত এক ঘোড়াওয়ালা কৃষককেও এই 'কাজের' সাহায্যেই নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু এই 'কাজ' কথাটার অর্থ কি? ইহার অর্থ অন্যের জন্য মজুরীর আশায় খাটা। ইহার অর্থ এক ঘোড়াওয়ালা কৃষকের স্বাধীন ক্ষেত-খামারের কাজ প্রায় অর্দ্ধেক বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। সেও অন্যের ভাড়াটিয়া, সর্ব্বহারায় পরিণত হইযাছে। সেই জন্যই এই সব কৃষকদের **অর্দ্ধসর্ব্বহারা** বলা হয। তাহারাও শহরের মজুরদের ভাই, কারণ তাহারাও মালিকদের দ্বারা সকল রকমে শোষিত হয়। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে একত্র হইয়া সমস্ত

ধনীদের বিরুদ্ধে, সমস্ত সম্পত্তির মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া তাহাদেরও অন্য কোন গতি নাই, মুক্তি নাই। রেলপথ নির্ম্মাণের কাজ করে কে? কাহারা দালালদের দ্বারা শোষিত হয়? কাঠ কাটা ও কাঠ ভাসানোর কাজ করে কে? ক্ষেতমজুরের অথবা দিনমজুরের কাজ করে কে? শহরে ও বন্দরে সাধারণ অপটু মজুরের কাজ করে কে? সব সময়েই এই সব কাজ করে গ্রামের গরীব কৃষক, যাহার একেবারেই ঘোড়া নাই, কিংবা একটি মাত্র আছে, ঐ গ্রাম্য সর্ব্বহারা ও অর্দ্ধ সর্ব্বহারার দল। আর রুশিয়ায় তাহাদের সংখ্যাই বা কি বিপুল! হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, রুশিয়ায় (ককেসাস ও সাইবিরিয়া বাদে) বছরে ৮০ লাখ, কখনও ৯০ লাখ ছাড়পত্র নেওয়া হয়। এই সবগুলি প্রবাসী মজুরদের জন্য। ইহারা শুধু নামে মাত্র কৃষক, প্রকৃত পক্ষে তাহারা ভাড়াটিয়া, দিনমজুর। শহরের মজুরদের সঙ্গে তাহাদের সকলকে এক হইতে হইবে—এবং গ্রামে আশা ও জ্ঞানের প্রতিটি রশ্মি এই একতা মজবুত ও শক্ত করিবে।

"কাজ" সম্বন্ধে আর একটি কথা ভোলা উচিত নয়। সরকারী কর্ম্মচারী ও তাহাদেরই মত চিন্তা করিতে অভ্যস্ত লোকেরা কৃষকদের সম্বন্ধে বলিয়া বেড়াইতে ভালবাসে যে, তাহাদের দুইটি জিনিসের "প্রয়োজন" : জমি (কিন্তু বেশী নয়—বেশী থাকার কথাও নয়, কারণ ধনীরা সবই গ্রাস করিয়া নিয়াছে) এবং একটি "কাজ"। আর তাহারা বলে যে, জনসাধারণকে সাহায্য করিতে হইলে দেশে যত বেশী সম্ভব ব্যবসা চালাইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং বেশী "কাজ" "দিতে হইবে"। এই সব কথা নিছক ভণ্ডামি। গরীবের জন্য "কাজ"-এর অর্থই হইতেছে দিনমজুরী। কৃষকদের "কাজ দেওয়া"র অর্থই হইতেছে তাহাদের দিনমজুরে পরিণত করা।

সাহায্যের চমৎকার পন্থা। ধনী কৃষকদের জন্য অবশ্য স্বতন্ত্র ধরনের "কাজ" আছে, যার জন্য পুঁজি চাই, যেমন,—ময়দার কল বা অন্য কোন কল তৈরী, ফসল ওড়ানোর যন্ত্র কেনা, ব্যবসা প্রভৃতি। টাকাওয়ালা লোকের এই সব "কাজের" সঙ্গে গরীবদের দিনমজুরীকে গুলিয়ে ফেলা গরীবকে ঠকানো। অবশ্য গরীবদের এইভাবে ঠকানোতে ধনীদেরই সুবিধা। প্রত্যেকটি কৃষক যে-কোন "কাজ" নিতে পারে এবং সেজন্য তাহার পুঁজিও আছে, এই ধরনের ছল করায় ধনীদেরই সুবিধা হয়। কিন্তু যাহারা সত্যই গরীবদের মঙ্গল চায়, তাহারা গরীবদের **পুরাপুরি সত্যই বলিবে এবং সত্য ছাড়া আর কিছুই বলিবে না।**

মধ্যবিত্ত কৃষকদের কথা বলা বাকী আছে। আমরা দেখিয়াছি যে, সমস্ত রুশিয়ায় মোটামুটি তাহাদেরই মধ্যবিত্ত কৃষক বলা যায়, যাহাদের এক জোড়া ঘোড়া আছে। আমরা আরও দেখিযাছি যে, মোট এক কোটি পরিবারের ভিতর এই দেশে মোটামুটি ২০ লাখ মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার আছে। মধ্যবিত্ত কৃষকদের অবস্থা ধনী কৃষক ও সর্ব্বহারার মাঝখানে, তাই তাহাদের মধ্যবিত্ত কৃষক বলা হয়। তাহার জীবনধারণের মাপকাঠিও মাঝামাঝি গোছের, ফসল ভালো হইলে তাহার একরকম চলিয়া যায়, কিন্তু দারিদ্র্য সব সময় লাগিয়াই আছে। সঞ্চয় তাহার যৎসামান্য কিংবা হযতো কিছুই নাই। তাই তাহার ক্ষেত-খামারেরও বড় শোচনীয় অবস্থা। টাকার জোগাড় করা তাহার পক্ষে খুবই শক্ত, ক্ষেত-খামার হইতে কচিৎ কদাচিৎ সে দু'পয়সা করিতে পারে। যদিও বা কিছু হাতে আসে তাহাতেও কোনরকমে দুই বেলা মাত্র চলে। কাজের খোঁজে বাহির হওয়ার অর্থ ক্ষেত-খামার অমনি ফেলিয়া যাওয়া, ফলে সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহা সত্ত্বেও, অনেক মধ্যবিত্ত কৃষক কাজের খোঁজ করিতে

বাধ্য হয়: তাহারাও ভাড়াটিয়া মজুর হয়। প্রয়োজনের তাগিদে জমিদারের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে, দেনা করিতে বাধ্য হয়। একবার দেনায় জড়াইয়া পড়িলে আর মুক্ত হওয়া মধ্যবিত্ত কৃষকের পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব, কারণ ধনী কৃষকদের মত ইহাদের কোন নিয়মিত আয় নাই। দেনায় জড়াইয়া পড়া মানেই গলায় ফাঁস জড়ানো। একেবারে নিঃশেষে ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত সে দেনাদারই রহিয়া যায়। প্রধানত মধ্যবিত্ত কৃষকরাই জমিদারের খপ্পরে যাইয়া পড়ে, কারণ ঠিকা কাজের জন্য জমিদারের এমন কৃষক প্রয়োজন যে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয় নাই, যাহার একজোড়া ঘোড়া ও ক্ষেত-খামারের জন্য অন্য জিনিসপত্র আছে। মধ্যবিত্ত কৃষকের পক্ষে কাজের খোঁজে যাওয়া সহজ নয়—তাই সে ফসলের কিংবা পশুচারণের জমির বদলে "ওত্রেজ্‌কি" * পত্তনের বা শীতের সময় অগ্রিম অর্থ গ্রহণের জন্য নিজেকে জমিদারের নিকট দাসত্বের বন্ধনে বেচিয়া দেয়। জমিদার এবং মহাজন ছাড়াও, মধ্যবিত্ত কৃষক তাহার ধনী প্রতিবেশীর দ্বারা নিপীড়িত হয়। ইহারা মধ্যবিত্ত কৃষকের চোখের সামনে তাহার জমি কাড়িয়া নেয় এবং তাহাকে কোন না কোন উপায়ে উৎপীড়ন করার সুযোগ ছাড়ে না। এই হইতেছে মধ্যবিত্ত কৃষকের জীবন—সে এও নয় ও-ও নয়। সে প্রকৃত ক্ষেত-খামার ভোগীও হইতে পারে না, আবার দিনমজুরও হইতে পারে না। প্রত্যেক মধ্যবিত্ত কৃষকই প্রভুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এবং সম্পত্তির মালিক হইতে চায়, কিন্তু খুব অল্প লোকই এইরূপ হইতে পারে। অল্প কয়েকজন মাত্র অন্যের

* ওত্রেজ্‌কি—এই কথাটির হুবহু অর্থ "কাটিয়া নেওয়া" জমি। ১৮৬১ সালে যখন ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়া হয়, তখন তাহাদের জমির সবচেয়ে ভালো অংশ জমিদাররা কাটিয়া লইত। পরে আবার জমিদাররা এই সব জমি খুব উঁচু খাজনায় কৃষকদের পত্তন দিত। প্রায়ই এই খাজনা কৃষকরা খাটিয়া শোধ দিত—অনুবাদক।

শ্রমের সাহায্যে দু'পয়সা করিতে চেষ্টা করে এবং ক্ষেতমজুর ও দিনমজুর খাটাইয়া অন্যের পিঠে চাপিয়া ধন-দৌলত করে। কিন্তু বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত কৃষকেরই মজুর খাটাইবার অর্থ নাই—বরং তাহারা নিজেরাই মজুর খাটে।

যখনই ধনী ও গরীবে, সম্পত্তির মালিক ও মজুরে লড়াই বাধে, তখন মধ্যবিত্ত কৃষক থাকে ঠিক মাঝামাঝি। কোন্ দিকে যাইবে সে ঠিক পায় না। ধনীরা তাহাদের পক্ষে যোগ দিবার জন্য তাহাকে ডাকে, বলে: "তোমার তো ক্ষেত-খামার আছে, তুমি তো সম্পত্তির মালিক, নিঃস্ব মজুরদের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ।" কিন্তু মজুররা বলে: "ধনীরা তোমাকে ছলে কৌশলে ঠকাইবে, সমস্ত ধনীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই-এ যোগ দেওয়া ছাড়া তোমার অন্য গতি নাই।" যেখানেই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুররা মজুর শ্রেণীর মুক্তির জন্য লড়াই করিতেছে, সেখানেই, সব দেশেই মধ্যবিত্ত কৃষকদের জন্য এই লড়াই চলিতেছে। রুশিয়াতেও সবে এই লড়াই শুরু হইয়াছে। সেই জন্যই এই ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বিচার করা দরকার এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের দলে টানিবার জন্য ধনীরা যে চালাকী করে, তাহা সুস্পষ্ট বোঝা দরকার। কেমন করিয়া এই সব জুয়াচুরির মুখোশ খুলিয়া দেওয়া যায় এবং মধ্যবিত্ত কৃষককে তাহাদের প্রকৃত বন্ধু খুঁজিতে সাহায্য করা যায়—তাহা আমাদের শিখিতেই হইবে। যদি রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুররা এখনই খাঁটি পথ পায়, তাহা হইলে আমাদের কমরেড জার্মান মজুরদের অপেক্ষা অনেক সহজে গ্রামের মজুর ও শহরের মজুরদের ভিতর একটা স্থায়ী মৈত্রী গঠন করা যাইবে এবং মেহনত করিয়া যাহারা বাঁচে তাহাদের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে দ্রুত জয়লাভ করা যাইবে।

মধ্যবিত্ত কৃষকরা কোন্ পথে যাইবে? তাহারা সম্পত্তির মালিক ও ধনীদের পক্ষ লইবে, না, মজুর ও গরীবদের দিকে যাইবে?

নানা রকম অর্থনৈতিক সুবিধা দিবে বলিয়া (সস্তায় লাঙ্গল, কৃষি ব্যাঙ্ক, ঘাস লাগানোর প্রথা প্রচলন, গরু-ঘোড়া ও সার সস্তায় বিক্রি ইত্যাদি) সম্পত্তির মালিক বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্ত কৃষকদের দলে টানিতে চায়। দলে টানিবার জন্য তাহারা মধ্যবিত্ত কৃষকদের সব রকম কৃষি সমিতিতে (কেতাবে যাহাকে সমবায় সমিতি বলে)—যেগুলি ক্ষেত-খামারের উন্নতির জন্য কৃষকদের একত্র করে—তাহাতে যোগ দিতে বলে। এই সব করিয়া বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্ত কৃষককে, এমন কি গরীব কৃষক ও অর্দ্ধ সর্ব্বহারাকেও পর্য্যন্ত মজুরের সঙ্গে তাহাদের একতা ভাঙিয়া বুর্জোয়াদের পক্ষে, মজুর ও সর্ব্বহারার বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামাইতে চাপ দেয়।

ইহার উত্তরে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুররা বলে: উন্নত কৃষি খুব ভাল জিনিস। সস্তায় লাঙ্গল কেনা কিছুমাত্র অন্যায় নয়, আজ কাল ব্যবসাদাররা যদি নেহাৎ বোকা না হয়, তাহা হইলে বেশী ক্রেতা জুটাইবার জন্য সস্তায় মাল বিক্রি করে। কিন্তু যখন গরীব ও মধ্য-বিত্ত কৃষকদের বলা হয়, উন্নত কৃষি ও সস্তা লাঙ্গল তাহাদের সকলের দারিদ্র্য ঘুচাইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য করিবে এবং ধনীদের ক্ষতি না করিয়াই ইহা সম্ভব, তখন শুধু তাহাদের প্রতারণা করা হয়। এই সমস্ত উন্নতি, সস্তা দর এবং সমবায় সমিতিতে (জিনিস-পত্র বেচাকেনার সমিতি) **ধনীদের পক্ষে আরও ঢের বেশী লাভ-জনক হইবে।** ধনীরা আরও বেশী শক্তিশালী হয় এবং মধ্যবিত্ত ও গরীব কৃষকদের আরও বেশী নিপীড়ন করে। যতদিন ধনী ধনী

থাকিবে, যতদিন তাহারা বেশীর ভাগ জমি, গরু-ঘোড়া,, যন্ত্রপাতি ও অর্থের মালিক থাকিবে—এই সব যতদিন টিকিয়া থাকিবে, ততদিন গরীব, এমন কি মধ্যবিত্ত কৃষকও অভাবের হাত হইতে রেহাই পাইবে না। এই সব উন্নতি ও সমবায় সমিতির সাহায্যে এখানে সেখানে দুই চার জন মধ্যবিত্ত কৃষক হযতো ধনী হইতে পারে, কিন্তু জন-সাধারণ ও সমস্ত মধ্যবিত্ত কৃষক ক্রমশ দারিদ্র্যের পাঁকে ডুবিয়া যাইবে। সমস্ত মধ্যবিত্ত কৃষকদের যদি ধনী হইতে হয, তাহা হইলে ধনীদের সরাইতে হইবে এবং তাহাদের সরাইবার একমাত্র পথ, শহরের মজুরের সঙ্গে গ্রামের গরীবদের মিল ঘটানো।

বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্ত কৃষকদের (এমন কি গরীবদেরও) বলে : তোমাদের সস্তায় জমি দিব, সস্তায় লাঙ্গল দিব। তাহার বদলে আমাদের কাছে বিক্রয কর তোমাদের আত্মাকে, ধনীদের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়িয়া দাও।

সোশ্যাল ডেমোক্রাট মজুররা বলে: সত্যিই যদি খুব সস্তায জিনিস পাও, যদি অর্থ থাকে নিশ্চযই কিনিযা ফেল; সে তো ভাল ব্যবসা। কিন্তু আত্মবিক্রয করিও না। মজুরের সহযোগিতায বুর্জোয়া-দের বিরুদ্ধে লড়াই না করার অর্থ নিঃস্ব ও চির-অভাবগ্রস্ত হইয়া থাকা। জিনিসপত্র যদি সস্তা হয, ধনীরা আরও ফাঁপিযা উঠিবে, আরও ধনী হইবে। কিন্তু তোমার যখন সঙ্গতি নাই তখন জিনিসের দর জলের মত সস্তা হইলেও তোমার কোন কাজেই লাগিবে না, যদি না বুর্জোযাদের হাত হইতে তুমি টাকাকড়ি জোগাড় করিতে পার।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বুর্জোয়া-সমর্থকেরা এই সব সমবায় সমিতি (সস্তায় কিনিয়া লাভে বিক্রির সমিতি) লইয়া খুব হৈ-চৈ করে। "বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদী" নামধারী এমন লোকও আছে যাহারা বুর্জোয়াদের অনুকরণে বড় বড় বুলি কপচায় ও বলে, কৃষকরা সমবায়

সমিতি ছাড়া অন্য কিছু চায় না। ইহারা রুশিয়ায় নানা রকমের সমবায় সমিতি গঠনের বন্দোবস্ত করিতে শুরু করে। কিন্তু রুশিয়ায় খুব কম সমবায় সমিতি আছে—রাজনৈতিক স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত বেশী সমিতি হইবেও না। কিন্তু জার্মানির কথা ধরা যাক। সেখানে কৃষকদের বহু সমবায় সমিতি আছে। কিন্তু এই সব সমবায় সমিতি হইতে কে বেশী লাভ করে? গোটা জার্মানিতে দুধ ও দুধের জিনিস বিক্রয়ের সমিতিতে ১ লাখ ৪০ হাজার ক্ষেতওয়ালা কৃষক আছে এবং এই ১ লাখ ৪০ হাজার কৃষকের (সহজভাবে বুঝাইবার জন্য মোট সংখ্যা ধরা হইয়াছে) ১১ লাখ গরু আছে। জার্মানিতে ৪০ লাখ গরীব কৃষক আছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র ৪০ হাজার জন এই সব সমিতির সভ্য: ইহাতেই দেখা যায় যে শতকরা **মাত্র একজন** গরীব কৃষক এই সব সমবায় সমিতির সুবিধা পায়। এই ৪০ হাজার গরীব কৃষকের মাত্র ১ লাখ গরু আছে। মধ্যবিত্ত ক্ষেত-খামারওয়ালা ও মধ্যবিত্ত কৃষকের সংখ্যা সেখানে **১০ লাখ**, ইহাদের মধ্যে ৫০ হাজার (শতকরা ৫ জন) সমবায় সমিতির সভ্য, আর তাহাদের গরুর সংখ্যা ২ লাখ। অবশেষে আছে ধনী ক্ষেত-খামারওয়ালারা (জমিদার ও ধনী কৃষক সমেত)। ইহাদের সংখ্যা প্রায় **সাড়ে তিন লাখ**, ইহাদের ভিতর ৫০ হাজার জন (শতকরা **১৭ জন**!) সমবায় সমিতির সভ্য। ৮ লাখ গরু ইহাদের হাতে আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সমবায় সমিতিগুলি কাহাদের প্রথমে ও সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। সস্তায় কিনিয়া লাভে বিক্রয় করার জন্য সমিতি গঠন করিয়া মধ্যবিত্ত কৃষকদের বাঁচানো সম্বন্ধে যাহারা হৈ-চৈ করে তাহারা যে কৃষকদের কি ভাবে ফাঁকি দেয় তাহাও দেখা গেল। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা গরীব ও মধ্যবিত্ত উভয় কৃষককেই তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করে। ইহাদের নিকট হইতে গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষককে ছিনাইয়া

হাত করিবার জন্যই সব সময় বুর্জোয়ারা চেষ্টা করে। কিন্তু ইহার জন্য তাহারা মূল্য দিতে চায় খুবই কম।

আমাদের দেশেও দুধ-মাখন প্রভৃতির সমবায় সমিতি গঠন শুরু হইয়াছে। আমাদের দেশেও অনেক লোক আছে যাহারা চীৎকার করে : আর্টেল, মির্ এবং সমবায় সমিতি—ইহাই হইল কৃষকের দাবি। কিন্তু দেখা যাক এই সব আর্টেল, সমবায় সমিতি ও সামাজিক পত্তনি জমি হইতে কাহারা লাভ করে। কমপক্ষে শতকরা ২০টি পরিবারের কোন গরু নাই, ৩০টির পরিবার পিছু একটি গরু আছে, ইহারা নিরুপায় হইয়া দুধ বেচিতে বাধ্য হয়, তাহাদের নিজেদের ছেলেপিলেও দুধের অভাবে অনাহারে বিড়াল কুকুরের মত মারা যায়। আর ধনী কৃষকদের প্রতি পরিবারের তিন চারিটি গরু আছে। কৃষকদের মোট গরুর অর্দ্ধেকই ইহাদের। তাহা হইলে এই সব দুধ-মাখনের সমবায় সমিতি হইতে কে লাভ করে? সোজা কথায়, মধ্যবিত্ত ও গরীব কৃষকরা যাহাতে তাহাদের সঙ্গে থাকে সেই চেষ্টা করা এবং উহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মানো যে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমজীবীর এক-জোট লড়াই-এর পথে নয়—ব্যক্তিগতভাবে ছোট ছোট ক্ষেত-খামার-ওয়ালা কৃষকরা নিজেদের সামাজিক অবস্থা হইতে উঠিয়া ধনী কৃষকের সহযোগিতায় দারিদ্র্যের কবল হইতে রেহাই পাইতে পারে—এ **সমস্তই জমিদার ও বুর্জোয়া কৃষকেরই স্বার্থ পুষ্ট করে।**

বুর্জোয়া সমর্থকরা ক্ষুদ্র কৃষকদের সহিত বন্ধুত্বের ভান করিয়া এই সব প্রচেষ্টা সমর্থন করে ও প্রাণপণে এই সব উৎসাহিত করে। অনেক সরল লোক ভেড়ার চামড়ার ছদ্মবেশের আড়ালে যে বাঘ আছে তাহাকে দেখিতে পায় না এবং বিশ্বাস করে যে এই সব বড় বড় বুর্জোয়া বুলি শুনাইলেই বুঝি গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের সত্যই সাহায্য করা হয়। এই যেমন তাহারা তাহাদের লেখা কেতাবে

ও বক্তৃতায় বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, ক্ষুদ্র ক্ষেত-খামার সব চাইতে লাভের জিনিস, ইহাতে সব চাইতে বেশী আয় হয়, ইহাতে বেশ উন্নতি হয়, ইহাদের মতে এই জন্যই সর্ব্বত্র এত ক্ষুদ্র ক্ষেত-খামারওয়ালা কৃষক আছে এবং এই জন্যই তাহারা এমন ভীষণ ভাবে জমি আঁকড়াইয়া থাকে, (সমস্ত ভাল জমি ও সব অর্থের মালিক বুর্জোয়ারা, আর গরীবদের সারা জীবন টুকরা টুকরা জমি সম্বল করিয়া কাটাইতে হয়—এজন্য নয়!) এই সব বাক্যবাগীশেরা বলে, গরীব কৃষকদের বেশী অর্থের দরকার পড়ে না, ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকরা বড় খামারী কৃষকদের চেয়ে বেশী সঞ্চয়ী ও পরিশ্রমী এবং সরল জীবন যাপন করিতে জানে, ঘোড়ার জন্য শুকনো ঘাস না কিনিয়া তাহারা খড় খাওয়াইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। দামি কল না কিনিয়া তাহারা খুব ভোরে উঠে, বেশী সময় খাটে আর কলের সমানই মাল পয়দা করে, মেরামতের কাজের জন্য বাহিরের লোককে অর্থ না দিয়া কৃষক নিজেই রবিবারে কুড়াল লইয়া মিস্ত্রির কাজ করে—বড় খামারী কৃষকদের চাইতে ইহাতে অনেক সস্তা পড়ে, দামি ঘোড়া বা ষাঁড়কে খাওয়ানোর বদলে তাহারা লাঙল দিবার জন্য গরু ব্যবহার করে, জার্মানিতে সমস্ত গরীব কৃষকেরা গরু দিয়া লাঙল চালায় এবং আমাদের দেশেও জনসাধারণ এত গরীব হইয়া গিয়াছে যে তাহারাও শুধু গরু দিয়া নয়, পুরুষ ও স্ত্রীলোক দিয়াও লাঙল চালাইতে শুরু করিয়াছে! কত লাভজনক, কত সস্তা এই সব। মধ্যবিত্ত ও গরীব চাষীরা যে এত পরিশ্রমী, তাহারা যে এত সরল জীবন যাপন করে, তাহারা যে বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করে না, সোশ্যালিজ্‌মের কথা না ভাবিয়া শুধু নিজ নিজ খামারের কথাই ভাবে, ভদ্রলোক হইবার জন্য বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যাহারা স্ট্রাইক করে সেই মজুরদের পথ না ধরিয়া যে তাহারা ধনীদেরই আদর্শ বলিয়া জানে—ইহা সত্যই কত প্রশংসনীয়! সকলে যদি এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হইত, মদ না খাইত, বেশী

সঞ্চয় করিত, দামি কাপড় জামায় কম খরচ করিত, আর তাহাদের যদি ছেলেপিলে কম হইত—তাহা হইলে সবাই সুখী হইত এবং অভাব ও দারিদ্র্য থাকিত না!

মধ্যবিত্ত কৃষকদের জন্য বুর্জোয়ারা এই সব মিঠা বুলি বলিয়া থাকে এবং এমন নির্বোধ লোক আছে যাহারা এই সব কথায় বিশ্বাস করে ও ইহারই পোঁ ধরে।* আসলে, এই সব মধুমাখা কথা কৃষকদের বঞ্চনা ও উপহাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব মুখমিষ্টি লোকেরা লাভজনক ও সস্তা ক্ষেত-খামার বলিতে সেই অভাব ও নিতান্ত ঠেকার অবস্থাকেই বুঝায় যাহার ফলে মধ্যবিত্ত ও ক্ষুদে কৃষকেরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিতে, এক টুকরা রুটির লোভ সংবরণ করিতে ও খরচের কানাকড়িটি পর্য্যন্ত আপ্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। তিন বছর ধরিয়া একই প্যান্ট পরা, গরমের দিনে খালি পায় চলা, এক টুকরা সুতা দিয়া কাঠের লাঙল মেরামত করা, ঘরের চাল হইতে পচা খড় লইয়া গরুকে খাওয়ানো, খুবই "লাভজনক" ও "সস্তা" সন্দেহ নাই! একজন বুর্জোয়া বা ধনী কৃষককে এই রকম "সস্তা" ও "লাভজনক" খামারে বসাও—শীঘ্রই সব মিষ্টিকথা সে ভুলিয়া যাইবে।

* রুশিয়ায় এই সব নির্বোধ লোক যাহারা কৃষকদের মঙ্গল চায়, অথচ যখন তখন এই সব মিঠা বুলি কপচায়, তাহাদের "নারোদ্‌নিকি" বা "ক্ষুদ্র খামারের উৎসাহী সমর্থক" বলা হয়। "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা" বোঝে না বলিয়া তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। জার্মানিতেও এই রকম অনেক মিষ্টি-মুখ লোক আছে। এড্‌ওয়ার্ড ডেভিড নামে ইহাদেরই একজন সম্প্রতি একটি মস্ত কেতাব লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে বড় ক্ষেত-খামারের চেয়ে ছোট ক্ষেত-খামারগুলি অনেক বেশী লাভের, কারণ, ক্ষুদে কৃষকরা অযথা বেশী অর্থ ব্যয় করে না, চাষের জন্য ঘোড়া রাখে না এবং লাঙলটানার জন্য দুধের গরুই ব্যবহার করে।—লেনিন।

অনেক সময় যে-সব লোক ক্ষুদে কৃষির প্রশংসা করে তাহারা কৃষকদের সাহায্য করিতে চায়, কিন্তু আসলে তাহারা শুধু ইহাদের ক্ষতিই করে। এই সব মিষ্টি কথায় তাহারা কৃষকদের ঠকায়, যেমন লটারিতে কৃষকরা ঠকে। লটারি ব্যাপারটা কি বলিতেছি। ধরা যাক, আমার একটা গরু আছে—যাহার ৫০ রুবল দাম। আমি গরুর বদলে টাকা চাই, সেই জন্য সবাইকে এক রুবল দামের টিকেট বিক্রয় করিলাম। প্রত্যেকেরই এক রুবলের বদলে গরুটি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জনসাধারণকে ঠকানো সহজ, ক্রমাগত রুবল্ আসিতে থাকে। যখন এক শত রুবল সংগ্রহ হইল, তখন আমি লটারি করিলাম : যাহার নাম উঠিল সে-ই এক রুবলে গরু পাইল, অন্যেরা কিছুই পাইল না। জনসাধারণের কাছে গরু "সস্তা" হইল ? আদৌ না, বরং অনেক মূল্য তাহাদের দিতে হইল, কারণ তাহারা মোট যে-টাকা দিল তাহা গরুর মূল্যের দ্বিগুণ, কারণ দুই জন লোক মাত্র (যে লটারি চালাইল ও যে গরু পাইল) কোন কাজ না করিয়া টাকা করিল। কিন্তু এই টাকা আসিল ৯৯টি লোকের ক্ষতি করিয়া, কারণ তাহাদের টাকা মারা গেল। অতএব দেখা গেল যে, যাহারা বলে জনসাধারণের পক্ষে লটারি সুবিধাজনক, তাহারা শুধু জনসাধারণকে ঠকাইতেছে। সমবায় সমিতি (সস্তায় কেনা ও লাভে বেচার সমিতি), উন্নত কৃষি, ব্যাঙ্ক এবং ঐ সব ধরনের জিনিসের মারফৎ যাহারা কৃষকদের দুঃখ-দারিদ্র্য হইতে মুক্তি দিতে চায়, তাহারা কৃষকদের ঠিক এই ভাবেই ঠকায়। লটারিতে যেমন একজন জিতে, আর সবাই হারে, এখানেও ঠিক তেমনই : একজন মধ্যবিত্ত কৃষক হয়ত খুব চালাকি করিয়া ধনী হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গী ৯৯ জন কৃষক আজীবন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। কোনদিনই তাহার অভাব ঘুচে না বরং সে আরও নিঃস্ব হইয়া পড়ে। প্রত্যেক গ্রামবাসী তাহার সমাজ ও সমস্ত জিলার উপরে আরও একটু নজর দিক, কতজন মধ্যবিত্ত কৃষক আছে

যাহারা ধনী হইয়া অভাব ভুলিয়াছে? আর, কত জনই বা আছে যাহারা কোনদিনই অভাবের হাত হইতে রেহাই পাইবে না? কতজন নিঃস্ব হইয়া গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য হইযাছে? আগেই দেখানো হইয়াছে, গোটা রুশিয়ায় ২০ লাখের বেশী মধ্যবিত্ত কৃষি পরিবার নাই। ধরা যাক, সস্তায় কেনা ও লাভে বিক্রয় করার জন্য যতগুলি সমিতি এখন আছে, তাহার দশ গুণ সমিতি গড়া হইল। তাহা হইলে কি ফল হইবে? যদি এক লাখ মধ্যবিত্ত কৃষকও ধনীর পর্য্যায়ে উঠিতে পারে, তাহা হইলে যথেষ্ট বলিতে হইবে। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ শতকরা ৫ জন মাত্র মধ্যবিত্ত কৃষক ধনী হইবে। কিন্তু বাকী ৯৫ জনের দশা কি হইবে? তাহাদের অবস্থা আগের মতই থাকিবে, অনেকের অবস্থা আরও খারাপ হইবে। গরীবেরা আরও বেশী নিঃস্ব হইবে।

অবশ্য, বুর্জোযারা চায় যে, যত বেশী সম্ভব মধ্যবিত্ত ও গরীব কৃষক ধনীদের সমান হইতে চেষ্টা করুক। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই না করিয়া দারিদ্র্যের অবসান সম্ভব—শহর ও গ্রামের মজুরদের সঙ্গে একজোট না হইয়া পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা ও ধনী হওযার উপর আস্থাস্থাপন—ঠিক এই জিনিসই বুর্জোয়ারা চায। কৃষকদের ভিতর এই সব বঞ্চনামূলক বিশ্বাস ও আশা জাগাইযা রাখিবার জন্য বুর্জোয়ারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। মিষ্টি কথায় তাহাদের ঠাণ্ডা রাখিতে চায়।

এই মিষ্টভাষী লোকদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলিতে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রথম প্রশ্ন: যতদিন রুশিয়ায উৎপাদনের জমির ২৪ কোটি ডেসিয়া-টিনের ভিতর ১০ কোটি ডেসিয়াটিন ব্যক্তিগত জমিদারদের মালিকানায় থাকিবে, অথবা যতদিন ১৬ হাজার খুব বড় জমিদারের হাতে সাড়ে ছয় কোটি ডেসিয়াটিন জমি থাকিবে, ততদিন মজুর জনসাধারণের অভাব ও দারিদ্র্য ঘুচিবে কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : যতদিন ১৫ লাখ ধনী কৃষক পরিবার (মোট ১ কোটির ভিতর) কৃষকের ফসলি জমির অর্দ্ধেক, কৃষকের গরু-ঘোড়ার অর্দ্ধেক এবং কৃষকদের সঞ্চয়ের অর্দ্ধেকের অনেক বেশী আত্মসাৎ করিয়া রাখিবে, ততদিন কি মজুর জনসাধারণ দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত হইতে রেহাই পাইবে? যতদিন কৃষক বুর্জোয়ারা গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের নিপীড়ন করিয়া, অন্যের শ্রমে, ক্ষেতমজুর ও দিন মজুরদের খাটাইয়া টাকা করিবে, বড় লোক হইবে, ততদিন কি ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে? যতদিন পর্য্যন্ত ৬৫ লাখ কৃষক পরিবার ধ্বংসের মুখেই আগাইতে থাকিবে, গরীবও সর্ব্বদা অনাহারে কাল কাটাইবে এবং নানা রকম দিনমজুরীর দ্বারা তাহাদের সামান্য খাদ্যের সংস্থান করিবে, ততদিন কি ইহাদের দুর্দ্দশার শেষ হইবে?

তৃতীয় প্রশ্ন : টাকাই যখন আজকাল সর্ব্বপ্রধান শক্তি, আজকাল যখন টাকায় সব কিছুই কেনা যায়—কল-কারখানা, এমন কি নরনারী পর্য্যন্ত দিনমজুর ও মজুরদাস হিসাবে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন কি মজুর জনসাধারণ দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারে? আজকাল, যখন টাকা ছাড়া কেহ ক্ষেত-খামার করিতে বা বাঁচিতে পারে না—আজ, যখন ক্ষুদ্র খামারি কৃষক ও গরীব কৃষককে বড় খামারি কৃষকের বিরুদ্ধে টাকার জন্য লড়িতে হয়—যখন কয়েক হাজার জমিদার, ব্যবসাদার, কারখানাওয়ালা এবং ব্যাঙ্কওয়ালা কোটি কোটি রুবল হাত করিয়াছে, এবং ইহার উপর যেখানে কোটি কোটি রুবল জমা আছে, সেই সব ব্যাঙ্ক যখন তাহাদেরই হাতে, তখন কি মজুর জনসাধারণ দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারে?

ক্ষুদ্রখামার অথবা সমবায় সমিতির সুবিধা সম্বন্ধে মিষ্টি কথা বলিয়াই এই সব প্রশ্ন এড়ানো যায় না। এই সব প্রশ্নের শুধু একটি মাত্র উত্তরই আছে : প্রকৃত "সমবায়", যাহা মজুর শ্রেণীকে বাঁচাইতে পারে, তাহা হইতেছে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে লড়িবার জন্য শহরের সোশ্যাল

ডেমোক্রাটিক মজুরদের সঙ্গে গ্রাম্য গরীবদের **ঐক্য**। যত তাড়াতাড়ি **এই** ঐক্য গড়িয়া উঠে ও শক্তিশালী হয়, মধ্যবিত্ত কৃষক তত শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে যে বুর্জোয়াদের এই সব প্রতিশ্রুতি মিথ্যা এবং তত শীঘ্রই মধ্যবিত্ত কৃষক আমাদের পক্ষে যোগ দিবে।

বুর্জোয়ারাও ইহা জানে, এবং সেইজন্যই মিষ্টি কথা ছাড়াও সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সম্বন্ধে তাহারা নানা রকম মিথ্যা ছড়ায়। তাহারা বলে যে, সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা মধ্যবিত্ত ও গরীব কৃষকদের সম্পত্তিচ্যুত করিতে চায়। **ইহা মিথ্যা কথা**। বড় বড় সম্পত্তিওয়ালা, **যাহারা অন্যের শ্রমের উপর ভর করিয়া জীবনধারণ করে, কেবলমাত্র তাহাদেরই** সম্পত্তি সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কাড়িয়া লইতে চায়। **ক্ষুদ্র এবং মধ্যবিত্ত ক্ষেত-খামারী কৃষক—যাহারা মজুর খাটায় না, তাহাদের সম্পত্তি** সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা **কখনও কাড়িয়া লইবে না**। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সমস্ত শ্রমরত জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় উদ্যোগী, তাহারা শহরের মজুর, যাহারা অন্যের চেয়ে বেশী শ্রেণীসচেতন ও বেশী ঐক্যবদ্ধ, শুধু যে তাহাদেরই স্বার্থ রক্ষা করে তাহা নয়, কৃষিমজুর, ক্ষুদ্র কারিগর এবং কৃষক যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহারা মজুর খাটায়, ধনীদের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে এবং বুর্জোয়াদের পক্ষ নেয়, সোশ্যাল ডেমোক্রাট তাহাদেরও স্বার্থ রক্ষা করে। **তাহারা কৃষক ও মজুরের অবস্থার সমস্ত রকম উন্নতির জন্য লড়াই করে,** যে-সব উন্নতি এখনই বুর্জোয়াদের ধ্বংস করিবার আগেই চালু করা যায়, এবং যেগুলি বুর্জোযাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সাহায্য করিবে। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কৃষকদের ভুল পথে চালিত করিতে চায় না। তাহারা কৃষকদের **গোটা সত্যটাই** বলে। তাহারা কৃষকদের সোজাসুজি সাবধান করিয়া দেয় যে, যতদিন বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা থাকিবে, ততদিন কোন উন্নতিই জনসাধারণের অভাব ও দারিদ্র্য

ঘুচাইবে না। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কে এবং কি চায়, যাহাতে তাহা **সমস্ত জনসাধারণ** জানিতে পারে, সেজন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা একটি **প্রোগ্রাম** তৈযার করিযাছে। প্রোগ্রামের **অর্থ, পার্টি যে-সব জিনিস পাইতে চেষ্টা করে এবং তাহার জন্য লড়াই করে,** তাহারই সংক্ষিপ্ত, সোজাসুজি ও সুস্পষ্ট বিবরণ। একমাত্র সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'ই সকলে দেখিতে ও বুঝিতে পারে এমন সোজাও সুস্পষ্ট প্রোগ্রাম দেয যাহাতে শুধু এমন লোক দিয়াই পার্টি গঠিত হয যাহারা বুর্জোযা শ্রেণীর দাসত্ব হইতে সমস্ত শ্রমরত জনগণের মুক্তির জন্য লড়াই করিতে চায—যাহারা জানে এই লড়াই-এ তাহাদের একত্র হইতে হইবে এবং কেমন করিযাই বা লড়াই চালাইতে হইবে। তাহা ছাড়া **শ্রমিক জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্যের কারণ কি** এবং মজুরদের একতা কেন ক্রমশঃ বাড়িযা যাইতেছে ও শক্তিশালী হইতেছে তাহা সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা তাহাদের প্রোগ্রামে **বুঝাইয়া দেওয়া** দরকার মনে করে। জীবন বড় কষ্টকর—এই কথা বলা এবং বিদ্রোহের আহ্বান দেওয়া—ইহাই যথেষ্ট নয়, গলাবাজি অভ্যাস আছে, এমন যে-কোনো ব্যক্তি এই কাজ করিতে পারে, কিন্তু ইহার কোন মূল্য নাই। শ্রমিক জনসাধারণের জানা দরকার, **কেন** তাহারা এই দুঃখকষ্টে **বাস করে** এবং দারিদ্র্য দূর করিবার লড়াই-এ তাহারা **কাহাদের সহিতই বা একত্র হইবে।**

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কি চায় তাহা আমরা বলিয়াছি, শ্রমিক জনসাধারণের দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের কারণও আমরা দেখাইয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি গ্রামের গরীবরা কাহাদের বিরুদ্ধে লড়িবে এবং লড়িবার জন্য কাহাদের সহিত একত্র হইবে।

এইবার আমরা দেখাইব, লড়াই করিলে মজুর-কৃষকদের অবস্থার **কি কি উন্নতি এখনই** করা যায়।

(৫) সমস্ত জনসাধারণ ও মজুরদের জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কি উন্নতি লাভের চেষ্টা করে ?

সমস্ত শ্রমরত জনগণের উপর লুট, নিপীড়ন ও অন্যায় বন্ধ করিবার জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা লড়াই করে। মুক্তি পাইতে হইলে সবার আগে মজুর শ্রেণীকে এক হইতে হইবে। আর এক হইতে হইলে মজুর শ্রেণীর এক হইবার স্বাধীনতা, এক হইবার অধিকার থাকা চাই, অর্থাৎ তাহার **রাজনৈতিক স্বাধীনতা** থাকা চাই। আমরা বলিয়াছি, স্বেচ্ছাচারী সরকারের অর্থ জনসাধারণকে সরকারী কর্ম্মচারী ও পুলিসের দাস করা। তাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজ-সভাসদ্, কয়েকজন খুব টাকাওয়ালা লোক এবং জনকযেক সম্মানী লোক, যাহাদের রাঁজদরবারে খাতির আছে, তাহারা ছাড়া আর সমস্ত লোকেরই রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। কিন্তু কৃষক ও মজুরদেরই সব চেয়ে বেশী রাজনৈতিক স্বাধীনতা দরকার। সরকারী কর্ম্মচারী ও পুলিসের অত্যাচার ও খাম-খেয়াল হইতে ধনীরা নিজেদের জন্য মুক্তি ক্রয় করিতে পারে। ধনীরা সর্ব্বোচ্চ স্থানে নিজেদের অভাব অভিযোগের কথাও বলিতে পারে। ইহার ফলে, পুলিস ও কর্ম্মচারীরা গরীবের চেযে ধনীদের খাটায় কম। পুলিস ও সরকারী কর্ম্মচারীদের ঘুস দেওয়ার মত টাকা কৃষক ও মজুরদের নাই, তাহাদের নালিশ শুনিবার লোকও নাই, ইহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা করিবার অবস্থাও তাহাদের নাই। যতদিন প্রতিনিধি-

মূলক গভর্নমেণ্ট না হয়, যতদিন প্রতিনিধিদের জাতীয় পরিষদ না হয়, ততদিন কৃষক-মজুররা পুলিস ও সরকারী কর্ম্মচারীদের জুলুম খাম-খেয়াল ও অপমানের হাত হইতে রেহাই পাইবে না। এই রকম প্রতিনিধিমূলক জাতীয় পরিষদই শুধু জনসাধারণকে সরকারী কর্ম্মচারীদের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান কৃষকেরই সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের পক্ষ নেওয়া উচিত, কারণ জারের গভর্নমেণ্টের নিকট সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান দাবি, **প্রতিনিধিমূলক জাতীয় পরিষদ ডাকা হউক।** ধনী, দরিদ্র ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলের ভোটে এই সব প্রতিনিধির নির্ব্বাচন করিতে হইবে, সরকারী কর্ম্মচারীরা কোনরূপ হাত দিতে পারিবে না, পুলিস কর্ম্মচারী বা জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিকরা নির্ব্বাচন পরিচালিত করিতে পারিবে না, জনসাধারণের প্রতিনিধিদেরই তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাচন পরিচালিত হইবে। এই রকম অবস্থায়, জনসাধারণের প্রতিনিধিরা জনসাধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিবে এবং রুশিয়ায় আরও ভাল ব্যবস্থা চালু করিতে পারিবে।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা দাবি করে, বিনা বিচারে আটক করিবার ক্ষমতা পুলিসের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হউক। খুশিমত যাহাকে ইচ্ছা গেরেফ্‌তার করিলে সরকারী কর্ম্মচারীদের কঠিন শাস্তি দিতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীরা যাহাতে এই সব আইন ভাঙ্গিতে না পারে, সেইজন্য জনসাধারণ কর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচিত করিয়া দিবে এবং সরকারী হুকুম না লইয়াই যে-কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার অধিকার যে-কোন লোকের থাকিবে। পুলিসের বিরুদ্ধে জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিকের কাছে, আর জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিকের বিরুদ্ধে গভর্নরের কাছে নালিশ করিয়া লাভ কি ? জেম্‌স্‌কি

নাচাল্‌নিক নিজ ক্ষমতাবলে পুলিসকে রক্ষা করিবেই, গভর্নরও রক্ষা করিবে জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিককে এবং ফরিয়াদির নিজেরই শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী, তাহাকে হয়তো জেলে অথবা সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসনে যাইতে হইবে। যখন রুশিয়ায় জাতীয় পরিষদ ও নির্ব্বাচিত আদালতের নিকট নালিশ করিবার অধিকার, নিজ অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে খোলাখুলি বলিবার ও কাগজে লিখিবার অধিকার থাকিবে (যাহা অন্য দেশে অনেক দিন হইতেই আছে) শুধু তখনই কর্ম্মচারীরা বুঝিতে পারিবে যে তাহাদেরও অন্যকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে।

রুশ জনসাধারণ এখনও সরকারী কর্ম্মচারীদের দাস। সরকারী কর্ম্মচারীদের হুকুম ছাড়া জনসাধারণ সভা ডাকিতে পারে না, বই বা খবরের কাগজ ছাপাইতে পারে না! ইহা কি দাসত্ব নয়? স্বাধীনভাবে যদি সভা না ডাকা যায়, যদি বই না ছাপানো যায়, তাহা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে বা ধনীদের বিরুদ্ধে প্রতি-কারের উপায় কি? জনসাধারণের দারিদ্র্য সম্বন্ধে যে-বই বা যে-বক্তৃতা প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে, তাহাই অবশ্য সরকারী কর্ম্মচারীরা বন্ধ করিয়া দেয়। এই বইখানাও সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিকে গোপনে ছাপাইতে এবং গোপনেই বিলি করিতে হইবে, যে-কোন লোকের নিকট এই বই পাওয়া গেলে তাহার বিচার ও জেলের ঘোরাঘুরির আর শেষ থাকিবে না। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাট মজুররা ইহাতে ভয় পায় না, তাহারা আরও বেশী বেশী ছাপায়, জনসাধারণকে আরও বেশী বেশী খাঁটি বই পড়িতে দেয়। আর কোন জেল, কোন জুলুমই জনগণের স্বাধীনতার লড়াইকে ঠেকাইতে পারে না।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা দাবি করে যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পার্থক্য

দূর করা হউক, সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার দেওয়া হউক। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে আছে ট্যাক্সদাতা ও ট্যাক্স না-দেওয়া "সম্প্রদায়", বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত ও অধিকার বর্জিত "সম্প্রদায়" —অভিজাত ও সাধারণ লোক, এমন কি সাধারণের জন্য চাবুক আজও রহিয়া গিয়াছে। অন্য কোন দেশেই মজুর ও কৃষকদের এমন হীন অবস্থা নাই। রুশিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশেই বিভিন্ন "সম্প্রদায়ের" জন্য এমন বিভিন্ন আইন নাই। আজ সময় আসিয়াছে যখন রুশ জনসাধারণেরও দাবি করা উচিত, সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় যে-সমস্ত অধিকার ভোগ করে কৃষকদেরও **সেই সমস্ত অধিকার** থাকিবে। আজও যে চাবুক ব্যবহার করা হয় এবং ভূদাস-প্রথা উচ্ছেদের ৪০ বৎসর পরেও **মাথাগুনতি ট্যাক্স**-দাতা "সম্প্রদায়" আজও যে বজায় আছে, ইহা কি চরম লজ্জার কথা নয় ?

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা দাবি করে যে, জনসাধারণের এক স্থান হইতে অন্যত্র যাতায়াতের এবং ইচ্ছামত পেশা বাছিয়া লইবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকুক। **এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের** এই স্বাধীনতার অর্থ কি ? ইহার অর্থ, বিনা হুকুমে নিজ ইচ্ছামত যত্রতত্র যাতাযাতের অধিকার কৃষকদের থাকিবে, অন্যের হুকুম ছাড়া নিজ ইচ্ছামত যে-কোন গ্রাম বা শহরে উঠিয়া যাইবার তাহাদের অধিকার থাকিবে। ইহার অর্থ, রুশিযাযও ছাড়পত্র তুলিযা দিতে হইবে (অন্যান্য দেশে ছাড়পত্র অনেক দিন আগেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে), নিজ ইচ্ছামত যে-কোন স্থানে বসবাস করিতে গেলে বা কাজ করিতে গেলে কোন পুলিস কর্ম্মচারী বা জেম্স্কি নাচাল্নিক কোন কৃষককে বাধা দিতে পারিবে না। রুশ কৃষকরা আজও সরকারী কর্ম্মচারীদের এমন দাস যে, কোন শহরে স্বাধীন-ভাবে ঘোরাফেরা করার বা কোন নূতন জিলায় বসবাস করার

স্বাধীনতাও তাহাদের নাই। মন্ত্রীরা গভর্নরদের হুকুম দেয় যে **সরকারী অনুমতি ছাড়া** যেন বসবাস করিতে দেওয়া না হয়! কৃষকদের অপেক্ষা গভর্নররাই ভাল জানে, কৃষকদের পক্ষে কোন স্থানে বাস করা ভাল! কৃষকরা যেন শিশু, কর্তাদের হুকুম ছাড়া এক পা-ও নড়িতে তাহারা সাহস পায় না। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি দাসত্ব নয়? ইহা কি অপমানকর নয়, যখন প্রত্যেকটি অসৎচরিত্র অভিজাতবংশীয় লোক একজন বয়স্ক কৃষকের উপর হুকুম চালায়?

"অজন্মা ও জনসাধারণের দুর্দ্দশা" (দুর্ভিক্ষ) নামে একখানা বই আছে। বইখানি লিখিয়াছেন বর্ত্তমান "কৃষিমন্ত্রী" য়েরমোলোভ। বইখানার বক্তব্য মোটামুটি এই:—যতদিন কৃষকদের দেবতা জমিদারদের লোক দরকার ততদিন কৃষকদের অন্যত্র যাইয়া বাস করা উচিত নয়। মন্ত্রী মহাশয় খোলাখুলি বলিযাছেন, এতটুকুও দ্বিধা করেন নাই। তিনি ভাবেন, তিনি যাহা বলিতেছেন, কৃষকরা তাহা শুনিবে না, বুঝিবে না। জমিদারদের যখন সস্তা দরে মজুর দরকার, তখন কৃষকদের অন্যত্র যাইতে দাও কেন? জনসাধারণ যতই জমিতে ভিড় জমাইবে, জমিদারদের ততই সুবিধা। কৃষকরা যতই গরীব হইবে, ততই সস্তায় তাহাদের খাটানো যাইবে, ততই তাহারা সব রকমের জুলুমের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হইবে। পুরানো আমলে বেইলিফেরা (Bailiffs) জমিদারের স্বার্থ রক্ষা করিত—এখন করে জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিক্‌ ও গভর্নর। আগেকার দিনে কৃষকদের আস্তাবলে ধরিয়া চাবুক মারার হুকুম দিত বেইলিফ্‌রা, আজকাল ভোলোস্ট আফিসে ধরিয়া চাবুক মারার হুকুম দেয় জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিকরা।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা দাবি করে, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী তুলিয়া দিয়া জনসেনা গঠন করা হউক, সমস্ত জনগণকে সশস্ত্র করা হউক। স্থায়ী সৈন্যবাহিনী জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন, জনগণকে গুলি করিবার

জন্যই ইহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। সৈন্যদের যদি বছরের পর বছর ব্যারাকে আবদ্ধ রাখিয়া অমানুষিক ভাবে কুচকাওয়াজ শিখানো না হইত, তাহা হইলে কি তাহারা তাহাদের কৃষক-মজুর ভাইদের গুলি করিতে রাজী হইত? তাহারা কি অনাহারী কৃষকদের বিরুদ্ধে যাইত? শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য স্থায়ী সৈন্যের প্রয়োজন হয় না, গণসেনাই যথেষ্ট। প্রত্যেকটি নাগরিক যদি সশস্ত্র হয়, শত্রুকে ভয় করিবার কারণ রুশিয়ার নাই। আর তাহাতে জনসাধারণও যান্ত্রিকভাবে গঠিত সৈন্যব্যবস্থার চাপ হইতে মুক্তি পাইবে। ফৌজের বাবতে **কোটি কোটি রুবল্ খরচ হয় বছরে**, আর, এই সব অর্থ জোগায় জনসাধারণ, তাই তো ট্যাক্সের বোঝা এত ভারী এবং জীবন যাপন করা এত কষ্টকর। এই ভাড়াটিয়া সৈন্য রাখার ব্যবস্থা জনসাধারণের উপর সরকারী কর্ম্মচারী ও পুলিসের ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দেয়। বিদেশী জনসাধারণকে লুট করিবার জন্য, এই যেমন, চীনাদের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইবার জন্য এই রকম জঙ্গী কায়দার দরকার হয়। জনসাধারণের ইহাতে কোনই লাভ নাই, ট্যাক্স বাড়ার ফলে তাহাদের বোঝা শুধু বাড়িয়াই চলে। স্থায়ী সৈন্যের বদলে জাতি সশস্ত্র হইলে সমস্ত কৃষক, সমস্ত মজুরের বোঝা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়।

তেমনি সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের **"পরোক্ষ ট্যাক্স রহিতের"** দাবিতেও অনেক সুবিধা হয়। যে-সব ট্যাক্স কোন নির্দ্দিষ্ট জমি বা ক্ষেত-খামারের উপর ধার্য্য হয় না, কেনা জিনিসের বেশী দাম দিয়া যে-ট্যাক্স জনসাধারণকে **পরোক্ষ** ভাবে দিতে হয়, তাহারই নাম পরোক্ষ ট্যাক্স। চিনি, মদ, কেরোসিন, দিয়াশালাই এবং অন্য সব ব্যবহার্য্য জিনিসের উপর গভর্নমেন্ট ট্যাক্স বসায়; ব্যবসাদার বা কারখানাওয়ালা এই ট্যাক্স সরকারকে দেয়, অবশ্য এই অর্থ তাহারা

নিজেদের পকেট হইতে দেয না, খরিদ্দারের নিকট হইতেই তাহারা ইহা উসুল করে। স্পিরিট, চিনি, কেরোসিন, দিয়াশালাইয়ের দর বাড়িয়া যায়, ফলে, এক বোতল স্পিবিট্ বা এক পাউণ্ড চিনি কিনিতে হইলে প্রত্যেক খরিদ্দাবকে জিনিসের দামের উপরও ট্যাক্স দিতে হয়। ধরা যাউক, এক পাউণ্ড চিনির দাম ১৪ কোপেক, তাহার ভিতর ৪ কোপেকই ট্যাক্স, চিনির কলওযালা সরকারকে আগেই ট্যাক্স দিয়া দিয়াছে, এখন সেই টাকা প্রত্যেক খরিদ্দারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেছে। তাই দেখা যায, পরোক্ষ ট্যাক্স হইতেছে ব্যবহার্য্য জিনিসের উপর ট্যাক্স। এই ট্যাক্স খরিদ্দারকে দিতে হইতেছে, কেনা জিনিসের বেশী দাম দিয়া। অনেক সময় বলা হয যে, পরোক্ষ ট্যাক্সই সব চেয়ে ন্যায্য ট্যাক্স: যে যে-পরিমাণ জিনিস কিনিতেছে সেই অনুপাতে তাহাকে ট্যাক্স দিতে হইতেছে। কিন্তু, আসলে তাহা নয়। পরোক্ষ ট্যাক্সই সব চেয়ে অন্যায় ট্যাক্স। কারণ ধনী-দের চেয়ে গরীবদেরই ঘাড়ে এই ট্যাক্সের বোঝা বেশি কষ্টদাযক। একজন কৃষক বা মজুরের আয়ের চেযে একজন ধনীর আয দশ গুণ, এমন কি একশ' গুণ বেশী। কিন্তু ধনীদের কি একশ' গুণ বেশী চিনি লাগে? না দশ গুণ স্পিরিট, দিযাশলাই বা কেরোসিন লাগে! নিশ্চয়ই নয়! বড় জোর ধনী পরিবার একটি গরীব পরিবারের চেয়ে তিন গুণ কেরোসিন, চিনি বা স্পিরিট কেনে। অর্থাৎ গরীবের চেয়ে ধনীর পকেট হইতে তাহার আয়ের অল্প অংশই যায়। ধরা যাউক, গরীব কৃষকের আয় বছরে ২০০ রুবল, যে-সব জিনিসের উপর ট্যাক্স আছে, ধরা যাউক, কৃষক ৬০ রুবলের সেই সব জিনিস কেনে, অর্থাৎ বেশী দরে কেনে (চিনি, দিযাশালাই, কেরোসিনের উপর আবগারী শুল্ক চাপানো আছে অর্থাৎ মাল-উৎপাদক বাজারে মাল আনিবার আগেই শুল্ক দেয়, স্পিরিট তৈরী

করে গভর্নমেণ্ট, তাই সেক্ষেত্রে সরকারই উচ্চদর ঠিক করিয়া দেয়, তুলার জিনিস, লোহা এবং অন্যান্য জিনিসের দর বাড়ে, কারণ খুব বেশী শুল্ক ছাড়া সস্তা বিদেশী মাল রুশিয়ায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না)। এই ৬০ রুবলের ভিতর **২০ রুবল** হইতেছে ট্যাক্স। অর্থাৎ গরীব কৃষককে তাহার আয়ের প্রতি রুবলে **১০ কোপেক** দিতে হয় পরোক্ষ ট্যাক্স হিসাবে (প্রত্যক্ষ ট্যাক্স, জমির ক্ষতিপূরণ, জমি পরিত্যাগ বাবদ খাজনা, জমির ট্যাক্স, জেম্‌স্‌ভো, ভোলোস্ট ও গ্রাম্য ট্যাক্স, এই সবের কথাতো বাদই গেল)। ধনী কৃষকের আয়, ধরা যাউক, এক হাজার রুবল, যে-সব জিনিসের উপর ট্যাক্স আছে সেই সবে সে দেড়শ' রুবল খরচ করে এবং ট্যাক্স বাবদ দেয় **৫০ রুবল** (ঐ দেড়শ' রুবলেরই ভিতর)। ইহার অর্থ, ধনী কৃষক তাহার আয়ের প্রতি রুবলে মাত্র **৫ কোপেক** পরোক্ষ ট্যাক্স দেয়। যে যত ধনী সে তাহার আয়ের তত কম অংশ পরোক্ষ ট্যাক্স হিসাবে দিয়া থাকে। এই জন্যই পরোক্ষ ট্যাক্স **সব চেয়ে অন্যায়** ট্যাক্স। পরোক্ষ ট্যাক্স গরীবের উপর ট্যাক্স। জনসাধারণের দশ ভাগের নয় ভাগই কৃষক ও মজুর এবং পরোক্ষ ট্যাক্সের দশ ভাগের আট ভাগ কি নয় ভাগই তাহারা দেয়, এবং খুব সম্ভব, কৃষক ও মজুরের আয় সমস্ত জাতির আয়ের দশ ভাগের চার ভাগের বেশী নয়! তাই সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা পরোক্ষ ট্যাক্স রহিতের দাবি করে এবং আয়ের উপর ও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির উপর **ক্রমবর্দ্ধমান হারে ট্যাক্স** বসানোর দাবি করে। ক্রমবর্দ্ধমানের অর্থ, যাহার আয় যত বেশী, তাহার ট্যাক্সও তত বেশী। যাহার এক হাজার রুবল আয়, প্রতি রুবলে তাহাকে এক কোপেক করিয়া দিতে হইবে, দুই হাজার রুবল আয় হইলে প্রতি রুবলে দুই কোপেক দিতে হইবে, ইত্যাদি। যাহাদের সব চেয়ে কম আয় (ধরা যাউক,

৪০০ রুবলের কম), তাহাদের কোন ট্যাক্স দিতে হইবে না। সব চেয়ে বেশী ধনীকে সব চেয়ে বেশী ট্যাক্স দিতে হইবে। এই রকম ট্যাক্স, অর্থাৎ আয়ের উপর ট্যাক্স বা আরও সঠিক ভাবে বলিতে গেলে, ক্রমবর্দ্ধমান হারে আয়ের উপর ট্যাক্স, পরোক্ষ ট্যাক্সের চেয়ে অনেক বেশী ন্যায্য। সেই জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা পরোক্ষ ট্যাক্স রহিতের চেষ্টা করে এবং ক্রমবর্দ্ধমান আয়কর চালু করিবার দাবি করে। স্বভাবতই, সমস্ত মালিক, সমস্ত বুর্জোয়া এই আইন চালু করিবার বিপক্ষে, তাহারা ইহাকে বাধা দেয়। কেবলমাত্র গ্রামের গরীব ও শহরের মজুরদের একতার দ্বারাই বুর্জোয়াদের নিকট হইতে এই সুবিধা আদায় করা যায়।

সর্ব্বশেষে, সমস্ত রুশিয়ার জন্য, বিশেষ করিয়া গ্রামের গরীবদের জন্য, সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা একটি খুব জরুরি উন্নতির দাবি করে। ইহা হইতেছে, বিনা বেতনে শিশুদের শিক্ষা। আজকাল শহরের চেয়ে গ্রামে অনেক কম স্কুল আছে, তাহা ছাড়া, কেবলমাত্র ধনীরাই, বুর্জোয়ারাই নিজেদের শিশুদের ভালোভাবে শিক্ষা দিতে পারে। কেবলমাত্র সমস্ত শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাই জনসাধারণকে বর্ত্তমান অজ্ঞতা হইতে অনেকটা মুক্তি দিতে পারে। এই অজ্ঞতার জন্য গ্রামের গরীবরাই সব চেয়ে বেশী কষ্ট ভোগ করে; তাই বিশেষ করিয়া তাহাদেরই প্রয়োজন শিক্ষার। অবশ্য আমরা খাঁটি ও বিনা বেতনে শিক্ষা চাই, সরকারী কর্ম্মচারী ও পুরোহিত-দের দেওয়া শিক্ষা নয়।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা আরও দাবি করে যে, প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছামত যে-কোন ধর্ম্মমত গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে। ইউ-রোপীয় দেশগুলির ভিতর একমাত্র রুশিয়া ও তুরস্কেই প্রচলিত (গোঁড়া) ধর্ম্মমতাবলম্বী ছাড়া অন্যের বিরুদ্ধে অতি লজ্জাজনক আইন রহিয়া

গিয়াছে—যেমন সিস্‌ম্যাটিক, ডিসেণ্টার ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে। এই আইন কোন বিশেষ ধর্ম্মমত গ্রহণ করা বা প্রচার করা নিষেধ করে অথবা ঐ সব ধর্ম্মমতাবলম্বীদের কতকগুলি অধিকার কাড়িয়া লয়। এই সব আইন অত্যন্ত অন্যায়, স্বেচ্ছাচারমূলক ও কলঙ্কময়। নিজের ইচ্ছামত যে-কোন ধর্ম্মমত গ্রহণ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেকের থাকিবে; শুধু তাহাই নয়, **নিজের ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করার স্বাধীনতাও** তাহার থাকিবে। কোন সরকারী কর্ম্মচারী কাহারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না ইহা হইবে সেই ব্যক্তির বিবেকের বিষয়, ইহাতে কেহ হাত দিতে পারিবে না। কোন **সর্ব্বপ্রধান** ধর্ম্ম বা গীর্জা থাকিবে না। আইনের চোখে সমস্ত ধর্ম্ম, সমস্ত গীর্জাই সমান থাকিবে। বিভিন্ন ধর্ম্মের পুরোহিত-দের সেই ধর্ম্মের লোকেরাই বেতন দিবে, কোন ধর্ম্মের সমর্থনের জন্তই রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবহার করিতে পারিবে না, কোনও পুরো-হিতের জন্ত অর্থ মঞ্জুর করিতে পারিবে না, সে প্রচলিত গীর্জা, সিস্‌-ম্যাটিক, ডিসেণ্টার বা অন্ত যাহা হউক না কেন। ইহারই জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা লড়াই করে। যতদিন পর্য্যন্ত না এই সব সংস্কারগুলি দ্বিধাহীন ও সুস্পষ্টভাবে গৃহীত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জন-সাধারণ ধর্ম্মমতের উপর পুলিসের কলঙ্কময় নিপীড়ন হইতে, অথবা কোন একটি ধর্ম্মকে পুলিসের সাহায্যদান—যে-ব্যাপারও কম লজ্জাজনক নয—তাহার হাত হইতে রেহাই পাইবে না।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সমস্ত জনসাধারণের জন্ত, বিশেষ করিয়া গরীবদের জন্ত কি কি উন্নতি চায়, তাহা দেখানো হইল। এখন দেখা যাউক, মজুরদের জন্ত, শুধু শহর ও কারখানার মজুরই নয়, কৃষি-মজুরদের জন্তও সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কি কি উন্নতি চায়। কারখানার মজুররা অনেক বেশী ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থায় বাস করে, তাহারা বড় বড় কারখানায় কাজ

করে। শিক্ষিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সাহায্য পাওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ। সেইজন্য শহরের মজুররাই প্রথম মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করিয়াছে, এবং কতকগুলি সুবিধাও আদায় করিয়াছে। এমন কি, "ফ্যাক্টরী আইনও" পাস করাইতে পারিয়াছে। কিন্তু, এই সব সুবিধা যাহাতে **সমস্ত** মজুরই পায় সেইজন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা লড়াই করে, যেমন কুটিরশিল্পী, যাহারা মালিকদের জন্য শহরে কিংবা গ্রামে বাড়ীতেই কাজ করে, দিনমজুর, যাহারা ছোট ছোট মালিক ও কারিগরদের অধীনে কাজ করে, ঘর তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত মজুর (ছুতারমিস্ত্রী, ইট প্রস্তুতকারক মজুর প্রভৃতি), কাঠকাটা মজুর, সাধারণ মজুর ও **অন্য সকলের মতই কৃষি মজুর**। সমস্ত রুশিয়া ব্যাপী এই সমস্ত মজুররা আজ কারখানার মজুরদের আদর্শে ও তাহাদের সাহায্যে একত্র হইতে শুরু করিয়াছে, উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থার জন্য, কাজের সময় কমাইবার জন্য, **মজুরীবৃদ্ধির জন্য** লড়াই-এ তাহারা একত্র হইতেছে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কাজ হইতেছে উন্নত জীবনের জন্য এই লড়াইতে **সমস্ত** মজুরকে সমর্থন করা, সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সবচেয়ে বিশ্বাসী মজুরদের একত্র করিবার জন্য শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন করিতে মজুরদের সাহায্য করা, বই, ইস্তেহার বিলি করিয়া ও যাহারা আন্দোলনে নূতন আসিয়াছে তাহাদের নিকট অভিজ্ঞ মজুর পাঠাইয়া সব রকমে সাহায্য করা। যখন আমরা রাজনৈতিক অধিকার পাইব, তখন প্রতিনিধিদের জাতীয় পরিষদে আমাদের লোকও অর্থাৎ মজুরদের প্রতিনিধি সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা থাকিবে। অন্যান্য দেশের কমরেডদের মত তাহারাও মজুরদের রক্ষার জন্য আইনের দাবি করিবে।

মজুরদের জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি কি কি সুবিধা চায়, তাহার **সবগুলিই** এখানে বলা হইবে না সে-সব আমাদের প্রোগ্রামে এবং "রুশিয়ার মজুরদের আদর্শ" নামে একখানা বই-এ বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এই সব সুবিধার কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় এখানে বলা

হইবে। কাজের সময় ৮ ঘণ্টার বেশী হইবে না। সপ্তাহে একদিন ছুটি থাকিবে। বাড়তি সময় (ওভারটাইম) খাটানো ও রাত্রির কাজ একেবারে নিষিদ্ধ হইবে। ১৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত বালকদের অবৈতনিক শিক্ষা দিতে হইবে, সুতরাং ঐ বয়সের আগে কেউ মজুরি খাটিতে পারিবে না। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদজনক, এমন শিল্পে মেয়েরা কাজ করিতে পারিবে না। কাজের সময় বিকলাঙ্গ হইলে—এই যেমন, ফসলের খোসা ছাঁটাই কল, খোসা ঝাড়াই কল, প্রভৃতির কাজে আহত হইলে—মালিক মজুরদের ক্ষতিপূরণ দিবে। সমস্ত মজুরদের সাপ্তাহিক মজুরি দিতে হইবে। বর্ত্তমানে যেমন কৃষিমজুরদের দুই মাসে একবার বা তিন মাসে একবার মজুরি দেওয়া হয়, তাহা চলিবে না। মজুরদের পক্ষে নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে জিনিস পত্র দিয়া নয়, নগদ টাকায় মজুরি পাওয়া খুবই প্রয়োজন। মালিকদের অভ্যাস হইতেছে, মজুরির বদলে খুব চওড়া দরে খেলো জিনিস গ্রহণ করিতে মজুরদের বাধ্য করা। এই অপমানকর নিয়ম রহিত করার জন্য জিনিসপত্র দিয়া মজুরি দেওয়ার প্রথা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। তারপর, বৃদ্ধ মজুরদের রাষ্ট্র হইতে পেন্সন দিতে হইবে। মজুররা নিজেদের শ্রমে সমস্ত ধনী শ্রেণীকে, সমস্ত রাষ্ট্রকে বাঁচায়, সুতরাং সরকারী কর্ম্মচারীদের মতই তাহাদেরও পেন্সন পাইবার অধিকার আছে। মালিকরা নিজেদের অবস্থার সুযোগ লইয়া যাহাতে মজুরদের স্বার্থ রক্ষার নিয়ম-কানুনের খেলাফ করিতে না পারে এজন্য ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইবে। ইন্‌স্পেক্টররা যে শুধু কারখানাই দেখিবে তাহা নয়, জমিদারদের বড় বড় ক্ষেত-খামার এবং সাধারণভাবে যেখানেই দিন মজুর খাটানো হয় সে-সমস্ত কারবারই দেখিবে। কিন্তু এই ইন্‌স্পেক্টররা সরকারী কর্ম্মচারী হইলে চলিবে না, মন্ত্রী বা গভর্ণররাও তাহাদের নিযুক্ত করিবে না, পুলিসের হাতেও তাহারা থাকিবে না। এই ইন্‌স্পেক্টরদের **মজুররাই নির্ব্বাচন করিবে**। যে-সব লোকের উপর মজুরদের আস্থা আছে এবং যাহাদের

মজুররা স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত করিযাছে, রাষ্ট্র হইতেই তাহাদের মাহিয়ানা দিতে হইবে। মজুরদের এই সব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা দেখিবে, যেন মজুরদের ঘরবাড়ী উপযুক্ত অবস্থায় থাকে, মালিকরা যেন মজুরদের কুকুর-বেড়ালের খোপের মত ঘরে বাস করিতে বাধ্য করিতে সাহস না পায় (কৃষি মজুরদের বেলায় যাহা প্রায় ঘটিয়া থাকে), যেন মজুরদের ছুটির নিয়ম ঠিকমত পালন করা হয়, ইত্যাদি। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মজুরদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা মজুরদের কোন কাজেই আসিবে না, যতদিন না রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া যায, যতদিন পুলিসের হাতে সর্ব্বময কর্ত্তৃত্ব থাকে, যতদিন না পুলিসকে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। এ-কথা সবাই জানে যে, পুলিস শুধু মজুর প্রতিনিধিদেরই গেরেফ্‌তার করে না, প্রত্যেক মজুর যে তাহার মজুর ভাইদের পক্ষ লইয়া কিছু বলিতে, আইন ভাঙ্গিতে অথবা মজুরদের একত্র হইবার ডাক দিবার সাহস করে, তাহাকেই পুলিস গেরেফতার করে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে মজুর প্রতিনিধিরা অনেক কাজে লাগিবে। খারাব কাজের জন্য কাটাই, জরিমানা বাবদ কাটাই সমস্ত মালিকদেরই (কারখানাওযালা, জমিদার, কনট্রাক্টর, ধনী কৃষক) এইভাবে মজুরি কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। মালিকদের পক্ষে নিজ ইচ্ছামত মজুরদের মজুরি কাটিযা লওয়া বে-আইনী ও স্বেচ্ছাচার। জরিমানা, কাটাই, বা অন্য যে-কোন অছিলায় মালিক মজুরের মজুরি ছাটিতে পারিবে না। মালিক নিজেই বিচারক ও কর্ম্ম-পরিচালকের কাজ (চমৎকার হাকিম যে মজুরের মজুরি হইতে কাটাই টাকা নিজের পকেটেই পুরে!) করিতে পারিবে না, তাহাকে উপযুক্ত আদালতে যাইতে হইবে। সেখানে সমান সংখ্যক মালিক ও মজুরের প্রতিনিধি থাকিবে। কেবলমাত্র এই ধরনের আদালতই মজুরদের বিরুদ্ধে মালিকের ও মালিকদের বিরুদ্ধে মজুরদের সমস্ত অভিযোগের ভালো বিচার করিতে পারিবে।

সমস্ত মজুর শ্রেণীর জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা এই সমস্ত সুবিধা পাইবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক জমিদারির মজুর, প্রত্যেক ক্ষেতের মজুর, প্রত্যেক কন্ট্রাক্টরের কাজে নিযুক্ত মজুর তাহাদের আস্থাভাজন লোকদের সহিত একত্র হইয়া আলোচনা করিবে, কি-কি সুবিধা আদায়ের চেষ্টা তাহারা করিবে, কি-কি দাবিই বা তাহারা তুলিবে (কারণ, বিভিন্ন কারখানায়, বিভিন্ন ক্ষেতে, বিভিন্ন কন্ট্রাক্টরের কাজে বিভিন্ন রকমের দাবি হইবে)।

সমস্ত রুশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কমিটিগুলি পরিষ্কার ও সঠিক-ভাবে নিজেদের দাবি গঠন করিতে ও এইসব দাবিগুলি যাহাতে সমস্ত মজুর, মালিক ও সরকার জানিতে পারে সেইজন্য ছাপানো ইস্তেহার বাহির করিতে মজুরদের সাহায্য করিতেছে। সমস্ত মজুর যখন তাহাদের দাবির জন্য এক হইয়া দাঁড়ায়, মালিকরা তখন নত হইতে বাধ্য হয় ও দাবি মানিয়া লয়। শহরের মজুররা এইভাবে অনেক সুবিধা পাইয়াছে, এবং আজকাল গ্রাম্য কুটিরশিল্প ও কারিগররা এবং কৃষি মজুররাও তাহাদের দাবির জন্য লড়াই করিতে এক হইয়া সংগঠন করিতে শুরু করিয়াছে। যতদিন না আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাই, ততদিন আমরা পুলিসের চোখের আড়ালে গোপনে লড়াই চালাই, কারণ ইস্তেহার বাহির করিতে ও মজুরদের একত্র হইতে পুলিস নিষিদ্ধ করে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে আমরা ব্যাপকতর ও সম্পূর্ণ প্রকাশ্যভাবে লড়াই চালাইব, যাহাতে রুশিয়ার সমস্ত শ্রমরত জনগণ জুলুমের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য এক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। **মজুরদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে** যত বেশী মজুর একত্র হইবে, তাহারা ততই শক্তিশালী হইবে—সমস্ত জুলুম, সমস্ত মজুরির দাসত্ব. বুর্জোয়াদের জন্য খাটিতে বাধ্য হইবার অবস্থা হইতে মজুরশ্রেণী তত শীঘ্রই মুক্তি পাইতে পারিবে।

আমরা বলিযাছি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি শুধু মজুরদের জন্যই সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে না, **সমস্ত কৃষকদের** সুবিধার জন্য চেষ্টা করে। এখন দেখা যাক কৃষকদের জন্য তাহারা কি সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে।

(৬) সমস্ত কৃষকদের জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কি কি সুবিধা আদায় করিতে চেষ্টা করে ?

সমস্ত শ্রমরত জনসাধারণের পরিপূর্ণ মুক্তি পাইতে হইলে গ্রামের গরীবদের শহরের মজুরদের সঙ্গে একত্র হইয়া বুর্জোযাদের (ধনী কৃষক সহ) বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে। ধনী কৃষকরা চেষ্টা করিবে ক্ষেতম ুরদের যত বেশী সময় ও যত কঠিনভাবে পারে যত কমসম্ভব মজুরিতে খাটাইতে, ও অন্যদিকে, শহর ও গ্রামের মজুররা চেষ্টা কবিবে ক্ষেত-মজুর, যাহারা ধনী ও কৃষকদের জন্য খাটে, তাহাদের জন্য বেশী মজুরি, উন্নত অবস্থা, নিয়মিত ছুটি প্রভৃতি আদায় করিতে। ইহার অর্থ গ্রামের গরীবরা নিজেদের ইউনিয়ন গঠন করিবে। ইহার ভিতর ধনী কৃষক থাকিবে না। এ-কথা আমরা আগেই বলিযাছি,—বারবার বলিবও।

কিন্তু রুশিয়ায ধনী, গরীব সমস্ত কৃষকই বহু বিষয়ে এখনও দাস রহিয়া গিয়াছে, তাহারা **নিকৃষ্ট "কালো" ট্যাক্সদাতা সম্প্রদায়** হিসাবে গণ্য হয়, তাহারা পুলিস কর্ম্মচারী ও জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিকের দাস, দাস আমলে যেমন তাহাদের ফিউদাল প্রভুদের জন্য খাটিতে হইত, আজকাল তেমনি "অট্রেজ্‌কি" ব্যবহারের জন্য, জমাজমি ব্যবহারের জন্য, পশুচারণ ভূমি অথবা মাঠের মূল্য বাবদ জমিদারের জন্য প্রায়ই খাটিতে হয। এই নূতন দাসত্ব হইতে **সমস্ত** কৃষকই মুক্তি পাইতে চায়,

সকলেই সমান অধিকার পাইতে চায়। **সকলেই** জমিদারকে ঘৃণা করে; কারণ, জমিদাররা তাহাদের জমি, পশুচারণ ভূমি ও মাঠ ব্যবহারের জন্য মূল্য হিসাবে **"ওট্রাবোটকি" করিতে** (খাটিয়া খাজনা দেওয়া—অনুবাদক), **দাস-মজুরি খাটিতে** এখনও কৃষকদের বাধ্য করে, "অনধিকার প্রবেশের" অজুহাতে খাটায়, জমিদারের জমির ফসল কাটিবার ' সম্মানের জন্য" কৃষক মেয়েদের পাঠাইতে বাধ্য করে। জমিদারের জন্য এই সব কাজের বোঝা ধনী কৃষকদের চেয়ে গরীব কৃষকদেরই বেশী। ধনী কৃষকরা প্রায়ই এই সব কাজের বদলে জমিদারকে মূল্য ধরিয়া দিতে পারে। তবুও ধনী কৃষকদের জমিদারবা ভালোভাবেই নিংড়াইয়া নেয়। সেইজন্য গ্রামের গরীবরা ধনী কৃষকদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়াই তাহাদের অধিকারের অভাবের বিরুদ্ধে, সব রকম 'বারস্‌চিনা', সব রকম 'ওট্রাবোটকি'র বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। **সমস্ত** দাসত্ব, **সমস্ত** দারিদ্র্য আমরা শুধু তখনই শেষ করিতে পারিব, যখন সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণীকে (ধনী কৃষক সহ) হটাইতে পারিব। কিন্তু এমন অনেক রকমের দাসত্ব আছে, যাহার অবসান **সেই সময়ের আগেই** ঘটানো যায়, কারণ ধনী কৃষকরাও ঐ দাসত্বের বোঝায় বেশ নিপীড়িত হয। এখনও রুশিয়ায় অনেক জেলা ও অনেক স্থান আছে যেখানে কৃষকরা প্রায় পুরাপুরি ভূমিদাসেরই মত। তাই তো রুশ মজুর ও গ্রাম্য গরীবদের একই সঙ্গে **দুই হাতে দুই** দিকে লড়াই চালাইতে হইবে। এক হাতে—সমস্ত মজুরদের সঙ্গে একযোগে **সমস্ত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই**, এবং অন্য হাতে—সমস্ত কৃষকদের সঙ্গে একযোগে **গ্রাম্য কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে, ফিউদাল জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই**। যদি গ্রামের গরীবরা ধনী কৃষকদের বাদ দিয়া নিজেদের ইউনিযন (সমিতি) না গড়ে, তাহা হইলে ধনী কৃষকরা তাহাদের হাত করিযা ঠকাইবে এবং নিজেরাই জমিদার হইয়া বসিবে, আর গরীবরা শুধু গরীবই থাকিবে না, একত্র

হইবার অধিকারও তাহারা পাইবে না। ফিউডাল দাসত্বের বিরুদ্ধে যদি গ্রামের গরীবরা ধনী কৃষকদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া লড়াই না করে, তাহা হইলে তাহারা একই স্থানে আবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত থাকিবে। শহরের মজুরদের সঙ্গে একত্র হইবার স্বাধীনতাও তাহারা পাইবে না।

জমিদারের বিরুদ্ধে আঘাত হানিয়া এবং অন্তত ফিউদাল দাসত্বের সবচেয়ে হীন ও ক্ষতিকর ব্যবস্থা উচ্ছেদ করিযাই গ্রামের গরীবদের কাজ শুরু করিতে হইবে। এই লড়াই-এ অনেক ধনী কৃষক ও বুর্জোয়া দলের লোকও গরীবদের পক্ষ লইবে, কারণ সকলেই ফিউদাল বংশীযদের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইযা উঠিয়াছে। কিন্তু জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব্ব হইবামাত্র তথনই ধনী কৃষকদের স্বরূপ প্রকাশ হইযা পড়িবে এবং সব কিছু গ্রাস করিবার জন্য তাহারা থাবা বাড়াইবে। তাহাদের থাবা সব কিছু আয়ত্তে আনিবার পক্ষে খুব উপযোগী, কারণ তাহারা ইতিমধ্যেই অনেক কিছুই গ্রাস করিয়াছে। সেইজন্য আমাদের হুঁশিযার থাকিতে হইবে এবং শহরের মজুরদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য দৃঢ় ঐক্য গঠন করিতে হইবে। জমিদারদের পুরানো অভ্যাস ভাঙ্গিযা ফেলিতে ও ধনী কৃষকদের খানিকটা পোষ মানাইতে শহরের মজুররা সাহায্য করিবে (যেমন তাহারা তাহাদের মালিক কলওযালাদের খানিকটা পোষ মানাইতে পারিয়াছে)। শহরের মজুরদের সহযোগিতা ছাড়া গ্রামের গরীবরা দাসত্ব, দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের হাত হইতে কখনই রেহাই পাইবে না, শহরের মজুর ছাড়া গ্রাম্য গরীবদের সাহায্য করিবার আর কেহ নাই, এবং গ্রামে তাহারা নিজেদের ছাড়া আর কাহারও উপর ভরসা করিতে পারে না; কিন্তু কতকগুলি সুবিধা আমরা প্রথমেই বিরাট লড়াই-এর একেবারে গোড়াতেই পাইতে পারি। রুশিযায় এমন দাসত্ব আছে, যাহা অন্যান্য দেশে অনেক আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আমলাতন্ত্র ও জমিদারের এই ফিউদাল দাসত্ব, সমস্ত

রুশ কৃষক এখনই শেষ করিয়া দিতে পারে।

এখন দেখা যাক ফিউদাল দাসত্বের হাত হইতে সমস্ত রুশ কৃষকের মুক্তির জন্য রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি সবার আগে কি কি সুবিধা চায়, যাহার ফলে সমগ্র রুশ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই-এ গ্রামের গরীবদের হাত খোলা থাকিতে পারে।

রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির প্রথম দাবি, জমি সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষতিপূরণের টাকা, সমস্ত মুক্তি-খাজনা (quit rent), "ট্যাক্সদাতা" সম্প্রদায় হিসাবে যাহা কিছু দেয় এখনই বন্ধ করিতে হইবে। ফিউদাল সম্ভ্রান্তদের সমিতিগুলি এবং এই সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের রক্ষাকর্ত্তা রুশিয়ার জারের গভর্নমেণ্ট—ইহারা যখন দাসত্ব হইতে কৃষকদের "মুক্তি" দিল তখন কৃষকরা নিজেদের জমিই কিনিয়া লইতে বাধ্য হইল—বংশানুক্রমে যে-জমি তাহারা আবাদ করিয়া আসিয়াছে তাহারই জন্য তাহাদের মূল্য দিতে হইল! ইহা নিছক **ডাকাতি**। সম্ভ্রান্তদের সমিতি জারের গভর্নমেণ্টের সাহায্যে সোজাসুজি কৃষককে **লুটিয়া নিল**। অনেক জায়গায় জারের গভর্নমেণ্ট ফৌজ পাঠাইয়া **অস্ত্রের সাহায্যে** দাসমুক্তি আইন চালু করিল, এবং যে-সব কৃষক অত্যন্ত ক্ষুদ্র আয়তনের "নিঃস্বের" ক্ষেত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল, সামরিক শক্তির দ্বারা তাহাদের দমন করিল। ফিউদাল সম্ভ্রান্তদের সমিতিগুলি দাসমুক্তির সময়ে সামরিক সাহায্যে নির্য্যাতন ও গুলি না চালাইয়া কৃষকদের এমনি নির্লজ্জভাবে লুঠ করিতে পারিত না। কৃষকদের সব সময়ই মনে রাখিতে হইবে কেমন করিয়া ফিউদাল সম্ভ্রান্ত ও জমিদারদের সমিতিগুলি তাহাদের লুঠ করিয়াছিল ও ঠকাইয়াছিল, কারণ, তখনকার মত এখনও জারের গভর্নমেণ্ট যখনই কৃষক সংক্রান্ত কোন নূতন আইন করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত করে, তখন জমিদার ও সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া আর কাহাকেও সেই কমিটিতে নেয় না। কিছুদিন আগে জার একটি ইস্তেহার বাহির করিয়াছে

[১১ই মার্চ (২৬শে ফেব্রুয়ারী) ১৯০৩]। তাহাতে কৃষক সংক্রান্ত আইন পরিবর্ত্তন ও উন্নত করার কথা অঙ্গীকার করা হইয়াছে। কাহারা এই পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করিবে? সেই সরকারী কর্ম্মচারী আর ফিউদাল সম্রান্তের দল। নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য **কৃষক সমিতি** গঠন করিতে না পারা পর্য্যন্ত কৃষকরা ঠকিতেই থাকিবে। জমিদার, জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিক্‌ ও সরকারী কর্ম্মচারীরা যাহাতে কৃষকদের উপর আর হুকুম চালাইতে না পারে, সেই দিন আজ আসিয়াছে। প্রত্যেক পুলিস কর্ম্মচারীর দাসত্ব, অসৎচরিত্র সম্রান্ত বংশীয় যুবক যাহারা এখন জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিক্‌ পদে অধিষ্ঠিত—তাহাদের দাসত্ব, প্রত্যেক পুলিস ক্যাপ্টেন ও গভর্ণরের দাসত্ব, কৃষকের পক্ষে এ-সব শেষ করিয়া দিবার দিন আজ আসিয়াছে। কৃষকদের দাবি করিতে হইবে, নিজেদের ব্যাপার কৃষকদের **নিজেদেরই** মীমাংসা করিতে দেওয়া হউক। নূতন আইন তৈয়ার করা, পাস করা ও চালু করার ক্ষমতা কৃষকদের **নিজেদেরই** দেওয়া হউক। স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত **কৃষক কমিটি** গঠনের দাবি কৃষকরা তুলিবে। যত দিন না তাহারা ইহা পায়, ততদিন সর্ব্বদাই সম্রান্তের দল ও সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহাদের লুঠ করিবে ও ঠকাইবে। সরকারী রক্ত-শোষকদের হাত হইতে কৃষকদের কেহই মুক্ত করিবে না, যতদিন না তাহারা নিজেরা মুক্ত হয়, যতদিন না তাহারা নিজেরা একত্র হয় এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই রচনা করিবার ভার নেয়।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা শুধু যে জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা, মুক্তিখাজনা ও অন্যান্য জুলুমদারি ট্যাক্স এখনই রহিত করার দাবি করে, তাহা নয়; তাহারা আরও দাবি করে যে, জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ যে-টাকা জনসাধারণের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহা **জনসাধারণকে ফিরাইয়া দিতে হইবে**। যেদিন ফিউদাল

সম্ভ্রান্তদের সমিতিগুলি কৃষকদের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে, সেইদিন হইতে সমগ্র রুশিযার কৃষকরা এই বাবদ কোটি কোটি রুবল্ দিয়াছে। কৃষকদের দাবি তুলিতে হইবে—এই টাকা ফিরাইয়া দেওযা হউক। বড় বড় ফিউদাল সম্ভ্রান্ত জমির মালিকদের উপর বিশেষ ট্যাক্স বসানো হউক, গীর্জার জমি ও রাজপরিবারের জমি কাডিয়া লওয়া হউক, প্রতিনিধিদের জাতীয পরিষদ এই অর্থ কৃষকদের সুবিধার জন্য ব্যয করুক। কোন দেশের কৃষকই রুশিযার মত এত নিষ্পেষিত ও এত গরীব নয। রুশিযার মত কোন দেশেই এমন লাখ লাখ লোক না খাইয়া মরে না। অনেক দিন আগেই ফিউদাল সম্ভ্রান্তদের সমিতি তাহাদের লুটিযাছে ও ফিউদাল জমিদারদের বংশধরেরা জমির ক্ষতি-পূরণ ও মুক্তিখাজনা বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে কৃষকদের বাধ্য করিয়া আজও লুটিয়া লইতেছে—তাই রুশিয়ার কৃষকরা না খাইযা মরে। এই অপরাধের জন্য ডাকাতদের কৈফিযৎ দিতে হইবে। বড় বড় সম্ভ্রান্ত জমিদারদের নিকট হইতে অর্থ লইযা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের প্রকৃত সাহায্য দেওযা হউক। অনাহারী কৃষকরা ভিক্ষা চায না, সাহায্য চায় না; তাহাদের দাবি করা উচিত, বছরের পর বছর রাষ্ট্র ও জমিদারদের যে-অর্থ তাহারা জোগাইয়াছে, তাহাই তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হউক। তাহা হইলেই প্রতিনিধিদের জাতীয পরিষদ ও কৃষক সমিতি অনাহারী কৃষকদের প্রকৃত সাহায্য করিতে পারিবে।

ইহা ছাড়া, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি দাবি করে যে, যৌথ দায়িত্ব (ট্যাক্স দিবার জন্য গ্রাম্য সমাজের সমস্ত কৃষককেই একত্র দায়ী করা হইত—অনুবাদক) এখনই রহিত করা হউক। **কৃষকদের স্বাধীনভাবে জমি হস্তান্তর করিবার বাধাস্বরূপ যে-সব আইন আছে** তাহা এখনই তুলিয়া দেওয়া হউক। ১৯০৩ সালের ১১ই মার্চের (২১শে ফেব্রুয়ারি) জারের ঘোষণায় যৌথ

দায়িত্ব তুলিয়া দিবার কথা আছে। এই বিষয়ে একটা আইন পাস হইয়াও গিয়াছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। কৃষকদের জমি হস্তান্তর করিবার বাধাস্বরূপ যে-সব আইন আছে **সে-সমস্তই** এখনই রহিত করিতে হইবে, নতুবা যৌথ দায়িত্ব না থাকিলেও কৃষকরা মুক্তি পাইবে না, অর্দ্ধদাসই থাকিয়া যাইবে। জমি হস্তান্তর করিবার **পরিপূর্ণ স্বাধীনতা** কৃষকদের দিতে হইবে: বিনা হুকুমে যাহাকে খুশি জমি পত্তন দিবার বা বিক্রয় করিবার অধিকার কৃষকের থাকিবে। জারের রাজ-আজ্ঞা ইহা করিতে দেয় না: সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী ও শহরের লোকেরা নিজেদের জমি স্বাধীনভাবে হস্তান্তর করিতে পারে, কিন্তু কৃষকরা পারে না। মুজিকদের (কৃষক) প্রতি শিশুর মত ব্যবহার করা হয়, তাহাকে দেখাশুনা করিবার জন্য ধাত্রীর মত একজন নাচাল্‌নিক্ চাই। কৃষককে তাহার ভাগের জমি বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না, পাছে সে অর্থ উড়াইয়া দেয়! দাস-মালিকদের যুক্তির ধারাই এই রকম। অনেক নির্ব্বোধ লোক এই কথায় বিশ্বাস করে ও কৃষকদের মঙ্গল চাহিয়া বলে, কৃষকদের জমি বিক্রয় করিতে দেওয়া উচিত নয়। এমন কি নারোদনিকিরা (যাহাদের কথা আগেই বলা হইয়াছে) ও যাহারা নিজেদের "সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারি" বলে, তাহারাও এই যুক্তি মানিয়া লয় এবং বলে যে কৃষকদের জমি বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়ার চেয়ে কৃষকদের কতকটা দাসের মত থাকা ভাল।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা বলে: ইহা ভণ্ডামি ছাড়া, সম্ভ্রান্তদের মত ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহা শুধুমাত্র মিষ্টি কথা! যেদিন সোশ্যালিজম্ হইয়া যাইবে, যেদিন বুর্জোয়াদের উপর মজুরদের জয় হইবে, সেই দিন সকলেই জমির মালিক হইবে, **কাহারও** জমি বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে কি অবস্থা হইবে? সম্ভ্রান্তদের ও ব্যবসায়ীদের জমি বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে, আর কৃষকদের

জমি বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না ! সম্রান্তরা ও ব্যবসায়ীরা স্বাধীন থাকিবে, আর, কৃষকরা থাকিবে অর্দ্ধদাস ? কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কি কৃষকদের হুকুম ভিক্ষা করা চলিতেই থাকিবে ?

ইহা মিষ্টি কথার আড়ালে লুকানো নিছক বঞ্চনা।

যতদিন সম্রান্তদের ও ব্যবসাদারদের জমি বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে, ততদিন কৃষকদেরও জমি বিক্রয়ের **অবাধ অধিকার** ও জমি হস্তান্তরের **পূর্ণ স্বাধীনতা** থাকিবে, ঠিক যেমন আছে সম্রান্ত-দের ও ব্যবসায়ীদের।

সমস্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরে যখন মজুরশ্রেণীর জয়লাভ হইবে, তখন বড় বড় মালিকের নিকট হইতে তাহারা জমি কাড়িয়া লইয়া বড় বড় জমিতে **যৌথ কৃষি** চালু করিবে, মজুররা একত্র হইয়া আবাদ করিবে এবং ক্ষেত পরিচালনার জন্য বিশ্বাসী লোকদের স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত করিবে। শ্রম বাঁচাইবার জন্য তাহারা কলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবে; তাহারা পালা করিয়া দিনে (shift) ৮ ঘণ্টার (এমন কি ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত) বেশী কাজ করিবে না। তখন যে-সব ক্ষুদ্র কৃষক পুরানো প্রথায় ব্যক্তিগতভাবে ক্ষেত চালাইতে চাহিবে, তাহারা বাজারের জন্য উৎপাদন করিবে না, যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবে না , মজুর সমিতির জন্য উৎপাদন করিবে। ক্ষুদ্র কৃষকরা মজুর সমিতির শস্য, মাংস, শাক-সব্জি দিবে এবং মজুররা তাহার বদলে দিবে কলের যন্ত্রপাতি, গরু-ঘোড়া, জমির সার, কাপড়-চোপড় ও কৃষকের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ; ইহার জন্য কৃষকদের দাম দিতে হইবে না। তখন ক্ষেত-খামারের ছোট ও বড় কৃষকদের ভিতর অর্থের জন্য কোন লড়াই থাকিবে না, অন্যের জন্য মাহিনা করা মজুরও থাকিবে না ; সমস্ত মজুররা নিজেদের জন্যই খাটিবে, খাটুনি বাঁচাইবার সমস্ত উপায় এবং সমস্ত যন্ত্রপাতি মজুর-

দের স্থবিধার লাগিবে, তাহাদের কাজ সহজ করিতে সাহায্য করিবে, এবং তাহাদের জীবন যাপনের প্রণালী উন্নত করিবে।

কিন্তু প্রত্যেক বিবেচক লোক বুঝিতে পারে যে একবারেই সোশ্যালিজ্‌ম্‌ পাওয়া যাইবে না: সোশ্যালিজ্‌ম্‌ পাইতে হইলে সমস্ত বুর্জোয়াশ্রেণী ও প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই চালাইতে হইবে, রুশিয়ার সমস্ত মজুরশ্রেণীর সঙ্গে সমস্ত গ্রামের গরীবদের এক স্থদৃঢ় ও অচ্ছেদ্য মৈত্রী গঠনের জন্য আমাদের এক হইতে হইবে। ইহা এক মহান আদর্শ, আত্মোৎসর্গ করিবার উপযুক্ত আদর্শ। কিন্তু যতদিন আমরা সোশ্যালিজ্‌ম্‌ না পাইতেছি, বড় মালিকরা ক্ষুদে মালিকদের বিরুদ্ধে অর্থের জন্য লড়াই করিবে। বড় বড় জমির মালিক ইচ্ছামত জমি বিক্রয় করিতে পারিবে, আর ক্ষুদে কৃষকরা পারিবে না? আমরা আবার বলি: কৃষকরা শিশু নয়, তাহারা কাহাকেও তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে দিবে না, সম্ভ্রান্ত ও ব্যবসাদাররা যে-সব অধিকার ভোগ করে কৃষকরাও **সেই সমস্ত অধিকার** ভোগ করিবে—অবাধভাবেই ভোগ করিবে।

এই কথা বলা হয় যে, কৃষকের জমি নিজের জমি নয়, ইহা সামাজিক জমি, সকলকে সামাজিক জমি বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া যায় না। ইহাও মিথ্যা কথা। সম্ভ্রান্ত ও ব্যবসাদারদের কি নিজেদের সমাজ নাই? সম্ভ্রান্ত ও ব্যবসাদাররা কি জমি ও কারখানা কেনার জন্য বা অন্য কিছু একসঙ্গে করার জন্য কোম্পানি গঠন করে না? তাহা হইলে, সম্ভ্রান্ত সমাজের জন্য বাধা নিষেধ নাই কেন? তাহা হইলে অপদার্থ পুলিসরা কৃষকের বেলাতেই বা বাধা নিষেধ দিতে এত উৎসাহ প্রকাশ করে কেন? সরকারী কর্ম্মচারীদের কাছ হইতে কৃষকরা কোনদিনই ভালো কিছু পায় নাই, পাইয়াছে শুধু মারপিট, ধমকানি আর জুলুম। যতদিন না কৃষকরা নিজেদের ব্যাপার নিজে-

দের হাতে নেয়, যতদিন না তাহারা সমান অধিকার ও পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, ততদিন তাহারা ভালো কিছুই পাইবে না। কৃষকরা যদি তাহাদের জমি সামাজিক জমি হিসাবে রাখিতে চায়, কেহই তাহাতে বাধা দিতে সাহস পাইবে না। তাহারা স্বেচ্ছায় যৌথ-সমাজ গঠন করিবে এবং যাহাকে ইচ্ছা ও যে-কোন শর্তে ইচ্ছা ইহার ভিতর লইবে, যে-কোন আকারে হউক তাহারা স্বাধীনভাবে সামাজিক চুক্তি করিবে। কৃষকদের সামাজিক ব্যাপারে যেন কোন সরকারী কর্ম্মচারীই নাক ঢুকাইতে সাহস না পায়। কৃষকদের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আবিষ্কারের জন্য মাথা ঘামাইতে যেন কেহ না আসে।

* * * *

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কৃষকদের জন্য আরও একটি বিশেষ সুবিধা পাইতে চেষ্টা করে। তাহারা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের নিকট কৃষকদের দাসত্ব, ফিউদাল দাসত্ব এখনই খর্ব করিতে চায়। যতদিন দারিদ্র্য থাকিবে, ততদিন দাসত্ব একেবারে ঘুচিবে না, এবং দারিদ্র্যও ঘুচিবে না যতদিন জমি ও কারখানা বুর্জোয়াদের হাতে আছে, যতদিন পৃথিবীতে টাকাই সর্বপ্রধান শক্তি, যতদিন না **সোশ্যালিস্ট সমাজের** প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু রুশিয়ার গ্রামে এমন হীনতম দাসত্ব আছে যাহা বিদেশে কোথাও আর নাই, যদিও সেখানে সোশ্যালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। রুশিয়ায় এখনও অনেক ফিউদাল দাসত্ব বর্ত্তমান, যাহা সমস্ত জমিদারদের পক্ষে লাভজনক, যাহা কৃষকদের উপর দুর্বহ বোঝা—যাহা সব কিছুর আগে এখনই রহিত করা যায় ও তাহাই করিতে হইবে।

ফিউদাল দাসত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি দেখা যাক।

যাহারা গ্রামে বাস করে, তাহারা এই ধরনের ঘটনার কথা জানে। কৃষকের জমির পাশেই জমিদারের জমি। মুক্তির সময়ে

যে-সব জমি কৃষকদের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় সেগুলি কৃষকদের জমি হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, পশুচারণ ভূমি, বন, জলা এইভাবে কড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এই সব ওট্রেজকি, পশুচারণ ভূমি ও জলা ছাড়া কৃষকদের চলে না। কৃষকরা পছন্দ করুক আর নাই করুক, বাধ্য হইয়া জমিদারের কাছে জলায় গরু-ঘোড়া পাঠাই-বার হুকুম অথবা পশুচারণ ভূমি পত্তন বা ঐ ধরনের একটা কিছুর জন্য যাইত। জমিদাররা জমিতে ক্ষেত করে না, তাহাদের কোন টাকাও না থাকিতে পারে। তাহারা শুধু কৃষকদের দাসত্বের উপরই বাঁচে। এই ওট্রেজ্‌কি ব্যবহারের জন্য কৃষকদের জমিদারের জন্য বিনা মজুরিতে কাজ করিতে হয়, কৃষকরা নিজেদের ঘোড়া দিয়া জমিদারের জমিতে লাঙল দেয়, জমিদারের ফসল ও খড় কাটে, জমিদারের শস্য ঝাড়িয়া দেয়, সময় সময় গাড়ি করিয়া নিজেদের সার জমিদারের জমিতে দিয়া আসে, ঘরে বোনা কাপড়, ডিম, হাঁস, মুরগী প্রভৃতিও জমিদারকে পাঠায়। অবিকল দাসপ্রথার আমলেরই মত। দাস আমলে কৃষকরা জমিদারের সীমানার মধ্যে বাস করিত, আর বিনা মজুরিতে জমিদারের জন্য খাটিত, এবং আজকার দিনে জমিদারের জন্য বিনা মজুরিতে কৃষকদের খাটিতে হয় সেই সব জমি ব্যবহারের জন্যই যাহা মুক্তির সময়ে সম্ভ্রান্তদের সমিতিগুলি কৃষকদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিল। বার্শ্চিনার (ক্ষেতের গোলামি) সহিত ইহার কোন তফাত নাই। কোন কোন প্রদেশে কৃষকরা ইহাকে সত্যই বার্শ্চিনা বা পার্শ্চিনা বলিয়া থাকে। একেই আমরা বলি ফিউদাল দাসত্ব। দাসমুক্তির সময়ে জমিদাররা ও সম্ভ্রান্তদের সমিতিগুলি সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে সাজাইয়াছিল যাহাতে পুরানো ভাবেই কৃষকদের দাসত্বের ভিতর রাখা যায়। ইচ্ছা করিয়াই তাহারা কৃষকদের ভাগের জমি কমাইয়া উহার মাঝখানে জমিদারের জমি

ঢুকাইয়া দিত। ফলে, কৃষকদের মুরগী ছাড়িয়া দিলেই উহার জমিদারের জমির মধ্যে বে-আইনী প্রবেশ করা ছাড়া উপায় থাকিত না, ইচ্ছা করিয়াই তাহারা কৃষকদের সব চেয়ে খারাপ জমি হস্তান্তর করিত। জমিদারের জমি দিয়া জলায় যাইবার পথ আটক করিত—এক কথায়, তাহারা এমনভাবে ব্যাপারটাকে সাজাইত যে কৃষকরা ফাঁদে পড়িত এবং আটক হইত। এখনও অসংখ্য গ্রাম আছে যেখানে ঠিক দাসপ্রথারই মত কৃষকরা স্থানীয় জমিদারের মুঠির ভিতরে। এই সব গ্রামে ধনী ও গরীব কৃষক উভয়কেই হাত পা বাঁধা অসহায় অবস্থায় জমিদারের দয়ার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই রকম অবস্থায় গরীব কৃষকরা ধনী কৃষকদের চেযে বেশী কষ্ট ভোগ করে। ধনী কৃষকদের সময় সময় কিছু জমি থাকে, এবং জমিদারের জন্য খাটিতে নিজেরা না যাইয়া নিজেদের মজুর পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু গরীব কৃষকদের কোন পথই নাই, জমিদারদের দয়ার উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হয়। এই দাসত্বের ভিতর কৃষকদের এক মুহূর্ত্তও হাঁফ ছাড়িবার অবসর থাকে না, অন্য স্থানে কাজ দেখিবার জন্য জমিদারের কাছ ছাড়িয়া যাইবারও উপায় নাই, সমস্ত গ্রামের গরীব ও শহরের মজুরদের সঙ্গে এক সমিতিতে এক পার্টিতে একত্র হইবার কথা চিন্তা করিবারও তাহার ফুরসৎ থাকে না।

এখন দেখা যাক, এই ধরনের দাসত্ব এই মুহূর্ত্তে অবিলম্বে উচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে কি না। এই উদ্দেশ্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি **দুইটি** উপায়ের কথা তোলে। কিন্তু আমরা আবার বলিতেছি যে, একমাত্র সোশ্যালিজ্‌মই গরীবদের সমস্ত দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে পারে, কারণ যতদিন ধনীদের হাতে ক্ষমতা থাকিবে, ততদিন কোন-না-কোন ভাবে তাহারা গরীবদের সর্ব্বদা নিপীড়ন করিবেই। এক আঘাতে সমস্ত দাসত্ব উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, কিন্তু

সব চাইতে হীন, সব চেয়ে জঘন্য রকমের দাসত্ব ফিউডাল দাসত্ব, যাহা গরীবদের উপর, মধ্যবিত্ত ও এমন কি ধনী কৃষকদের উপরও প্রকাণ্ড বোঝা, তাহা খর্ব করা সম্ভব, কৃষকদের জন্য এখনই কিছু সুবিধা করা সম্ভব।

এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাইবার জন্য দুইটি পথ আছে।

প্রথম পথ: ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষকদের প্রতিনিধি. আর ধনী কৃষক ও জমিদারদের প্রতিনিধি লইয়া স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত বিচারালয়।

দ্বিতীয় পথ: স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত **কৃষক কমিটি**। এই সব কৃষক কমিটিগুলির হাতে ক্ষমতা থাকিবে, শুধু বার্শ্চিনা রহিতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও পন্থা নির্দ্দেশই নয়, শুধু দাসত্বের রেশ-গুলির উচ্ছেদই নয়, **'ওট্রেজ্‌কি' বাজেয়াফ্‌ত করিয়া কৃষকদের ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতাও ইহার থাকিবে।**

এই দুইটি উপায় সম্বন্ধে আরও একটু তলাইয়া দেখা যাক। বিশ্বাসী লোকদের দ্বারা গঠিত স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত কোর্ট দাসত্বের বিরুদ্ধে কৃষকদের নালিশ সংক্রান্ত সমস্ত মামলাগুলির বিষয় বিবেচনা করিবে। যে-সব ক্ষেত্রে কৃষকদের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া জমিদাররা কৃষকদের খাজনা বাড়াইয়া দিয়াছে, সেখানে খাজনা কমাইবার ক্ষমতা এই সব কোর্টের থাকিবে। যে-সব ক্ষেত্রে গ্রীষ্মের কাজের জন্য জমিদাররা শীতকালেই কৃষকদের খুব কম মজুরিতে বহাল রাখে, সেখানে অতিরিক্ত আদায়ের হাত হইতে কৃষকদের মুক্তি দিবার ক্ষমতা কোর্টের থাকিবে—অবস্থা বিচার করিয়া এই কোর্ট উপযুক্ত মজুরি ঠিক করিয়া দিবে। অবশ্য, এই কোর্টে সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবে না; ইহাতে থাকিবে স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত বিশ্বাসী লোক। কৃষি-মজুর ও গ্রামের গরীবরাও তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে এবং

এই সব প্রতিনিধিদের সংখ্যা ধনী কৃষক ও জমিদারদের প্রতিনিধি-দের অপেক্ষা কোনক্রমেই কম হইবে না। মজুর ও মালিক সংক্রান্ত মামলার বিচারও এই কোর্ট করিবে। যখন এই ধরনের কোর্ট স্থাপিত হইবে, তখন মজুর ও সমস্ত গ্রামের গরীবদের স্বার্থরক্ষা সম্ভব হইবে। একজোট হওয়া ও কোন্ কোন্ লোক মজুর ও গরীবদের পক্ষ লইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাও ঠিক করা সহজ হইবে।

অন্য উপায়টি আরও বেশী জরুরী। ইহা হইতেছে, প্রত্যেক জেলায় ক্ষেতমজুর, গরীব, মধ্যবিত্ত ও ধনী কৃষকদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া স্বাধীনভাবে **কৃষক কমিটি** গঠন করা। (কৃষকরা ইচ্ছা করিলে একটি জেলায় কযেকটি কমিটিও গঠন করিতে পারে, হয়তো তাহারা প্রত্যেক ইউনিয়নে এবং প্রত্যেক বড় গ্রামে কমিটি গঠন করিতে চাহিবে)। কৃষকদের ঘাড়ের উপর দাসত্বের বোঝার কথা কৃষকদের চেয়ে আর কেউ বেশী বুঝে না। জমিদার, যাহারা আজও ফিউদাল দাসত্বের উপর জীবন ধারণ করে, কৃষকদের চেয়ে আর কেউ বেশী ভালভাবে তাহাদের মুখোশ খুলিয়া দিতে পারিবে না। কৃষক কমিটি ঠিক করিবে, কোন্ কোন্ ওট্রেজ্‌কি, কোন্ কোন্ মাঠ বা পশুচারণ ভূমি অথবা ঐ জাতীয় কিছু অন্যায়ভাবে লওয়া হইয়াছিল, তাহারাই ঠিক করিবে এই সব জমিগুলি বিনা খেসারতে লওযা হইবে, না, যাহারা জমি কিনিয়াছে, বড় বড় সম্ভ্রান্তদের নিকট হইতে অর্থ লইয়া তাহাদের খেসারত দিতে হইবে। সম্ভ্রান্ত-দের সমিতিগুলি কৃষকদের যে-ফাঁদে ফেলিয়াছে, তাহার কবল হইতে নিশ্চয়ই কৃষক সমিতিগুলি কৃষকদের মুক্তি দিবে। কৃষক সমিতি-গুলি কৃষকদের ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারীদের হস্তক্ষেপের অবসান ঘটাইবে, তাহারা দেখাইবে কৃষকরা নিজেদের ব্যাপার চালাইতে পারে ও চালাইতে চাহে, নিজেদের দাবিদাওযা সম্বন্ধে একমত হওয়ার

জন্য তাহারা কৃষকদের সাহায্য করিবে, শহরের মজুরদের সহিত মিতালি করিতে ও গ্রামের গরীবদের পক্ষে সত্যসত্যই দাঁড়াইতে কে কে চায়, কৃষক সমিতিগুলি তাহাও কৃষকদের বুঝিতে সাহায্য করিবে। কৃষকদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে ও নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে লইতে সুদূর গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমিতিগুলিই হইবে প্রথম ধাপ।

সেই জন্যই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুররা কৃষকদের সাবধান করিয়া দেয় :—

সম্ভ্রান্তদের কোন সমিতি বা সরকারী কোন কমিশনের উপর কৃষকরা যেন কোন আস্থা না রাখে,

সমস্ত জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদ দাবি করিতে হইবে,

কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠার দাবি করিতে হইবে,

সমস্ত রকমের বই ও কাগজ বাহির করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিতে হইবে।

যখন খবরের কাগজে, কৃষক সমিতিতে, জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদে সকলেরই নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে নিজ মত ও ইচ্ছা প্রকাশের অধিকার থাকিবে, তখন শীঘ্রই দেখা যাইবে, কাহারা মজুর শ্রেণীর পক্ষে, আর কাহারাই বা বুর্জোয়া শ্রেণীর দলে। আজ অধিকাংশ লোকই এই সব ব্যাপারে আদৌ মাথা ঘামায় না, অনেকেই নিজে-দের প্রকৃত মত গোপন রাখে, অনেকে এখনও নিজেদের মন জানে না, কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু যখন এই সম্বন্ধে সকলেই ভাবিতে শুরু করিবে, তখন কোন কিছুই ঢাকিবার প্রয়োজন পড়িবে না, সব কিছুই শীঘ্রই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। আমরা আগেই বলিয়াছি বুর্জোয়ারা ধনী কৃষকদের নিজেদের পক্ষে টানিবে। যত শীঘ্র এবং যত পরিপূর্ণভাবে আমরা কৃষক দাসত্ব

ঘুচাইতে পারিব, তত শীঘ্রই কৃষকরা নিজেদের জন্য খাঁটি স্বাধীনতা পাইতে পারিবে, তত শীঘ্রই গ্রামের গরীবরা নিজেদের ভিতর একত্র হইবে এবং তত শীঘ্রই ধনী কৃষকরা অবশিষ্ট বুর্জোয়াদের সহিত মিশিবে। তাহারা এক হউক, তাহাতে আমরা ভয় পাই না, যদিও আমরা ভালোভাবেই জানি এই একতার ফলে ধনী কৃষকরা আরও শক্তিশালী হইবে। কিন্তু আমরাও এক হইব, আমাদের একতা, শহরের মজুরদের সঙ্গে গ্রামের গরীবদের একতা অনেক বেশী বিস্তৃত হইবে, ইহা হইবে কযেক লাখের বিরুদ্ধে কোটি কোটির একতা। আমরা জানি, বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্ত কৃষক, এমন কি গরীব কৃষকদের পর্য্যন্তও দলে টানিবার চেষ্টা করিবে (এখনই চেষ্টা করিতেছে!), বুর্জোয়ারা তাহাদের ঠকাইতে চেষ্টা করিবে, লোভ দেখাইবে, তাহাদের ধনীর কোঠায় তুলিবার আশা দিয়া তাহাদের মধ্যে ভাঙন ধরাইতে চেষ্টা করিবে। মধ্যবিত্ত কৃষকদের দলে টানিবার জন্য বুর্জোয়ার কৌশল ও বঞ্চনা আমরা দেখিয়াছি। তাই, আগে হইতেই গ্রামের গরীবদের হুঁশিয়ার করিয়া দিতে হইবে, এবং সমস্ত বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শহরের মজুরদের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করিতে হইবে।

প্রত্যেক গ্রামবাসী চারিদিকে ভালো করিয়া নজর দিক। সম্রান্তদের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে ধনী কৃষকদের কত কথা বলিতে শোনা যায়। জনসাধারণ যে-জুলুম ভোগ করে, সে-সম্বন্ধে তাহারা কত অভিযোগই না করে। জমিদারের পতিত জমি সম্বন্ধেও তাহারা কত কথা বলে! কৃষকরা যদি জমি পায়, তাহা হইলে কি চমৎকার হয়, এই সম্বন্ধে তাহারা খোলাখুলি আলোচনা করিতে কতই না আগ্রহশীল।

ধনীদের কথা কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি? না, পারি

না। তাহারা সাধারণের জন্ত জমি চায় না, নিজেদের জন্যই চায়। তাহারা পূর্ণস্বত্বে ও ইজারাতে অনেক জমি দখল করিয়াছে, তবুও তাহারা সন্তুষ্ট নয়। **ইহাতে দেখা যায় যে, জমিদারদের বিরুদ্ধে ধনীদের সঙ্গে বেশী দূর গ্রামের গরীবদের যাওয়া চলিবে না।** তাহাদের সঙ্গে শুধু প্রথম কয়েক পা'ই যাওয়া চলিবে, তাহার পরে তাহারা ভিন্ন পথ ধরিবে।

এই সমস্ত হইতেই বুঝা যায়, এই প্রথম ধাপের সঙ্গে পরের ধাপগুলি ও আমাদের শেষ এবং সব চেয়ে জরুরী ধাপের কেন আমরা খুব পরিষ্কার পার্থক্য টানিব। গ্রামে প্রথম ধাপ হইবে কৃষকদের পরিপূর্ণ মুক্তি, তাহাদের পূর্ণ অধিকার লাভ, 'ওট্রেজ্‌কি' ফিরিয়া পাওয়ার জন্য কৃষক সমিতি গঠন। কিন্তু আমাদের শেষ ধাপ গ্রামে ও শহরে সর্ব্বত্র একই রকম হইবে: **আমরা জমিদার ও বুর্জোয়ার নিকট হইতে সমস্ত জমি ও কারখানা কাড়িয়া লইব এবং সোশ্যালিস্ট্‌ সমাজ প্রতিষ্ঠা করিব।** প্রথম ধাপ ও শেষ ধাপের মধ্যে অনেক লড়াই চলিবে, এবং **যাহারা প্রথম ধাপ ও শেষ ধাপের পার্থক্য বুঝিতে গোলমাল করে তাহারা লড়াই-এর পথে বাধা দেয় ও না বুঝিয়া গ্রামের গরীবদের ঠকাইতেই সাহায্য করে।**

সমস্ত কৃষকের সঙ্গে একযোগে গ্রামের গরীবরা প্রথম ধাপ চলিবে: কিছু কুলাক (ধনী কৃষক) হয়তো দলে ভিড়িবে না। হয়তো শতকরা একজন কৃষক কোন-না-কোন আকারেই দাসত্ব ভোগ করে না। কিন্তু কৃষকসাধারণ এক হইয়াই আগাইতে থাকিবে, কারণ সমস্ত কৃষকই সমান অধিকার চায়। জমিদারের দাসত্বে সকলেরই হাত পা বাঁধা। কিন্তু সমস্ত কৃষক মিলিয়া কখনই শেষ

ধাপ পর্য্যন্ত আগাইবে না। সমস্ত ধনী কৃষক মজুরদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। তখন গ্রামের গরীব ও **শহরের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুরদের** ভিতর দৃঢ় একতার দরকার হইবে। যাহারা কৃষকদের বলে যে, তাহারা একেবারেই প্রথম ও শেষ ধাপ শেষ করিতে পারে, তাহারা কৃষকদের ঠকায়। কৃষকদের নিজেদের ভিতর বিরাট লড়াই, গ্রামের গরীব ও ধনী কৃষকদের মধ্যেকার বিরাট লড়াই-এর কথা তাহারা ভুলিয়া যায়।

তাই, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা কৃষকদের এই আশা দেয না যে, দেশে **এখনই** সুখশান্তি উপচাইয়া পড়িবে। তাই, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা প্রথমে লড়াই-এর পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে, সমস্ত বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মজুর শ্রেণীর বিরাট গণসংগ্রাম চালাইবার স্বাধীনতা চায। তাই, সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা **ক্ষুদ্র অথচ নিশ্চিত** প্রথম ধাপের জন্য পরামর্শ দেয়।

অনেক লোক মনে করে, দাসত্ব খর্ব্ব করা ও ওট্রেজ্‌কি ফিরিয়া পাইবার জন্য কৃষক সমিতি গঠন করার দাবি এক রকম প্রাচীর বা বাধা স্বরূপ, যেন আমরা চলিতে চাই, এই পর্য্যন্তই শেষ, ইহার বেশী আর আগাইব না। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা কি বলে সে সম্বন্ধে তাহারা ভাল করিয়া চিন্তা করে না। ওট্রেজ্‌কি ফিরিয়া পাইবার ও দাসত্বের বাঁধন আলগা করিবার জন্য কৃষক সমিতি গঠনের দাবি বাধা নয়। বরং ইহা আগাইবার দরজা। **আরও বেশী দূর আগাইতে হইলে, শেষ লক্ষ্যের** জন্য বড় ও খোলা পথ ধরিতে হইলে, রুশিয়ার সমস্ত শ্রমরত জনসাধারণের পরিপূর্ণ মুক্তি পাইতে হইলে এই দরজার ভিতর দিয়া আমাদের যাইতে হইবে। এই দরজার ভিতর দিয়া না গেলে কৃষকরা দাস ও মূর্খ থাকিবে, অধিকার এবং প্রকৃত ও পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ পাইবে না—মজুরের কে শত্রু, কে মিত্র তাহাও নিজেরা বুঝিতে পারিবে না। সেই জন্যই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা এই দরজার দিকে নির্দ্দেশ দেয় এবং বলে, সমস্ত কৃষক, সমস্ত জনসাধারণের প্রথম কাজ এই দরজায় ঘা দেওয়া এবং সম্পূর্ণভাবে

এই দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা। কিন্তু অনেক লোক আছে যাহারা নিজেদের "নারোদনিকি" ও "সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারী" বলে, তাহারাও কৃষদের মঙ্গল চায়, তাহারাও হাত পা ছুঁড়িয়া হল্লা করে ও তাহারাও কৃষকদের সাহায্য করিতে চায। কিন্তু তাহারা **এই দরজাটি দেখিতে পায় না।** এই সব লোক এমন অন্ধ যে তাহারা একথাও বলে যে, ইচ্ছামত জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা কৃষকদের দেওযার প্রয়োজন নাই! তাহারা কৃষকদের মঙ্গল চায় বটে, কিন্তু ঠিক দাসদের মালিকের মতই তাহারা যুক্তি দেয। এই সব বন্ধুরা বিশেষ কাজে আসে না। যে-প্রথম অর্গল ভাঙ্গিযা ফেলিতে হইবে তাহাই যদি দেখিতে না পাইল, তাহা হইলে কৃষকদের জন্য দুনিযায় সব কিছু ভালো চাহিবার মূল্য কি? শুধু শহরেই নয়, গ্রামেও, শুধু জমিদারের বিরুদ্ধেই নয, **গ্রাম্যসমাজে, মিরের ভিতর ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধেও** সোশ্যালিজ্‌মের জন্য মুক্ত জনসাধারণের লড়াই-এ পথই যদি দেখিতে না পাও, তাহা হইলে সোশ্যালিজ্‌ম চাওয়ার মূল্য কি?

তাই তো সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা এই প্রথম ও সবচেয়ে কাছের দরজার উপর এত জোর দেয়। এ ক্ষেত্রে সদিচ্ছা প্রকাশ কঠিন নয়। জন-সাধারণকে ঠিক পথ দেখানো, **কেমন করিয়া প্রথম ধাপে নেওয়ানো যায়** জনসাধারণকে তাই পরিষ্কার করিযা বুঝাইযা দেওয়া, ইহাই হইতেছে কঠিন কাজ। কৃষকরা যে দাসত্বের চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহারা যে আজও অর্দ্ধদাস, এ সম্বন্ধে গত ৪০ বৎসর ধরিয়া কৃষকের অনেক বন্ধু অনেক কথাই বলিয়াছে, অনেক পুস্তকই লিখিয়াছে। রুশিয়ায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের জন্মের অনেক আগেই কৃষক বন্ধুরা ডজনে ডজনে বই লিখিয়াছে। এগুলিতে তাহারা দেখাইয়াছে 'ওট্রেজ্‌কি'র দ্বারা জমিদাররা কেমন করিযা কৃষকদের লুঠ করিয়াছে ও দাসে পরিণত করিয়াছে। সমস্ত সৎ লোকই আজ বুঝিতে পারে যে এখনই, অবিলম্বে

কৃষককে সাহায্য দেওয়া, এই দাসত্বের হাত হইতে অন্তত কিছু রেহাই দেওয়া দরকার, পুলিস চালিত গভর্নমেণ্টের কর্মচারীরাও ইহা আলোচনা করিতে শুরু করিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, **ইহার জন্য কি করা যায়, প্রথম ধাপ কি হইবে, কোনটা প্রথম দরজা, যাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।**

অনেক লোক (যাহারা কৃষকের মঙ্গল চায) এই প্রশ্নের দুই রকমের উত্তর দেয়। প্রত্যেক গ্রাম্য সর্ব্বহারাকে এই দুইটি উত্তর বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং এ-সম্বন্ধে পরিষ্কার মত গঠন করিতে হইবে। নারোদনিকি ও "সোস্যালিস্ট রিভলিউশনারীরা" এই প্রশ্নের উত্তর একভাবে দেয়। তাহারা বলে, প্রথম কাজ হইতেছে কৃষকদের ভিতর নানা রকম সমিতি (সমবায সমিতি) গঠন করা। 'মির'কে শক্তিশালী করিতে হইবে, ব্যক্তিগত কৃষককে স্বাধীনভাবে নিজ জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার দেওয়া হইবে না। "গ্রাম্য সমাজ" অর্থাৎ 'মির'র অধিকার আরও বাড়ানো হউক এবং ক্রমশ রুশিয়ার সমস্ত জমি সামাজিক জমিতে পরিণত করা হউক। কৃষকদের জমি কিনিবার সমস্ত সুবিধা দিতে হইবে, যাহাতে জমি খুব সহজে পুঁজিদারদের হাত হইতে মজুরের হাতে যাইতে পারে।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উত্তর অন্য রকম। সম্রান্ত ও ব্যবসাদারদের যে-সব অধিকার আছে, কৃষকদের নিজেদের জন্য সবার আগে সেই সব অধিকার পাইতে হইবে। স্বাধীনভাবে নিজ জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার কৃষকদের পাইতে হইবে। 'ওট্রেজকি' ফিরিয়া পাইবার এবং অত্যন্ত জঘন্য রকমের দাসত্ব ঘুচাইবার জন্য কৃষক সমিতি গঠন করিতে হইবে। আমরা 'মির'-এর একতা চাই না, আমরা চাই সমস্ত রুশিয়াব্যাপী গ্রাম্য সমাজের ভিতর সমস্ত গ্রামের গরীবদের একতা, আমরা চাই গ্রাম্য সর্বহারাদের সঙ্গে শহরের সর্বহারাদের একতা। সমবায় সমিতি এবং সামাজিকভাবে জমি কেনা সব সময়ই ধনী কৃষকদের পক্ষে লাভজনক

হইবে, এবং সর্ব্বদাই মধ্যবিত্ত কৃষকদের চোখে ধূলি দিতে সাহায্য করিবে।

রুশ গভর্নমেণ্ট মনে করে, কৃষকদের কিছু সুবিধা দেওয়া দরকার। কিন্তু সব চাইতে কম করিয়া সে কাজ সারিতে চায়, সরকার চায়, কর্ম্মচারীরাই সব কিছু করুক। কৃষকদের হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে, কারণ, সম্ভ্রান্তদের সমিতিগুলি কৃষকদের যেমন ঠকাইত, সরকারী কর্ম্মচারীর কমিশনও তাহাদের ঠিক তেমনি খারাবভাবেই ঠকাইবে। কৃষকদের দাবি করিতে হইবে, স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত কৃষক কমিটি গঠন করা হউক। দরকারী কথা হইতেছে যে, সুবিধার জন্ম সরকারী কর্ম্মচারীদের আশায় থাকিলে চলিবে না—কৃষকদের নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে লইতে হইবে। আমরা যদি প্রথমে শুধু একটা ধাপও আগাইতে পারি, আমরা যদি প্রথমে শুধু দাসত্বের হীনতম রূপগুলিও উচ্ছেদ করি—তাহা হইলে কৃষকরা অন্তত নিজেদের ক্ষমতা বুঝিতে পারিবে, স্বাধীনভাবে পরস্পরের ভিতর বুঝাপড়ায় আসিতে পারিবে ও একত্র হইতে পারিবে। কোন সৎলোকই অস্বীকার করিতে পারে না যে ওট্রেজকির সাহায্যে প্রায়ই কৃষককে দাস অবস্থায় রাখা হয়। কোন সৎলোকই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমাদের দাবি প্রাথমিক এবং সবচেয়ে ন্যায্য দাবি. ফিউদাল দাসত্বের উচ্ছেদের জন্ম সরকারী কর্ম্মচারীদের বাদ দিয়া কৃষকদের স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত **তাহাদের নিজস্ব** কমিটি গঠন করিতে দেওয়া হউক।

স্বাধীন কৃষক কমিটিতে (এবং সমস্ত রুশিয়ায় স্বাধীন প্রতিনিধি পরিষদে), শহরের সর্বহারাদের সঙ্গে গ্রামের সর্বহারাদের বিশেষ বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করিতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা একেবারে গোড়া হইতেই সব রকম চেষ্টা করিবে। গ্রাম্য সর্বহারাদের সুবিধাজনক সমস্ত পন্থাই সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সমর্থন করিবে এবং যত শীঘ্র ও ঐক্যবদ্ধভাবে সম্ভব প্রথম ধাপে অগ্রসর হইতে তাহাদের সাহায্য করিবে—ইহার দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ধাপ ও এইভাবে যতদিন পর্য্যন্ত না শেষ লক্ষ্যে পৌছানো যায়—যতদিন

পর্য্যন্ত না **মজুরদের পরিপূর্ণ জয় হয়** ততদিন তাহাদের সমস্ত উপযুক্ত পন্থা গ্রহণে সাহায্য করিবে। কিন্তু আজই কি আমরা বলিতে পারি, কাল দ্বিতীয় ধাপে কি কি দাবি উঠিবে? না, আমরা তাহা পারি না, কারণ, আমরা জানি না ধনী কৃষকদের ব্যবহার কিরূপ হইবে। অনেক শিক্ষিত লোক, যাহারা সমবায় সমিতি সম্বন্ধে ও পুঁজিদারের হাত হইতে মজুরের হাতে জমি চলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করে তাহাদের ব্যবহারই বা কিরূপ হইবে, তাহাও আমরা জানি না।

হয়তো তাহারা প্রথম ধাপের পরেই জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলাইবে না, হয়তো তাহারা জমিদারের শাসন পরিপূর্ণভাবেই উচ্ছেদ করিতে চাহিবে। বেশ ভাল কথা! এই রকম ঘটুক, তাহা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা খুবই চায়। তাহারা শহর ও গ্রামের সর্বহারাদের পরামর্শ দিবে তাহারা যেন দাবী করে যে, জমিদারদের নিকট হইতে সমস্ত জমি কাড়িয়া লইয়া জনসাধারণের স্বাধীন রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হউক। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা দেখিবে, যেন ইহার ভিতর দিয়া গ্রামের সর্বহারা ঠকিয়া না যায়, যেন তাহারা সর্বহারার পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য শেষ লড়াই-এর জন্য তাহাদের শক্তি সুদৃঢ় করিতে পারে।

কিন্তু অবস্থা ভিন্ন রকমের মোড় নিতে পারে, আসলে ভিন্নভাবে মোড় নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সবচেয়ে জঘন্য রকমের দাসত্বের বাঁধন আল্‌গা হওয়ার ঠিক পরের মুহূর্ত্ত হইতেই ধনী কৃষক এবং অনেক শিক্ষিত লোক জমিদারদের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে এবং তখন সমস্ত গ্রাম্য সর্বহারার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে সমস্ত গ্রাম্য বুর্জোয়া। সেই ক্ষেত্রে শুধু জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া যাওয়া হাস্যকর মাত্র। তখন সমস্ত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই করিতে হইবে। তাই, আমাদের প্রথম দাবি হইবে: এই লড়াই-এর জন্য যথাসম্ভব বেশী স্বাধীনতা ও বেশী সুবিধা, এই লড়াই সহজ করিবার জন্য মজুরদের অবস্থার উন্নতি সাধন।

যাহাই হউক, অবস্থার মোড় যে দিকেই ঘুরুক না কেন, আমাদের প্রথম, প্রধান ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইতেছে, **গ্রামের সর্ব্বহারা ও অর্দ্ধসর্ব্বহারা এবং শহরের সর্ব্বহারাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা।** ইহার জন্য আমাদের এখনই, অবিলম্বে, **জনসাধারণের জন্য অবাধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কৃষকদের জন্য পূর্ণ সমান অধিকার ও ফিউদাল দাসত্বের উচ্ছেদ চাই।** যখন এই বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হইবে, তখন মধ্যবিত্ত কৃষকদের দলে টানিবার জন্য বুর্জোয়ারা যে-সব ছলজুয়াচুরির আশ্রয় নেয় তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে। সমস্ত বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে, সরকারের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে তখন আমরা সহজে ও অবিলম্বে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং শেষ ধাপে অগ্রসর হইতে পারিব। সোজা জয়লাভের দিকে আগাইয়া যাইতে পারিব এবং শীঘ্রই **সমস্ত মজুর জনসাধারণ পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করিবে।**

(৭) গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রাম

শ্রেণী-সংগ্রাম কি? মানুষের একটি অংশের সঙ্গে আর একটি অংশের লড়াই, সমস্ত সুবিধা যাহাদের হাতে সেই নিপীড়ক ও পরগাছাদের বিরুদ্ধে সমস্ত ভোটাধিকারহীন, নিপীড়িত মজুর জনসাধারণের লড়াই, সম্পত্তির মালিক বা বুর্জোযাদের বিরুদ্ধে মজুরসাধারণ বা সর্বহারাদের লড়াই। রুশিয়ার গ্রামে গ্রামে বরাবর এই বিরাট লড়াই চলিয়াছে, আজও চলিতেছে, যদিও সবাই ইহার কথা টের পায় না, ইহার তাৎপর্য্যও বুঝে না। ভূমিদাস-প্রথার আমলে সমস্ত কৃষক তাহাদের নিপীড়ক জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে, আর এই জমিদারদের সমর্থক ও রক্ষক জারের গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। সেদিন কৃষকরা একত্র হইতে পারে নাই, অজ্ঞতায় তাহারা সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়াছিল। সেদিন তাহাদের ভাই-এর

মত টানিয়া লইবার ও সাহায্য করিবার জন্য শহরের মজুর ছিল না, তবু তাহারা সাধ্যমত লড়িয়াছিল। সরকারের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে তাহারা ভয় পায় নাই, ফাঁসি ও বন্দুকের গুলিকে তাহারা ভয় করে নাই। যে-পুরোহিতরা প্রাণপণে বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে দাসপ্রথা বাইবেল কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও ভগবানের পবিত্র নির্দ্দেশ সম্মত (মেট্রোপলিটান ফিলারেট ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল)—কৃষকরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে নাই। কৃষকরা আজ এক স্থানে, কাল এক স্থানে বিদ্রোহ করিয়াছিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত সরকার নত হইতে বাধ্য হইল, কারণ ভয় ছিল পাছে সমস্ত কৃষকের ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়।

দাসপ্রথার শেষ হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নয়। কৃষকরা ভোটাধিকার-হীন রহিয়া গেল। তাহারা রহিয়া গেল নিকৃষ্ট, মাথাপিছু ট্যাক্সদাতা 'কালো' সম্প্রদায়। ফিউদাল দাসত্বের মুঠির ভিতর হইতে তাহারা বাহির হইল না। কৃষকদের ভিতর অসন্তোষ থাকিয়া গেল। তাহারা পরিপূর্ণ ও প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক নূতন শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দিল, **বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারার সংগ্রাম**। ধন-দৌলত বাড়িতে লাগিল, অনেক রেল ও কলকারখানা তৈরি হইতে লাগিল, শহরে অনেক লোক বাড়িল, ঐশ্বর্য্য বাড়িল, কিন্তু এই সব ধন-দৌলত হাত করিল মুষ্টিমেয় লোক। আর, জনসাধারণ আরও গরীব হইতে লাগিল। অনাহার ও দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়া চলিল। তাহাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া, বিদেশে বিভূঁইয়ে অচেনা লোকের জন্য মজুরি খাটিতে যাইতে হইল। সমস্ত ধনীর বিরুদ্ধে সমস্ত গরীবের এক বিরাট সংগ্রাম শহরের মজুররা শুরু করিল। এক **সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি** গঠন করিবার জন্য শহরের মজুররা একত্র হইল। ধাপে ধাপে আগাইয়া, বিরাট শেষ লড়াইয়ে, সমস্ত জনসাধারণের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি লইয়া তাহারা সুদৃঢ় ভাবে একজোট হইয়া লড়াই চালাইবার জন্য পার্টি গড়িল।

শেষকালে কৃষকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। গত বৎসর, ১৯০২ সালের বসন্তকালে, পোলটাভা, খারকভ ও অন্যান্য প্রদেশের কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিল। তাহাদের শস্যের গোলা ভাঙ্গিয়া তাহাতে ঢুকিয়া পড়িয়া, নিজেদের মধ্যে শস্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া নিল। যে-সকল শস্য কৃষকরাই বুনিয়াছিল, কৃষকরাই কাটিয়াছিল, কিন্তু লুঠ করিয়াছিল জমিদারেরা, সেই শস্য তাহারা ক্ষুধিতদের বিলাইয়া দিল। তাহারা নূতন করিয়া জমি বিলির দাবি করিল। এই সীমাহীন জুলুম আর কৃষকরা সহিতে পারিল না। তাহারা অন্তভাবে বাঁচিবার দাবি করিল। কৃষকরা স্থির করিল—ইহাতে তাহারা ভুল করে নাই যে বিনা লড়াই-এ না খাটিয়া মরার চেয়ে জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া মরা ভালো। কিন্তু তাহাদের কপাল ফিরিল না। জারের সরকার তাহাদের সাধারণ দাঙ্গাকারী ও ডাকাত বলিয়া ঘোষণা করিল (যে-শস্য কৃষকরা নিজেরাই বুনিয়াছে ও কাটিয়াছে, তাহাই ডাকাত জমিদারের কাছ হইতে লইবার অপরাধে!), শত্রুর বিরুদ্ধে যেমন ফৌজ পাঠানো হয় তাহাদের বিরুদ্ধেও তেমনি ফৌজ পাঠাইয়া তাহাদের হারানো হইল। কৃষকদের গুলি করা হইল। বহু কৃষক মরিল। অনেককে নিষ্ঠুরভাবে চাবুক মারা হইল, তাহাতেও অনেক মরিল। তুর্কীরা তাহাদের শত্রু খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে-অত্যাচার করিয়াছিল তাহার চাইতেও নিষ্ঠুর অত্যাচার ইহাদের উপর চলিল। জারের প্রতিনিধি গভর্নররা ছিল জঘন্য অত্যাচারী, পেশাদার অত্যাচারী। কৃষকদের স্ত্রী-কন্যাদের ফৌজের লোকেরা বে-ইজ্জত করিল। তার উপরে, এই সব কৃষকদের সরকারী কর্ম্মচারীদের কোর্টে বিচার করা হইল, জমিদারদের ৭ লাখ রুব্‌ল্ দিতে কৃষকরা বাধ্য হইল। এই কলঙ্কময় গুপ্ত বিচারে, অত্যাচার কুঠরির এই বিচারে, জারের প্রতিনিধি গভর্ণর ওবোলেন্‌স্কি এবং জারের কর্ম্মচারীরা কৃষকদের উপর কেমন জুলুম ও

অত্যাচার করিয়াছে, তাহা বলিবার জন্ম উকিল দিবার হুকুমও দেওয়া হইল না।

কৃষকরা ন্যায্য কারণেই লড়িয়াছিল। জারের কর্ম্মচারীরা যাহাদের চাবুকের আঘাতে ও গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল, রুশিয়ার মজুর শ্রেণীর সেই সব শহীদদের স্মৃতিকে সর্ব্বদাই সম্মান করিবে। এই শহীদরা শ্রমরত জনসাধারণের স্বাধীনতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই লড়াই করিয়াছিল। কৃষকরা পরাজিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা বারবার বিদ্রোহ করিবে, এই প্রথম পরাজয়ে তাহারা ঘাবড়াইবে না। শ্রেণী-সচেতন মজুররা কৃষকদের এই লড়াই-এর কথা শহর ও গ্রামের যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক শ্রমরত জনসাধারণের কাছে প্রচার করিতে সব রকম চেষ্টা করিবে এবং আরও সাফল্যজনক লড়াই-এর জন্ম প্রস্তুত হইবে। **১৯০২ সালের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ কেন দমন করা সম্ভব হইল; জারের কর্ম্মচারীদের জয়লাভ নয়, কৃষক ও মজুরের জয়লাভ করিতে হইলে কি করা দরকার, ইহা পরিষ্কার বুঝিতে** শ্রেণী-সচেতন মজুররা প্রাণপণে কৃষকদের সাহায্য করিবে। •

কৃষক-বিদ্রোহ দমন করা হইল, কারণ, ইহা ছিল অজ্ঞ ও বুদ্ধিহীন জনসাধারণের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে কোন **রাজনৈতিক** দাবি তোলা হয় নাই, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্ত্তনের কোনদাবি দেওয়া হয় নাই। কৃষক বিদ্রোহ দমন করা গিয়াছিল কারণ, **আগে হইতে** ইহার জন্ম **কোন আয়োজন** করা হয় নাই, কারণ, গ্রামের মজুররা তখনও শহরের মজুরদের সাথে একতাবদ্ধ হয় নাই। কৃষকদের প্রথম লড়াই-এ পরাজয়ের এই তিনটিই কারণ। বিদ্রোহ সফল করিতে হইলে চাই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, আগে হইতে আয়োজন, গোটা রুশিয়ার বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ও শহরের মজুরদের সঙ্গে একযোগে সংগঠন। শহরের মজুরদের লড়াই-এ অগ্রগতির প্রতিটি ধাপ, প্রত্যেকটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক বই ও খবরের কাগজ,

গ্রামের সর্ব্বহারাদের কাছে শ্রেণী-সচেতন মজুরের প্রতিটি বক্তৃতা সেই দিন ঘনাইয়া আনিবে, যে-দিন আবার বিদ্রোহ দেখা দিবে এবং জয়লাভও হইবে।

সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই কৃষকরা বিদ্রোহ করিয়াছিল, কারণ দুঃখ কষ্ট-তাহারা আর সহিতে পারিতেছিল না, কারণ লড়াই ছাড়া নির্ব্বাক পশুর মত তাহারা মরিতে অস্বীকার করিয়াছিল। কৃষকরা এত লুণ্ঠন, অত্যা-চার ও জুলুম ভোগ করিয়াছে যে, মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তত তাহারা জনরবে রটিত জারের দয়ার কথা বিশ্বাস না করিয়া পারিল না। তাহারা না ভাবিয়া পারে নাই যে, প্রত্যেক বিবেচ্য লোকই ইহা ন্যায্য মনে করিবে যে ক্ষুধিত জনসাধারণের ভিতর শস্য বিলি করা হউক। শস্য বিলি করা হউক তাহাদের মধ্যে, অন্যের জন্য যাহারা আজীবন খাটিয়াছে, যাহারা ফসল বুনিয়াছে, কাটিয়াছে, অথচ যাহারা অনাহারে মরিতেছে, আর, “সম্ভ্রান্তদের” গোলায় ফসল উপচাইয়া পড়িতেছে। মনে হয় কৃষকরা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সম্পত্তির মালিকদের জন্য খাটাইবার উদ্দেশ্যে জন-সাধারণকে অনাহারের মুখে ঠেলিয়া দিয়া ভালো ভালো জমি, কল-কারখানা ধনী, জমিদার ও বুর্জোয়ারা গ্রাস করিয়া নিয়াছে, কৃষকরা ভুলিয়া গিয়াছিল যে ধনীদের শুধু পুরোহিতের শাস্ত্র-বচনই রক্ষা করে না, জার-সরকারের অগণিত আমলা ও ফৌজও তাহাদের রক্ষা করে। জার-সরকার কৃষকদের এই সব কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। জার-সরকার নির্ম্মমভাবে কৃষকদের দেখাইয়া দিয়াছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতা কি, ইহা কাহারই বা চাকর ও রক্ষাকর্ত্তা। আমরা বার বার কৃষকদের এই শিক্ষা স্মরণ করাইয়া দিব, তখন তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবে **রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন** করা কেন দরকার এবং কেনই বা **রাজনৈতিক স্বাধীনতা** দরকার। কৃষক-বিদ্রোহের লক্ষ্য তখনই সুস্পষ্ট হইবে যখন বেশী বেশী লোক এই সব বুঝিতে পারিবে, যখন লিখিতে পড়িতে ও নিজের কথা

ভাবিতে সক্ষম প্রত্যেকটি কৃষক এই **তিনটি প্রধান** দাবির সহিত পরিচিত হইবে, যে-দাবিগুলির জন্য একবার প্রথমেই লড়াই করা দরকার। প্রথম দাবি হইতেছে, **বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচারী গভর্নমেণ্টের পরিবর্ত্তে রুশিয়ার জনপ্রিয় প্রতিনিধিমূলক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য** একটি **জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ** ডাকা হউক। দ্বিতীয় দাবি হইতেছে, **যে-কোন বই বা খবরের কাগজ ইচ্ছামত বাহির করিবার অধিকার প্রত্যেকের থাকিবে।** তৃতীয় দাবি হইতেছে, **অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কৃষকদের সম্পূর্ণ সমান অধিকার আইনত স্বীকার করা হউক এবং সমস্ত রকম ফিউদাল দাসত্ব উচ্ছেদ করিবার মূল উদ্দেশ্য লইয়া নির্ব্বাচিত কৃষক কমিটি গড়া হউক।** এইগুলিই হইল সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মূল ও প্রধান দাবি। এইগুলি বুঝিতে জনসাধারণের স্বাধীনতার লড়াই-এ **প্রথমে কি শুরু করিতে হইবে,** তাহা বুঝিতে কৃষকের কষ্ট হইবে না। কৃষকেরা যখন এই দাবিগুলি বুঝিতে পারিবে, তখন কৃষকরা ইহাও বুঝিতে পারিবে যে আগে হইতে অনেক দিন ধরিয়া দৃঢ়ভাবে একটানা কাজের ভিতর দিয়াই এই লড়াই-এর জন্য আয়োজন করিতে হইবে এবং এই সব আয়োজন আলাদাভাবে করা যায় না, শহরের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুরদের সঙ্গে একযোগেই করিতে হইবে।

প্রত্যেক শ্রেণী-সচেতন কৃষক ও মজুরকে তাহার চারিদিকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী ও নির্ভীক কমরেডদের একত্র করিতে হইবে। তাহাদের বুঝাইতে হইবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কি চায়, যাহাতে তাহারা প্রত্যেকে বুঝিতে পারে লড়াই-এর রূপটা কি এবং কি কি দাবিই বা তুলিতে হইবে। শ্রেণী-সচেতন সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ধীরে ধীরে, সাবধানে, কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির মতবাদ কৃষকদের শিখাইতে থাকুক, তাহাদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বই পড়িতে দিক ও বিশ্বাসী লোকদের

ছোট ছোট বৈঠকে এই সব বই বুঝাইযা দিক।

কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাসির মতবাদ শুধু বই হইতেই শেখা যায় না; জুলুম ও অন্যায়ের প্রত্যেকটি ঘটনা যাহা আমাদের সামনে ঘটে তাহার প্রত্যেকটি উদাহরণ দিযাই এই সব মতবাদ বুঝাইতে হইবে। সোশ্যাল ডেমোক্রাসি হইতেছে সমস্ত রকমের জুলুমের বিরুদ্ধে, সমস্ত রকম লুঠ ও অন্যাযের বিরুদ্ধে লডাই-এর মতবাদ। সে-ই খাঁটি সোশ্যাল ডেমোক্রাট, যে জুলুমের কারণ বুঝে এবং **প্রত্যেকটি জুলুমের বিরুদ্ধে সমস্ত জীবন ধরিয়া লড়াই করে।** ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? শ্রেণী-সচেতন সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা নিজ শহর বা গ্রামে একত্র হইয়া নিজেরাই ঠিক করিবে, সমস্ত মজুর শ্রেণীর সব চেয়ে বেশী সুবিধার জন্য কেমন করিয়া ইহা করা যাইতে পারে। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব তাহার দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। ধরা যাক, একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুর তাহার গ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছে, অথবা কোন সোশ্যাল ডেমো-ক্রাটিক মজুর যে-কোন একটা গ্রামে গিয়াছে। গ্রামটি মাকড়সার জালে আবদ্ধ মাছির মত সম্পূর্ণ পাশের জমিদারের ক্ষমতার মুঠির ভিতরে; জমিদারদের এই দাসত্ব এড়াইবার উপায় নাই, এই দাসত্বের হাত হইতে রেহাই নাই। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কর্মীটির কাজ হইবে সবচেয়ে বিবেচক, বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী কৃষকদের বাছিয়া লওয়া, যাহারা ন্যায্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী, অথচ পুলিসের কুত্তাদের মুখোমুখি হইলেই যাহারা ভয় না পায। তাহাদের এই অন্তহীন দাসত্বের কারণ কি তাহা বুঝাইতে হইবে, বলিতে হইবে সম্ভ্রান্তদের সমিতির সাহায্যে জমিদাররা কেমন করিয়া কৃষকদের ঠকাইয়াছিল ও লুঠ করিয়াছিল, বলিতে হইবে, ধনীরা কতটা শক্তিশালী ও জারের সরকারই বা তাহাদের কেমন করিয়া সমর্থন করে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুরদের দাবি সম্বন্ধেও তাহাদের বলিতে হইবে। যখন কৃষকরা এই সব বুঝিতে পারিবে তখন তাহার পরের

কাজ হইবে সবাই বসিয়া জমিদারকে বাধা দেওয়ার একটা উপায় ঠিক করা, তাহাদের প্রথম এবং প্রধান দাবিগুলি পেশ করার উপায় ঠিক করা, ঠিক যেন শহরের মজুররা মালিকদের কাছে দাবি পেশ করে। যদি জমিদারের দাসত্বের ভিতর কয়েকটা গ্রাম থাকে বা একটা বড় গ্রাম থাকে, তবে সবচেয়ে ভালো কাজ হইবে বিশ্বাসী লোকের সাহায্যে নিকটস্থ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কমিটি হইতে একটি ইস্তাহার জোগাড় করা , ঐ ইস্তাহারে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক কমিটি বিস্তৃতভাবে দেখাইবে, কৃষকরা কি ভাবে দাসত্ব ভোগ করে এবং তাহাদের প্রথম দাবি তৈয়ার করিবে : খাজনা কমানো, শীতকালে খাটুনির জন্য মজুরদের উপযুক্ত মজুরি, কৃষকদের গরু-ঘোড়া যদি জমিদারের জমিতে ঢুকে তাহা হইলে কৃষকদের উপর নির্মম অত্যাচার বন্ধ করা অথবা অন্যান্য উপযুক্ত দাবি। যাহারা লেখাপড়া জানে, সেই সমস্ত কৃষক এই ইস্তাহারের মারফত জানিতে পারিবে প্রকৃত সমস্যাটা কি। যাহারা পড়িতে জানে না, তাহাদের ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। তখন কৃষকরা বুঝিতে পারিবে যে, সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা তাহাদের বন্ধু এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সমস্ত লুঠের প্রতিবাদ করে। তখনই কৃষকরা বুঝিতে শুরু করিবে, যত সামান্য হউক না কেন কি কি সুবিধা এখনই পাওয়া যাইতে পারে, এবং শহরের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মজুরদের সঙ্গে একসঙ্গে লড়াই করিয়া সমস্ত দেশের জন্য কি কি বিস্তৃততর উন্নতিই বা পাইতে হইবে। তখনই কৃষকরা বড় লড়াই-এর জন্য তৈরি হইতে থাকিবে, কেমন করিয়া বিশ্বাসী লোক জোগাড় করিতে হয় এবং কেমন করিয়া তাহাদের দাবির জন্য একত্র হইতে হয় তাহাও তাহারা শিখিবে। সময়ে সময়ে তাহারা স্ট্রাইকও সংগঠন করিতে পারিবে, যেমন মজুররা করে। একথা ঠিক যে শহরের চেয়ে গ্রামে এ-কাজ করা কঠিন, কিন্তু ইহা অসম্ভব নয়। অন্যান্য দেশে গ্রামে ক্ষেত-মজুরদের সফল স্ট্রাইক হইয়াছে, যেমন যখন কাজের খুব ভীড়, যখন জমিদার ও ধনী

কৃষকদের মজুর দরকার হয় খুব বেশী সেই সময়ে যদি গ্রামের গরীবরা স্ট্রাইকের জন্য প্রস্তুত হয়, যদি দাবি সম্বন্ধে সকলে একমত হইয়া থাকে, যদি এই সব দাবি কোন ইস্তাহারে বুঝানো বা সভায় ভালো-ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সবাই এক-যোগে দাঁড়াইবে এবং জমিদারকে নামিতে হইবে, অন্তত তাহার লোভ কমাইতে হইবে। যদি স্ট্রাইক সর্ব্বসম্মত হয় এবং কাজের ভীড়ের দিনে শুরু হয়, তাহা হইলে জমিদার এমন কি সরকার পক্ষের ফৌজ থাকা সত্ত্বেও কিছু করা কঠিন হইবে।— কাজের সময়টা নষ্ট হইবার ভয় জমিদারের থাকিবে এবং শীঘ্রই জমিদার অনেকটা ঠাণ্ডা হইবে। একথা ঠিক যে, স্ট্রাইক নূতন জিনিস এবং নূতন জিনিষ প্রথমেই ভালোভাবে হয় না। শহরের মজুররা আগে হইতে জানিত না কেমন করিয়া এক হইয়া লড়িতে হয়, তাহারা জানিত না কি কি দাবি পেশ করিতে হয়। তাহারা প্রথমে যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিত ও কলকারখানা নষ্ট করিত। কিন্তু এখন মজুররা লড়াই-এ পরস্পরের সঙ্গে একযোগে দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। প্রত্যেকটি নূতন কাজ শিখিয়া লইতে হয়। এখন মজুররা বুঝিতে পারিযাছে যে একত্রে আঘাত দিলে তাহারা আশু সুবিধা পাইতে পারে। ইতিমধ্যে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ বাধা দিতে শিখিতেছে এবং বৃহৎ ও চরম ফলপ্রসূ লড়াই-এর জন্য ক্রমশই বেশী বেশী তৈরি হইতেছে। তেমনি কৃষকরা সবচেয়ে জঘন্য লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিখিবে, কিছু কিছু সুবিধার দাবির জন্য এক হইতে শিখিবে এবং ক্রমশ দৃঢ়ভাবে সমস্ত দেশব্যাপী স্বাধীনতার বৃহত্তর লড়াই-এর জন্য তৈরি হইতে শিখিবে। শ্রেণী-সচেতন কৃষক ও মজুরের সংখ্যা বাড়িবে, এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাট-দের গ্রাম্য কমিটিগুলি আরও শক্তিশালী হইবে। কৃষকদের ঘাড়ে জমিদারের দাসত্ব, পুরোহিতের জুলুমবাজি, পুলিসের নৃশংসতা ও আমলা-

তান্ত্রিক অত্যাচারের প্রত্যেকটি ঘটনা জনসাধারণের চোখ খুলিয়া দিবার কাজে সাহায্য করিবে, বাধা দিবার কাজে এবং জোর করিয়া শাসনতন্ত্র পাল্টাইবার পন্থায় তাহাদের অভ্যস্ত করিবে।

এই বই-এর গোড়াতেই বলা হইয়াছে যে,শহরের মজুররা রাস্তায় রাস্তায় ও ময়দানে বাহির হইয়া আসে এবং প্রকাশ্যভাবে **স্বাধীনতার** দাবি করে। তাহারা তাহাদের নিশানে লেখে ও আওয়াজ তোলে : "স্বেচ্ছাতন্ত্র ধ্বংস হউক!" এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যে-দিন শহরের মজুররা শুধু রাস্তায় রাস্তায় আওয়াজ তুলিযা কুচ-কাওযাজই করিবে না, বৃহৎ ও চরম লড়াই-এর জন্য বিদ্রোহ করিবে—যে-দিন মজুররা একযোগে ঘোষণা করিবে : "হয় স্বাধীনতা লাভ করিব, না হয় লড়াই করিয়া মরিব", যে-দিন লড়াই-এ শহীদ শত শত মজুরের স্থানে হাজার হাজার নূতন ও আরও দৃঢ়চেতা মজুর আগাইয়া আসিবে। সেদিন কৃষকরাও রুশিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শহরের মজুরদের সাহায্যে অগ্রসর হইবে এবং কৃষক ও মজুরের স্বাধীনতার জন্য শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করিবে। জারের সমর্থকরা সেদিন এই আঘাত সহিতে পারিবে না। সেদিন মজুরের জয় হইবে। মজুর শ্রেণী জুলুম হইতে সমগ্র শ্রমরত জনসাধারণের মুক্তির জন্য প্রশস্ত পথ দিয়া আগাইয়া চলিবে। মজুরশ্রেণী এই স্বাধীনতার সুযোগ লইয়া সোশ্যালিজ্‌মের জন্য লড়িবে।

১৯০৩ সাল

শেষ

কৃষক-সমস্যা সম্পর্কীয় প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়া (১৯২০)

[কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য]

লেনিন

অনুবাদক—অরুণ মিত্র

কৃষক-সমস্যা সম্পর্কীয় প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়া (১৯২০)

[কমিউনিস্‌ট্‌ ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য]

কৃষক-সমস্যা সম্পর্কে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর কর্মকৌশল নির্দ্ধারণে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অপারগ হয় , শুধু তাই নয়, এই সমস্যাটা ঠিক মতো সম্মুখে উপস্থিত করিতেও সে পারে নাই। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই অক্ষমতার কারণ কি তাহা কমরেড মার্খলেভ্‌স্কি * তাঁহার প্রবন্ধে চমৎকার বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৃষকদের সম্বন্ধে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কমিউনিস্ট কার্য্যসূচীর তাত্ত্বিক (theoretical) সূত্রগুলিও কমরেড্‌ মার্খ্‌লেভস্কি বিবৃত করিয়াছেন।

এই সূত্রগুলির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কংগ্রেস (১৯২০ সালের ১৫ই জুলাই যাহার অধিবেশন আরম্ভ হইবে) কৃষক প্রশ্ন সম্পর্কে একটা সাধারণ প্রস্তাব তৈয়ার করিতে পারে এবং আমার মতে করা উচিত।

এরূপ প্রস্তাবের একটা খসড়া নিচে দেওয়া গেল।

১। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শহর ও শ্রমশিল্পের শ্রমিক শ্রেণীই শুধু পল্লীর শ্রমজীবী জনগণকে ধনিক বড় জমিদারের কবল হইতে, ধ্বংস ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হইতে মুক্ত করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতদিন থাকিবে ততদিন বার বার যুদ্ধ বাধিতে বাধ্য। কমিউনিস্ট

* 'দি কমিউনিস্‌ট্‌ ইন্টারন্যাশনাল' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় (জুলাই, ১৯২০) জে, মার্খ্‌লেভ্‌স্কি যে-প্রবন্ধ লেখেন, লেনিন তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর সহিত সহযোগিতা ছাড়া পল্লীর শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি নাই। জমিদার (জমির বড় বড় মালিক) ও ধনিকদের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিবার জন্য কমিউনিস্ট শ্রমিকশ্রেণী যে-বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত, সেই সংগ্রামে তাহাকে নিঃস্বার্থ ও ঐকান্তিক সমর্থন এবং তাহার সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিলে তবে পল্লীর শ্রমজীবী জনগণ মুক্তি লাভ করিবে ; ইহা ছাড়া তাহাদের মুক্তির অন্য কোনো পথ নাই।

পক্ষান্তরে, যুদ্ধ ও ধনতন্ত্রের কবল হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার যে-ঐতিহাসিক ব্রত শ্রমশিল্পের শ্রমিকদের রহিয়াছে, তাহা তাহারা পালন করিতে পারিবে না যদি তাহারা তাহাদের সঙ্কীর্ণ পেশার গণ্ডীতে তাহাদের রুজি-রোজগারের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে, যদি তাহারা শুধু তাহাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি লইয়াই ব্যাপৃত থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থা তো নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেতি-বুর্জোয়ার সমতুল্য, সে-অবস্থা একেবারে অসহনীয় নয়। শুধু নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের দিকে সব নজর দিলে তাহাদের চলিবে না।

উন্নত অনেক দেশে "শ্রমিক অভিজাতদের" ব্যাপারে ঠিক ইহাই ঘটে। এই "শ্রমিক অভিজাততন্ত্র"ই হইতেছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তথাকথিত সমাজতন্ত্রী দলগুলির ভিত্তি। ইহারা কার্য্যত সমাজতন্ত্রের সব চাইতে বড় শত্রু, ইহারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, প্রকৃতপক্ষে ইহারা জঙ্গী মনোভাবাপন্ন পেতি-বুর্জোয়া ছাড়া আর কিছু নয় এবং শ্রমিক-আন্দোলনে ইহারা বুর্জোয়া শ্রেণীর দালাল। শ্রমিকশ্রেণী যখন শোষকদের উচ্ছেদ করিবার সংগ্রামে সমস্ত শ্রমজীবী ও শোষিতদের নেতা ও অগ্রবর্ত্তী দলরূপে আত্ম-নিয়োগ করে, শুধু তখনই সে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিকভাবে কাজ করে এবং শুধু তখনই তাহাকে সত্যকার বিপ্লবী শ্রেণী বলা যায়। কিন্তু এ-কাজ করা যায় না যদি না পল্লী অঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রাম প্রসারিত করা হয়, যদি না পল্লীর শ্রমজীবী

জনগণকে শহরের শ্রমিকদের কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা হয়, যদি না শহরের শ্রমিকশ্রেণী পল্লীর শ্রমজীবী জনগণকে শিক্ষাদান করে।

২। পল্লীর শোষিত শ্রমজীবী জনগণকে সংগ্রামে পরিচালিত করা, অন্তত স্বপক্ষে টানিয়া আনা শহরের শ্রমিকদের অবশ্য কর্তব্য, পল্লীর এই শোষিত শ্রমজীবী জনগণ সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত:

(ক) কৃষি-শ্রমিক, যাহারা বৎসর, ঋতু বা দিন হিসাবে মজুরির বিনিময়ে ধনতান্ত্রিক চাষ-আবাদে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে। এই শ্রেণীকে পল্লীর অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবে সংগঠন করা (রাজনৈতিক, সামরিক, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ সংগঠন), এই শ্রেণীর মধ্যে প্রবল প্রচারকার্য্য ও আন্দোলন চালানো, এই শ্রেণীকে সোভিয়েট রাষ্ট্রক্ষমতা ও শ্রমিকদের ডিক্টেটরি (একনায়কত্বের) পক্ষে লইয়া আসা সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মূল কর্তব্য।

(খ) আধা-শ্রমিক কৃষক অর্থাৎ যাহারা কিছুটা ধনতান্ত্রিক কৃষি বা শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করিবা এবং কিছুটা নিজস্ব বা খাজনা-করা জমিতে কাজ করিবা কোনো রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহাদের এই জমি তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণ পুরাপুরি চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে পল্লীর জনগণের এই সম্প্রদায়টা সংখ্যায় খুব বেশী। বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের "সমাজতন্ত্রীরা" এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও বিশেষ অবস্থান কিছুতেই পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে দেয় না; কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া শ্রমিকগণকে প্রতারণা করে, কেহ কেহ বা অন্ধভাবে রুটিন আঁকড়াইয়া থাকিয়া এই সম্প্রদায়কে সমগ্র "কৃষক" শ্রেণীর সহিত গুলাইয়া ফেলে। শ্রমিকদের

প্রতি এই বুর্জোয়া প্রবঞ্চনা সব চাইতে বেশী দেখা যায় জার্মানিতে ও ফ্রান্সে। তবে আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশেও উহা দেখা যায়। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ যদি ঠিকমতো সংগঠন করা যায়, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামী হইবে। কারণ, আধা-শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাব ; সোভিয়েট রাষ্ট্রক্ষমতা বা শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা অবিলম্বে অত্যন্ত লাভবান হইবে।

(গ) ছোট কৃষক, অর্থাৎ যাহাদের নিজস্ব বা খাজনা-করা অল্পস্বল্প জমি আছে এবং যাহারা বাহিরের মজুর না খাটাইয়া নিজেরাই সেই জমি চাষ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করে। শ্রমিকশ্রেণীর জয়ে কৃষকদের এই স্তর নিঃসন্দেহে লাভবান হয়, কারণ শ্রমিকশ্রেণী জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পূর্ণ মাত্রায় দিবে : (১) বড় জমিদারকে খাজনা বা শস্যের ভাগ (ফ্রান্স, ইতালি ও অন্যান্য দেশে বর্গাদার ব্যবস্থা ইহার দৃষ্টান্ত) তাহাদের আর দিতে হইবে না ; (২) বন্ধক হইতে তাহারা রেহাই পাইবে, (৩) জমিদারের বহু প্রকার অত্যাচার এবং জমিদারের উপর নানাভাবে নির্ভরতা হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইবে (বনমহাল ব্যবহার ইত্যাদি), (৪) শ্রমিকরাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহারা অবিলম্বে আবাদের কাজে এবং অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য পাইবে (যথা, শ্রমিকশ্রেণী যে-সব বড় বড় ধনতান্ত্রিক আবাদ বাজেয়াফ্‌ত করিবে সেগুলির কৃষি-যন্ত্রাদি ও ঘরবাড়ী ব্যবহার করিবার সুবিধা তাহারা পাইবে, ধনতন্ত্রের আমলে যে পল্লী-সমবায় ও কৃষি-সমবায় সমিতিগুলি প্রধানত ধনী ও মধ্য-বিত্ত কৃষকের সেবায় নিযুক্ত থাকে সেগুলিকে শ্রমিকরাষ্ট্র অবিলম্বে এমন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিবে যাহা দরিদ্রের অর্থাৎ শ্রমিক, আধা-শ্রমিক ও ছোট কৃষকদের সহায়ক হইবে ইত্যাদি)।

এই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি যেন এ-কথা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করে যে, ধনতন্ত্র হইতে কমিউনিজমে পরিবর্তনের কালে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর

ডিক্টেটরির কালে কৃষকদের এ স্তরটা, অন্ততপক্ষে এই স্তরের একটা অংশ নিশ্চয়ই অবাধে ব্যবসাবাণিজ্য করা এবং অবাধে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ভোগ করার দিকে ঝুঁকিবে, কারণ, খুব কম পরিমাণে হইলেও ব্যবহার-দ্রব্যের বিক্রেতা হিসাবে এই স্তরটা ইতিমধ্যেই মুনাফা ও মালিকানা করার অভ্যাসে দূষিত হইয়া গিয়াছে। তবে যদি শ্রমিকনীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা যায় এবং জয়ী শ্রমিকশ্রেণী যদি শক্ত ভাবে জমিদার ও বড় কৃষকদের সহিত চরম বোঝাপড়া করিয়া লয়, তাহা হইলে এই স্তর বেশী টালবাহানা করিবে না এবং মোটামুটি শ্রমিক বিপ্লবের পক্ষেই থাকিবে।

৩। সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে একত্রে উপরোক্ত তিনটি সম্প্রদায়ই গ্রামবাসীর মধ্যে সংখ্যায় সব চাইতে বেশী। অতএব শ্রমিক বিপ্লবের সাফল্য শুধু শহরে নয়, পল্লী অঞ্চলেও সুনিশ্চিত। ইহার একটা উল্টা মত ব্যাপক-ভাবে ছড়াইয়া আছে; কিন্তু এই মত যে টিকিয়া রহিয়াছে তাহার কয়েকটি কারণ আছে—প্রথমত, বুর্জোয়া বিজ্ঞান ও স্ট্যাটিস্টিক্সের (তালিকা-বিজ্ঞানের) ক্রমাগত প্রতারণা, শোষক জমিদার ও মহাজন আর পল্লীর উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে যে গভীর ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য বুর্জোয়া বিজ্ঞান ও স্ট্যাটিস্টিক্স্ সর্ব্বপ্রকারে তৎপর, বড় কৃষক আর আধা-শ্রমিক ও ছোট কৃষকের মধ্যেকার ব্যবধানও উহারা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে; দ্বিতীয়ত, পল্লীর দরিদ্রদের মধ্যে অকৃত্রিম, বৈপ্লবিক, কমিউনিস্ট প্রচারকার্য্য, আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনা করিতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরদের এবং অগ্রসর দেশে সাম্রাজ্যবাদী সুবিধাভোগে দূষিত "শ্রমিক অভিজাতদের" অনিচ্ছা ও অক্ষমতা; শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব দ্বারা বুর্জোয়া গবর্নমেন্ট ও বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদের প্রতি

সুবিধাবাদীরা কোনো মনোযোগ দেয় নাই, তাহারা সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছে তত্ত্বে ও কার্য্যে বুর্জোয়াদের সহিত আপোস কি ভাবে করা যায় তাহারই আবিষ্কারে; তৃতীয়ত, তত্ত্বক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ এবং কার্য্যক্ষেত্রে রুশিয়ার শ্রমিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা যে-সত্য প্রমাণিত করিয়াছে, সেই সত্য উপলব্ধি করিতে অপারগতা, এই অপারগতা এমনই অনড় যে ইহাকে মানসিক সংস্কার বলিয়া ধরা যায় (অন্যান্য বুর্জোযাগণতান্ত্রিক ও পার্লা-মেণ্টারি কুসংস্কারের সহিত সম্পর্কিত), সত্যটা এই—সমস্ত দেশে এমন কি অত্যন্ত অগ্রসর দেশগুলিতেও ভয়ানক রকমে নিষ্পিষ্ট, ঐক্যের অভাবে বিচ্ছিন্ন, বিপর্য্যস্ত ও অর্দ্ধ-বর্ব্বর অবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য ঐ তিন শ্রেণীর পল্লীবাসী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে সমাজ-তন্ত্রবাদের জয় সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত বটে, কিন্তু উহাদের জোর সমর্থন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী আপনা হইতেই সঙ্গে সঙ্গে পায় না; বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পর, জমিদার ও ধনিকদের সহিত কঠোর বোঝাপড়া করার পর তবে উহাদের দৃঢ় সমর্থন পাইতে পারে, এই সব নির্য্যাতিত সম্প্রদায় যখন কার্য্যক্ষেত্রে দেখিবে যে, তাহাদের এমন এক সুপ্রতিষ্ঠ নেতা ও রক্ষক রহিয়াছে যে তাহাদের সাহায্য করিবার ও ঠিক পথ দেখাইবার সামর্থ্য রাখে তখন অর্থাৎ এই অভিজ্ঞতা লাভের পর তবে তাহারা বিপ্লবী শ্রমিককে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতে পারে; মার্ক্সবাদ ও রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এই সত্য প্রমাণিত করিয়াছে, কিন্তু এই সত্য কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা হয় না।

৪। অর্থনৈতিক দিক হইতে "মধ্যবিত্ত কৃষক" বলিতে বোঝায় সেই সব ছোট চাষী যাহাদের নিজস্ব সম্পত্তিরূপে বা ইজারা-লওয়া ছোট ছোট জমি আছে, যে-জমি হইতে তাহারা কোনো রকমে পরিবার প্রতিপালন করিয়া কিছু উদ্বৃত্ত রাখে এবং প্রায়ই সে-জমিতে তাহারা বাহিরের মজুর খাটাইয়া থাকে। এই সব জমি হইতে পরিবারের ভরণ-পোষণ চালানোর

পর তাহাদের যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহা মূলধনে রূপান্তরিত করা চলে, অন্তত ভালো ফসল হইলে তো বটেই। আর প্রতি দুই বা তিনটি আবাদের মধ্যে একটিতে বাহিরের মজুর লাগানো হয়। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশে মধ্যবিত্ত কৃষকের ভালো দৃষ্টান্ত রহিয়াছে জার্মানিতে—৫ হইতে ১০ হেক্টর জমিতে যাহাদের আবাদ।*

১৯০৭ সালের সেন্সাস হইতে জানা যায় যে, জার্মানিতে এই সম্প্রদায়ের নিযুক্ত কৃষি-মজুরের সংখ্যা এই সম্প্রদায়ের যত আবাদ আছে তাহার মোট সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। † ফ্রান্সে এই সম্প্রদায় সম্ভবত আরও কিছু বেশী বাহিরের শ্রমিক নিযুক্ত করে, কারণ সেখানে আঙুরের ন্যায় বিশেষ বিশেষ ফসলের আবাদ রহিয়াছে, যে-সব আবাদে বেশী পরিমাণে শ্রম-নিয়োগের প্রয়োজন।

বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের এই স্তরকে নিজের পক্ষে টানিয়া আনিবার কাজে যেন ব্যাপৃত না হয়, অন্তত আশু ভবিষ্যতে অথবা শ্রমিক-ডিক্টেটরির প্রথম আমলে নয়; কিন্তু তাহার কর্তব্য হইবে এই স্তরকে নিরস্ত করা অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামে নিরপেক্ষ করিয়া রাখা। দুই শ্রেণীর মধ্যে একবার ইহার প্রতি একবার উহার প্রতি এই স্তর ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকিবেই, অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশে নূতন যুগের প্রারম্ভে এই স্তরের ঝোঁক প্রধানত ধনিকশ্রেণীর দিকেই থাকিবে। কারণ এই স্তরের মধ্যে সম্পত্তিভোগীর দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবই প্রবল, মুনাফা, "অবাধ" ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পত্তি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রত্যক্ষ, শ্রমিকের

* এক হেক্টার প্রায় আড়াই একরের সমান।—অনুবাদক।

† ঠিক সংখ্যাগুলি এই :—৫ হইতে ১০ হেক্টর জমির আবাদের সংখ্যা ৬,৫২,৭৯৮ (সবসুদ্ধ আবাদের সংখ্যা ৫৭,৩৬,০৮২), এই আবাদগুলিতে বিভিন্ন রকমের মজুর নিযুক্ত করা হয় ৪,৮৭,৭০৪ জন, আর এই আবাদগুলিতে যাহারা কাজ করে সেই সব পরিবারের লোকসংখ্যা হইল ২০,০৩,৬৩৩। অস্ট্রিয়ায় ১৯০২ সালের সেন্সস অনুযায়ী এই সম্প্রদায়ের আবাদের সংখ্যা ছিল ৩,৮৩,৩৩১, , তন্মধ্যে ১,২৬,১৩৬টি আবাদে মজুর নিযুক্ত করা হয়, নিযুক্ত মজুরদের সংখ্যা ১,৪৬,০৪৪ আর পরিবারগুলির লোকসংখ্যা হইতেছে ১২,৬৫,৯৬৯। অস্ট্রিয়ায় আবাদের মোট সংখ্যা ২৮,৫৬,৩৪৯।

প্রতি বিরুদ্ধতা প্রত্যক্ষ। বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী খাজনা ও বন্ধক উচ্ছেদ করিয়া এই স্তরের অবস্থা সরাসরি উন্নত করিয়া দিবে। অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকরাষ্ট্র যেন সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত না করে, যে-কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরাষ্ট্র ছোট ও মধ্যবিত্ত কৃষকের জমিগুলি রাখিবার ব্যবস্থাই যে শুধু করিবে তাহা নয়, তাহারা সাধারণের যত জমি খাজনা করিত তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থাও করিবে (খাজনা বিলোপ)।

এই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রাম পরিচালনা করিলে এই স্তরকে নিরপেক্ষ করিবার নীতি নিশ্চয়ই সফল হইবে। শ্রমিকরাষ্ট্রকে অতি সাবধানে এবং ধীরে ধীরে, দৃষ্টান্ত স্থাপন দ্বারা, মধ্যবিত্ত কৃষকের উপর কোনো রকম জোরজুলুম না করিয়া যৌথ কৃষিতে যাইতে হইবে।

৫। বড় কৃষকেরা হইতেছে কৃষির ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপক, ইহারা সর্ব্বদাই কিছু শ্রমিক নিযুক্ত করে, "কৃষকশ্রেণীর" সহিত ইহাদের একমাত্র সম্পর্ক হইতেছে এই যে, ইহারা সংস্কৃতিতে অনুন্নত, ইহাদের জীবনযাত্রার অভ্যাস অন্যান্য কৃষকদের মতো এবং ইহারা নিজেদের আবাদে নিজেরা খাটে। বুর্জোয়া স্তরগুলির মধ্যে ইহারা সব চাইতে বড় স্তর এবং ইহারা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও কঠোর শত্রু। পল্লী-অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির সমগ্র কার্য্যে এই স্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার প্রতি প্রধান মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে, এই সব শোষকের রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব হইতে শ্রমজীবী ও শোষিত অধিকাংশ পল্লীবাসীকে মুক্ত করিবার দিকে সব চাইতে বেশী নজর দিতে হইবে।

শহরের শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের পর কৃষকদের এই স্তর হইতে সর্ব্ব-প্রকার প্রতিরোধ-ধ্বংসাত্মক কার্য্য ও বিপ্লব-বিরোধী প্রত্যক্ষ সশস্ত্র আক্রমণ নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করিবে। অতএব এই স্তরকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন

করিয়া ফেলিবার জন্য অবিলম্বে মতবাদ ও সংগঠনের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় লোকশক্তি প্রস্তুত করিবার কাজে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীকে হাত দিতে হইবে এবং শ্রমশিল্পে ধনিক উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিরোধের প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র এই স্তরের উপর প্রবল, নিষ্করুণ ও মর্মান্তিক আঘাত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পল্লীর শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র দিতে হইবে এবং গ্রামে সোভিয়েট সংগঠন করিতে হইবে, এমনভাবে এই সোভিয়েটগুলি সংগঠন করিতে হইবে যে, শোষকরা যেন উহাতে স্থান না পায়, শ্রমিক ও আধা-শ্রমিকেরই যেন উহাতে প্রাধান্য থাকে।

কিন্তু সব চাইতে বড কৃষকদেরও সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করা কোনো অবস্থাতেই বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর আশু কাজ হইতে পারে না, কারণ তখনও এই সব আবাদকে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করিবার উপযোগী বৈষয়িক অবস্থা বিশেষত যন্ত্রপাতির ব্যাপারে উপযোগী অবস্থা এবং উপযোগী সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই। হয়তো খুব কদাচিৎ ব্যক্তিগত কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সব কৃষকের জমির যে অংশগুলি ছোট ছোট খণ্ডে ইজারা-দেওয়া, সেইগুলি কিংবা যে অংশগুলি আশেপাশের চাষীদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন, সেইগুলি বাজেয়াফ্‌ত করিতে হইবে, ছোট কৃষকগণকেও নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তে বড কৃষকদের কৃষিযন্ত্রাদি বিনা মূল্যে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। তবে সাধারণ নিয়ম হিসাবে শ্রমিকরাষ্ট্র যেন বড কৃষকের জমি তাহাদেরই হাতে থাকিতে দেয়; একমাত্র যদি তাহারা শ্রমজীবী ও শোষিতদের গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইলে তাহাদের জমি বাজেয়াফ্‌ত করা হইবে। রুশ শ্রমিক বিপ্লবে কতকগুলি বিশেষ অবস্থার জন্য বড় কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াই জটিল হইয়া পড়ে এবং অনেক দিন ধরিয়া চলে। তথাপি রুশ শ্রমিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, প্রতিরোধের সামান্যতম চেষ্টার জন্য কঠোর শিক্ষা দিয়া দিলে এই স্তর শ্রমিকরাষ্ট্রের আদেশ বিশ্বস্তভাবে পালন করে, এমন কি সমস্ত

শ্রমজীবীর সমর্থক ও নিষ্কর্মা ধনীদের সম্বন্ধে করুণাহীন যে-গভর্নমেণ্ট তাহার প্রতি এখন এই সব কৃষক খুব ধীরে ধীরে হ'লেও শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিতেছে।

রুশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাভূত করে; কিন্তু বড় কৃষকদের বিরুদ্ধে তাহার সংগ্রাম কতকগুলি বিশেষ অবস্থার জন্য জটিল ও ব্যাহত হয়। সে-অবস্থা হইতেছে এই: ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর (২৫শে অক্টোবর)-এর পর রুশ বিপ্লবকে জমিদারদের বিরুদ্ধে সমস্ত কৃষকের সংগ্রাম-রূপ "সাধারণ-গণতান্ত্রিক" অধ্যায়ের মধ্য দিয়া অর্থাৎ মূলত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধ্যায়ের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, সংখ্যায় ও সংস্কৃতিতে শহরের শ্রমিকদের দুর্বলতা; পরিশেষে, বিরাট ভূভাগ এবং খারাব যোগাযোগ-ব্যবস্থা। ইউরোপ ও আমেরিকার অগ্রসর দেশগুলিতে যে-পরিমাণে এই বাধাবিঘ্ন নাই, সেই পরিমাণে সেখানকার বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণীকে বড় কৃষকদের প্রতিরোধের জন্য আরও তৎপরতার সহিত প্রস্তুত হইতে হইবে এবং আরও দ্রুত, আরও দৃঢ়ভাবে ও আরও সাফল্যের সহিত সে-প্রতিরোধ তাহাকে জয় করিতে হইবে এবং প্রতিরোধের সমস্ত সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিতে হইবে। ইহা একান্ত প্রয়োজন, কারণ এরূপ পূর্ণজয় না হওয়া পর্য্যন্ত পল্লীর শ্রমিক, আধা-শ্রমিক ও ছোট কৃষকরা শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠ মনে করিতে পারে না।

৬। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীকে অবিলম্বে জমিদারদের, জমির বড় বড় মালিকদের সমস্ত জমি বিনাশর্তে বাজেয়াফ্‌ত করিতে হইবে। এই জমিদাররা হইতেছে সেই সব লোক যাহারা ধনতান্ত্রিক দেশে সরাসরি বা তাহাদের চাষীদের মারফত বরাবর কৃষি-মজুর ও আশপাশের ছোট কৃষকগণকে (অনেক সময় মধ্যবিত্ত কৃষকদের কোনো কোনো অংশকে) শোষণ করে, যাহারা নিজেরা খাটে না, যাহারা অধিকাংশ সামন্ত প্রভুদের বংশধর (রুশিয়া, জার্মানি ও হাঙ্গারিতে সামন্ত অভিজাত, ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 'সেইঞর', ইংলণ্ডে লর্ড, আমেরিকায় প্রাক্তন দাস-মালিকগণ), কিংবা

যাহারা খুব ধনী মহাজন, কিংবা যাহারা এই উভয় প্রকার শোষক ও নিষ্কর্মার এক সংমিশ্রণ।

কোন অবস্থাতেই যেন বাজেয়াফ্‌ত জমির জন্য জমিদারগণকে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা বা ক্ষতিপূরণ দিবার পক্ষে প্রচারকার্য্য কমিউনিস্ট পার্টিতে চলিতে না দেওয়া হয়, কারণ ইউরোপে ও আমেরিকায় বর্ত্তমান অবস্থায় উহার অর্থ দাঁড়ায় সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং শ্রমজীবী ও শোষিতদের নিকট হইতে নূতন নজর আদায়ের ব্যবস্থা করা। যুদ্ধ এই শ্রমজীবী ও শোষিতগণকেই সব চাইতে বেশী দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, আর লক্ষপতি ও কোটিপতির সংখ্যা বাড়াইয়াছে এবং তাহাদিগকে আরও বিত্তশালী করিয়াছে। এ অবস্থায় জমিদারগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা দেওয়ার কথা বলার অর্থ সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রমজীবী শোষিত জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

এখন প্রশ্ন হইল, বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী বড় বড় মালিকের যে-জমি বাজেয়াফ্‌ত করিবে তাহা কিভাবে চাষ করা হইবে? অর্থ নৈতিক দিক দিয়া অনগ্রসর ছিল বলিয়া রুশিয়ায় এই জমি কৃষকদের ব্যবহারের জন্য বিলি করিয়া দিবার পদ্ধতিই প্রধানভাবে অবলম্বন করা হয়। কদাচিৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথাকথিত "সোভিয়েট আবাদ" সংগঠন করা হয়, শ্রমিকরাষ্ট্র ভূতপূর্ব্ব কৃষি-মজুরগণকে রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীতে রূপান্তরিত করিয়া এবং রাষ্ট্র চালনা করে যে-সব পঞ্চায়েৎ (সোভিয়েট) তাহাদিগকে সেগুলির সদস্য করিয়া এই সব আবাদ চালায়। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অভিমত এই যে, অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের বেলায় ঠিক পদ্ধতি হইবে সেখানকার **অধিকাংশ** বড় আবাদ বজায় রাখিয়া সেগুলি রুশিয়ার "সোভিয়েট আবাদের" ধরনে পরিচালিত করা।

তবে এই নিয়ম লইয়া বাড়াবাড়ি করিলে বা বাঁধাগতের মতো এই নিয়ম খাটাইতে থাকিলে অত্যন্ত ভুল হইবে। পরস্বাপহারীর বাজেয়াফ্‌ত

জমির অংশ বিশেষ বিনামূল্যে আশেপাশের ছোট কৃষকদের মধ্যে এবং কখনও কখনও মধ্যবিত্ত কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিতে না দিলে অত্যন্ত ভুল হইবে।

প্রথমত, বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদন স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন অপেক্ষা পদ্ধতির দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতর, এই যুক্তি তুলিয়া জমি বণ্টনের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়, কিন্তু ইহার অর্থ প্রায়ই দাঁড়ায় একটা অবিসংবাদিত সত্য তত্ত্ব জাহির করার খাতিরে নিকৃষ্ট সুবিধাবাদের আশ্রয় লওয়া এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণী যেন সাময়িক উৎপাদন হ্রাসে পিছপাও না হয়, যেমন উত্তর আমেরিকায় দাসপ্রথার বুর্জোয়া শত্রুরা ১৮৬৩-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে সাময়িকভাবে কার্পাস উৎপাদন হ্রাস পাইবে জানিয়াও পিছপাও হয় নাই। বুর্জোয়াদের নিকট উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন প্রয়োজনীয়, কিন্তু শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের নিকট সব চাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস হইতেছে শোষকগণকে উচ্ছেদ করিয়া এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাহাতে শ্রমজীবীরা নিজেদের জন্যই শ্রম করিতে সমর্থ হইবে, ধনিকদের জন্য নয়। শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম ও মূল কর্তব্য হইতেছে শ্রমিকশ্রেণীর জয় ও সে জয়ের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা স্থিতিলাভ করিবে না যদি না মধ্যবিত্ত কৃষকগণকে নিরপেক্ষ করিয়া দেওয়া হয় এবং ছোট কৃষকদের সকলের না হোক, অনেকের সমর্থন পাইবার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, বৃহৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো তো বড় কথা, যেরূপ আছে সেইরূপ রাখিতে হইলেই পল্লীর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পূর্ণ বিকশিত বৈপ্লবিক চেতনা থাকা প্রয়োজন। ভালো রকম ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শিক্ষা লাভের পর পল্লীর শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে। যেখানে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই কিংবা যেখানে বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ কর্মীদের উপর এই কাজের ভার দেওয়া

সম্ভব নয়, সেখানে তাড়াহুড়া করিয়া বৃহৎ সরকারী আবাদ প্রবর্ত্তন করিতে গেলে শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং "সোভিয়েট আবাদ" সৃষ্টির জন্য খুব সতর্কভাবে আয়োজন করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে, এমন কি সব চাইতে অগ্রসর দেশ-গুলিতে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা এখনও টিকিয়া আছে—এই সব দেশে এখনও জমির বড় বড় মালিকরা আশেপাশের ছোট কৃষকগণকে আধা-সামন্তপ্রথায় শোষণ করিয়া থাকে, যথা, জার্মানিতে 'ইন্স্ৎলযতে', ফ্রান্সে মেতেইয়ের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শস্যের ভাগীদারগণ এই শোষণ চালাইয়া থাকে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে প্রধানত নিগ্রোরাই এই পদ্ধতিতে শোষিত হয় বটে, কিন্তু শুধু নিগ্রো নয় শ্বেতাঙ্গরাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে শোষিত হয়)। এই সব ক্ষেত্রে শ্রমিকরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইতেছে ছোট কৃষকরা আগে যে-সকল জমি খাজনা করিত সেই সকল জমি তাহাদিগকে বিনা খাজনায় ব্যবহার করিতে দেওয়া, কারণ এক্ষেত্রে অন্য কোনো অর্থনৈতিক ভিত্তি বা কার্য্যনির্ব্বাহের ভিত্তি নাই, এবং এক কথায় উহা সৃষ্টিও করা যায় না।

বড় বড় আবাদের যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণরূপে বাজেয়াফ্ত করিয়া রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে এই খাড়া ব্যবস্থা থাকিবে যে, বড় সরকারী আবাদগুলিতে যন্ত্রপাতির যে-চাহিদা আছে তাহা মিটানোর পর এই সব যন্ত্রপাতি আশেপাশের ছোট কৃষকগণকে বিনামূল্যে ব্যবহার করিতে দেওযা হইবে, কি কি শর্তে দেওয়া হইবে তাহা শ্রমিকরাষ্ট্র ঠিক করিয়া দিবে।

শ্রমিক বিপ্লবের পর প্রথম আমলে অবিলম্বে বড় জমিদারদের জমিদারী বাজেযাফ্ত করিতে তো হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বড় জমিদারকে প্রতি-বিপ্লবের নেতা এবং সমগ্র পল্লীবাসীর নিষ্ঠুর শোষক হিসাবে নির্ব্বাসিত বা

অন্তরীণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই শ্রেনীর মধ্যে এমন সব লোক আছে যাহাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সংগঠন-ক্ষমতা বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক কৃষি সৃষ্টির পক্ষে মূল্যবান, শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলেই শ্রমিকশক্তি যত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে থাকিবে তত এই সব লোককে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক কৃষি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করিতে হইবে, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কমিউনিস্ট্ কর্মীদের বিশেষ নিয়ন্ত্রণে এই চেষ্টা চালাইতে হইবে।

৭। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি শোষকদের সমস্ত প্রতিরোধ একেবার দমন করিয়া এবং নিজের পূর্ণস্থিতি সাধন করিয়া ও নিজেকে চূড়ান্ত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যখন সমগ্র শ্রমশিল্পকে বৃহৎ সম্মিলিত উৎপাদন ও আধুনিক পদ্ধতির ভিত্তিতে (সমগ্র জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা চালু করিবার পরিকল্পনা উহার মূল) পুনঃসংগঠিত করিবে, তখনই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের জয় এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কায়েম হইল বলিয়া মনে করা যাইবে। শুধু ইহার ফলেই শহরগুলি অনগ্রসর ও বিক্ষিপ্ত পল্লী এলাকাগুলিকে মৌলিক পদ্ধতিগত ও সামাজিক সাহায্য দিতে সমর্থ হইবে, যে-সাহায্যে কৃষির এবং সাধারণভাবে কৃষি-শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার ভিত্তি রচিত হইবে। ইহার ফলে আবার জমির ছোট ছোট চাষীরা দৃষ্টান্তের অনু-প্রেরণায় এবং নিজেদের স্বার্থের খাতিরে বৃহৎ সম্মিলিত যন্ত্রচালিত কৃষি অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ হইবে। এ অবিসংবাদিত সত্য তত্ত্ব সমস্ত সমাজতন্ত্রী কথায় মানিয়া লইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যত সুবিধাবাদী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, সুবিধাবাদী জার্মান ও বৃটিশ "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট"দের নেতারা, সুবিধাবাদী ফরাসী লঁগেটিস্টরা, ও অন্যান্য সুবিধাবাদীরা উহা বিকৃত করিতে থাকে। তাহারা অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী মনোহর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়।

